দুরন্ত বার্তা

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 157 Saturday, 9 May, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৫৭ সংখ্যা ✱ ২৫ বৈশাখ ১৪৩৩, শনিবার, ৯ মে ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ
বিকশিত ভারত

বহুবলধারিণীং
নমামি তরিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্
বন্দে মাতরম্

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

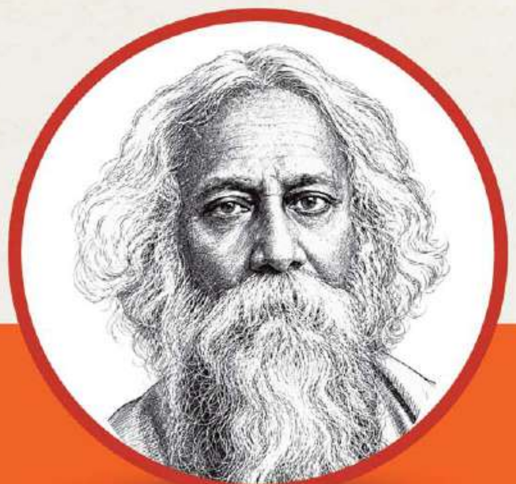

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য,
উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত...

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

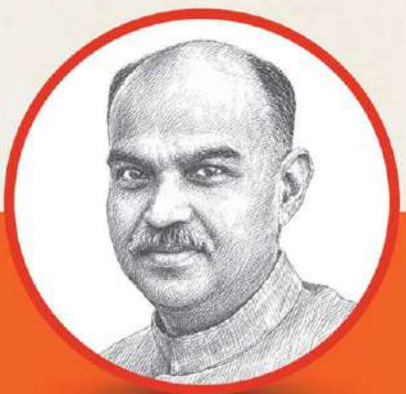

আমরা উন্নতি করব। আমরা এক হব। আমরা এমন দেশে থাকব যার ভাগ্য কেবল তার সন্তানদের হাতে থাকবে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্য জন্মজয়ন্তীতে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

গৌরবময় উপস্থিতিতে

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত সরকারের ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

তারিখ: ২৫শে বৈশাখ, ১৪৩৩ (৯ই মে ২০২৬), শনিবার

স্থান: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড | সময়: সকাল ১১:00 ঘটিকায়

উক্ত ঐতিহাসিক এবং গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে আপনাদের সকলের সনির্বন্ধ উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ICA-D673(35)/2026

বিহারে মন্ত্রীদের দফতর বণ্টনঃসম্রাট চৌধুরীর হাতে স্বরাষ্ট্র, নিশান্ত কুমার পেলেন স্বাস্থ্য বিভাগ

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ৮ মেঃ সম্রাট চৌধুরী সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের পর গত রাতে মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বণ্টন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী স্বরাষ্ট্র, সাধারণ প্রশাসন এবং নজরদারির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি নিজের হাতে রেখেছেন। এবারের দফতর বণ্টনে একটি বড় রদবদল লক্ষ্য করা গেছে। ঐতিহ্যগতভাবে জেডিইউ-এর কাছে থাকা শিক্ষা দফতর এবার বিজেপির হাতে এবং বিজেপির কাছে থাকা স্বাস্থ্য দফতর এবার জেডিইউ-এর ঝুলিতে গিয়েছে।বিহারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পুত্র নিশান্ত কুমারকে স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজেপির মিথিলেশ তিওয়ারি হয়েছেন রাজ্যের নতুন শিক্ষামন্ত্রী। প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহাকে কৃষি দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নীতিশ মিশ্রকে নগর উন্নয়ন ও আবাসন এবং দিলীপ জয়সওয়ালকে রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রামকৃপাল যাদব পেয়েছেন সমবায় বিভাগ এবং বুলো মন্ডলকে জালানি মন্ত্রী করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার শৈলেন্দ্র কুমার সড়ক নির্মাণ এবং বিজয় কুমার চৌধুরী জলসম্পদ ও সংসদীয় বিষয় দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন। লেশি সিংকে ভবন নির্মাণ এবং দামোদর রাওয়াতকে পরিবহন মন্ত্রী করা হয়েছে।শ্রবণ কুমারের বিভাগ অপরিবর্তিত রয়েছে, তিনি পল্লী উন্নয়ন দফতরেরই থাকছেন। সঞ্জয় সিং টাইগার উচ্চশিক্ষা ও আইন এবং অশোক চৌধুরী খাদ্য ও উপভোক্তা সুরক্ষা দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। ভগবান সিং কুশওয়াহাকে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং মদন সাহনিকে আবগারি ও মাদকদ্রব্য নিযন্ত্রণ বিভাগ দেওয়া হয়েছে। সন্তোষ কুমার সুমন ক্ষুদ্র জলসম্পদ এবং রমা নিষাদ অনগ্রসর ও অতি অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। রত্নেশ সদা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং শীলা মন্ডল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন। কেদার প্রসাদ গুপ্ত পর্যটন এবং সুনীল কুমার গ্রামীণ কাজ বিভাগ সামলাবেন।জাতীয় শ্যুটার শ্রেয়সী সিং শিল্প ও ক্রীড়া মন্ত্রী হয়েছেন। একমাত্র সংখ্যালঘু মুখ হিসেবে মহম্মদ জামা খান সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতর পেয়েছেন। নন্দ কিশোর রাম দুগ্ধ, মস্য ও পশুপালন এবং প্রমোদ কুমার খনি, ভূতত্ব ও সংস্কৃতি দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। শ্বেতা গুপ্ত সমাজকল্যাণ, দীপক প্রকাশ পঞ্চায়েতি রাজ, সঞ্জয় কুমার চিনি শিল্প, সঞ্জয় কুমার সিং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল এবং রামচন্দ্র প্রসাদ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন। বিহারে নতুন সরকারের এই দফতর বণ্টনের পর প্রশাসনিক স্তরে কর্মতপরতা বাড়বে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কলকাতায় এসে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ মে ঃ শুক্রবার কলকাতায় পা রেখেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মা ভবতারিণীর কাছে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার সকালে কলকাতায় পৌঁছন অমিত শাহ। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের পরে কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী ও কারা থাকবেন মন্ত্রিসভায়, তা ঠিক করতেই তাঁর বঙ্গে আগমন। এ ছাড়া, শনিবার নতুন মন্ত্রিসভার শপথেও থাকবেন তিনি। শুক্রবার সকালে বিমানবন্দরে নামেন তিনি। সেখান থেকে সোজা যান দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। বিকেলে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিজেপির বৈঠক রয়েছে।শুক্রবার সকাল ১১টার কিছু পরে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। অমিত শাহকে স্বাগত জানান রাজ্য বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। বিমানবন্দর থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পৌঁছান দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ টাউনের হোটেলে যাবেন অমিত শাহ। তারপর এ দিন বিকেলে নিউ টাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মাধ্যমিকে রাজ্যের মেধা তালিকায় দশম হাওড়ার দেউলপুর হাই স্কুলের সুচিস্মিতা

অরূপ নস্কর,হাওড়া(তেঁতুলতলা), ৮ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রকাশিত মাধ্যমিকের ফলাফলে সাফল্যের নজির গড়ল হাওড়া। জেলার দেউলপুর হাই স্কুলের ছাত্রী সুচিস্মিতা চক্রবর্তী রাজ্যের সম্ভাব্য মেধা তালিকায় দশম স্থান অর্জন করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮।হিন্দুস্থান সমাচারকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে সুচিস্মিতা জানায়, ইতিহাসে সে পেয়েছে ১০০-র মধ্যে ১০০। এছাড়া, ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান ও ভূগোলে পেয়েছে ৯৯ করে, বাংলায় ও গণিতে ৯৮ করে এবং ইংরেজিতে ৯৫ নম্বর পেয়েছে সে।ফল প্রকাশের পর টেলিফোনে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সুচিস্মিতা জানায়, খুব ভালো লাগছে। ভালো নম্বর আশা করেছিলাম, কিন্তু মেধা তালিকায় যে জায়গা করে নেব, সেটা ভাবিনি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সে জানায়, আগামী দিনে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার ইচ্ছা রয়েছে। সেই লক্ষ্য নিয়েই এখন থেকে প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে চাই। সুচিস্মিতার এই সাফল্যে খুশির আবহ দেউলপুর হাই স্কুলে। শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পরিবারের সদস্যরা সকলেই তার কৃতিত্বে গর্বিত। স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক অত্রি গোলুই জানান, সুচিস্মিতা অত্যন্ত মনোযোগী ও পরিশ্রমী ছাত্রী। নিয়মিত পরিশ্রম করত সে। অত্রি বাবু জানান, স্কুলের শিক্ষকদেরও বিশ্বাস ছিল, সুচিস্মিতা ভালো ফল করে জেলার মুখ উজ্জ্বল করবে।

বাহরাইচে পথদুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু

বাহরাইচ, ৮ মে ঃ উত্তর প্রদেশের বাহরাইচ জেলায় পথদুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফখরপুর থানা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সামদা বাজার এলাকার এক বাসিন্দার বিয়ে ছিল বৃহস্পতিবার। বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল হুজুরপুর থানা এলাকার গুলহারিয়া গ্রামে। সেই অনুষ্ঠানে মোটরসাইকেলে করে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

তৃণমূলের ভরাডুবির জন্য অভিষেকই দায়ী, বিস্ফোরক রামজীবনপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ মে ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর শুক্রবার ক্ষোভ উগরে দিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল পরিচালিত রামজীবনপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কল্যাণ তিওয়ারি। একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, দলের সর্বনাশের জন্য মূলত দায়ী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'ভাইপো সংস্কৃতি'।কল্যাণ তিওয়ারির অভিযোগ, ২০২১ সালের নির্বাচনের পর থেকেই আইপ্যাকের চাপে দলের জনপ্রতিনিধিরা কার্যত মানসিক অত্যাচারের শিকার হন। রাতের পর রাত ফোন করে কাজ নিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হত এবং বলা হত, কাজ না হলে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি আরও দাবি করেন, দল ছাড়ার কোনও উপায় ছিল না, কারণ পুলিশি ভয় দেখানো হত। তাঁর আরও অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে এক বিধায়ককে বাড়ির বাইরে কলম ও কোমরের বেল্ট খুলে রেখে ভিতরে ঢুকতে হত। বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য চেয়ারম্যানদের কাছে টাকা পাঠানোর নির্দেশ এলেও অর্থের উস নিয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া হত না বলেও দাবি করেন তিনি।বক্তব্যে শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসাও শোনা যায় কল্যাণ তিওয়ারির মুখে। পাশাপাশি তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাস্তায় নেমে রাজনীতি করার চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার সফল ও কৃতিদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ মে ঃ চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। শুক্রবার কৃতীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া মারফ ফেসবুক পেজে এদিন তিনি নিজেই লিখেছেন- মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে অন্তর থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তোমাদের জীবন হোক সার্থক এবং সফল।উল্লেখ্য, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি এদিন জানিয়েছেন যে, পাসের হার ৮৬.৮৫ শতাংশ। প্রথম স্থানাধিকারীর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩। উল্লেখ্য, লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৮০ দিনের মাথায় ফল প্রকাশিত হল। বালক ও বালিকা মিলিয়ে চলতি বছরে মোট ৯ লক্ষ ২৩ হাজার ১৩ জন পরীক্ষার্থী সামিল হয়েছিল। এবছরের ফল প্রকাশের পর যথারীতি সকাল সাড়ে দশটা থেকেই স্কুলগুলোতে মার্কশিট পৌঁছে গিয়েছে ও বিতরণ করা হয়েছে।

'ইন্ডি' জোটের লোকেরা গণতন্ত্রকে অপমান করছেঃনয়াব সিং সাইনি

চন্ডীগড়, ৮ মে ঃ 'ইন্ডি' জোটের লোকেরা গণতন্ত্রকে অপমান করছে, শুক্রবার এমনই মন্তব্য করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি। এ দিন তিনি বলেন, মমতা দিদি বলছেন যে, তিনি পদত্যাগ করবেন না। যদি আপনি আপনার চেয়ারকে এতই ভালোবাসেন, তবে সেটি সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যান। কেউ কি আপনাকে বাধা দিচ্ছে? কিন্তু জনগণ তো আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার রায় দিয়েছে- সেই রায়কে সম্মান জানান। গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করুন। যখন তারা (তৃণমূল) ক্ষমতায় ছিল, তখন জনগণের ওপর তারা যে অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল, সেদিকে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে এফআইআর পর্যন্ত দায়ের করা হতো না। মানুষ টিএমসি-র এই পরাজয় উদযাপন করেছে।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পরাক্রমের ওপর আলোকপাত করে সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ মে ঃ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও কর্তব্যের ওপর আলোকপাত করে শুক্রবার একটি সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, দেশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর শৌর্য ও পরাক্রম প্রত্যেক নাগরিককে গর্বিত করে। দেশমাতৃকার জন্য তাঁদের সর্বস্ব পণ করা মানসিকতা সকলকে অনুপ্রাণিত করে।প্রধানমন্ত্রী একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন-স্বধর্মমপি চবেক্ষ্যা ন বিকমপিতু মর্হসিধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধচ্ছ্রেয়ো'ন্যাতক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যাতে অর্থাৎ, যখন কেউ নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তার মনে কোনও প্রকার দ্বিধা বা ভয় থাকা উচিত নয়, কারণ ন্যায়ের বেদিতে ধর্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করা হয়, তা-ই একজন যোদ্ধার জন্য আত্মকল্যাণের সর্বোৎকৃষ্ট ও গৌরবময় পথ।

বারাসতে তৃণমূলের কার্যালয় ফিরিয়ে দিল বিজেপি, শান্তির বার্তা জেলা সভাপতির

বারাসত, ৮ মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে বারাসতের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কে নতুন মো। এল। শুক্রবার বারাসত পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিধান মার্কেট সংলগ্ন তৃণমূলের কার্যালয় পুনরায় দলের কাউন্সিলর নীলিমা মণ্ডলের হাতে ফিরিয়ে দিল বিজেপি নেতৃত্ব।জানা গিয়েছে, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরপরই কয়েকজন বিজেপি কর্মী ওই দলীয় কার্যালয়-এর দখল নিয়ে সেখানে বিজেপির পতাকা ও ফেস্টুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। তবে শুক্রবার বারাসত বিজেপির জেলা সভাপতি নিজে উপস্থিত থেকে পার্টি অফিসটি তৃণমূলের হাতে ফিরিয়ে দেন।এসময় বিজেপি জেলা সভাপতি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, বারাসত শহরে কোনও তৃণমূল পার্টি অফিস জোর করে দখল করা যাবে না। গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার পক্ষেই দল রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। পাশাপাশি যেসব বিজেপি কর্মী বা সমর্থক এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত, তাদের উদ্দেশে সতর্কবার্তাও দেন তিনি। এর পরই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার ঃমনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ মে ঃ কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া গত বৃহস্পতিবার নতুন শ্রম আইনের অধীনে ৪০ বছর অথবা তার বেশি বয়সী কর্মীদের জন্য দেশব্যাপী বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচির সূচনা করেছেন। এই উদ্যোগটি পেশাগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করার এবং ভারতের কর্মশক্তির জন্য ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।নতুন দিল্লিতে এমপ্লয়িজ় স্টেট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (ইএসআইসি) মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই উদ্যোগটি চালু করার সময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১২ বছরে দেশের কর্মশক্তি এবং যুবশক্তি‍র প্রতি সম্মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে বেকারত্বের হার প্রায় ৩.২ শতাংশে নেমে এসেছে।মনসুখ মান্ডাভিয়া বলেন, গত নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশে চারটি শ্রম আইন চালু করেন। এর মধ্যে একটি নিশ্চয়তা ছিল, শ্রমিকরা বছরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সুযোগ পাবেন। আজ থেকে এই নিশ্চয়তাটি দেশব্যাপী কার্যকর হতে শুরু করেছে এবং সমস্ত শ্রমিক ইএসআইসি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাচ্ছেন। এটি প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করতে এবং সময়মতো চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে, যা আমাদের কর্মশক্তি‍র স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখবে। প্রধানমন্ত্রী সমস্ত শ্রমিকদের ইএসআইসি হাসপাতালে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে এবং নিজেদের সুস্থতা রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন বলে জানান।

প্রকাশিত মাধ্যমিকের ফলাফল, ৬৯৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম রায়গঞ্জের অভিরূপ ভদ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ মে ঃ ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ৮৪ দিনের মাথায় শুক্রবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল প্রকাশ করল। সাংবাদিক বৈঠকে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, চলতি বছরে পাশের হার ৮২.৮৩ শতাংশ। এ বছর ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৭১ হাজারেরও বেশি।এবারের মাধ্যমিকে নজর কেড়েছে উত্তর দিনাজপুর। ৬৯৮ নম্বর (৯৯.৭১ শতাংশ) পেয়ে রাজ্যে প্রথম হয়েছেন রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দির স্কুলের ছাত্র অভিরূপ ভদ্র। এ বছর মেধাতালিকায.মোট ১৩১ জন স্থান পেয়েছেন, যাঁরা রাজ্যের ১৯টি জেলার ৮৩টি স্কুলের পড়ুয়া।পাশের হারের নিরিখে এ বছর জেলাগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে কালিম্পং। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর এবং তৃতীয় স্থান দখল করেছে কলকাতা।পর্ষদ সভাপতি জানান, ছাত্র-ছাত্রীরা আজ থেকেই পর্ষদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে তাঁদের ফলাফল জানতে পারছেন। স্কুলগুলি থেকেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মার্কশিট ও সার্টিফিকেট বিলির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের এক ছাত্রের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া স্কুল ও জেলায়।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৮ মে ঃশুক্রবার রাজ্যে ফল প্রকাশ হয়েছে মাধ্যমিকের। এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানালেন দুই বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারী।সুকান্ত মজুমদার এ দিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, শিক্ষার্থী জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।তোমাদের এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত অর্জন ন, পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমাজের কাছেও গর্বের মুহূর্ত। অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে আগামী দিনেও তোমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাবে, এই কামনা করি।পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে সকলের সুস্থ, সু ন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করি।পাশাপাশি, শুভেন্দু অধিকারী সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। তোমাদের সকলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, জীবনের সব পরীক্ষায় তোমরা সফল ভাবে উত্তীর্ণ হও এই কামনা করি।যাদের ফল প্রত্যাশিত হ নি, মনোবল ধরে রাখতে হবে, আগামী দিনে অনেক সাফল্য অপেক্ষা করছে।সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আন্তরিক শুভকামনা ও অনেক আশীর্বাদ রইলো।

তামিলনাড়ুতে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফল প্রকাশ, রাজ্যে প্রথম ইরোড জেলা

চেন্নাই, ৮ মেজ্ঞ্ব তামিলনাড়ুতে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফল শুক্রবার সকালে প্রকাশ করা হ?ছে। এবছর রাজ্যে সর্বাধিক পাশের হারের নিরিখে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ইরোড জেলা। চলতি বছরের ২ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে প্রায় লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশ নেয।এদিন রাজ্য সরকারের প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, এবছর ৯৭ শতাংশ ছাত্রী এবং ৯৩.১৯ শতাংশ ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি গোটা তামিলনাড়ু জুড়ে ৪৮৯টি স্কুল শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। জেলাভিত্তিক ফলাফলে ইরোড জেলা ৯৮.৮৭ শতাংশ পাশের হার নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শিবগঙ্গা জেলা, তাদের পাশের হার ৯৮.০৫ শতাংশ।

তৃতীয় স্থানে রয়েছে কন্যাকুমারী জেলা, যেখানে পাশের হার ৯৭.৬৩ শতাংশ।পরীক্ষার্থীরা tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in এবং results.digilocker.gov.in ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও জন্মতারিখ দিয়ে নিজেদের ফল দেখতে পারবেন। এছাড়াও ৭৮৪৫২-৫২৫২৫ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও ফল জানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপে ফল জানার জন্য পরীক্ষার্থীদের ৭৮৪৫২-৫২৫২৫ নম্বরে Hi পাঠাতে হবে। এরপর বিভাগ ও শ্রেণি নির্বাচন করে পরীক্ষার রোল নম্বর এবং জন্মতারিখ দিলে ফলাফল স্ক্রিনে দেখা যাবে। ফলাফল সংক্রান্ত কোনও তথ্য, সমস্যা বা পরামর্শের জন্য ১৪৪১৭, ১০৪ এবং ১৪৪১৬ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের বিদ্যালয় থেকেও ফল জানতে পারবে। পাশাপাশি পরীক্ষার্থী ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নথিভুক্ত মোবাইল নম্বরেও এসএমএসের মাধ্যমে ফল পাঠানো হবে।এই উপলক্ষে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী অনবিল মহেশ পইয়ামোঝি সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষার ফলই জীবনের শেষ কথা নয়। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে ফলাফল গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরও জানান, এম.কে. স্টালিন -এর নেতৃত্বে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের ফলেই গতবারের তুলনায় এবছর আরও ভালো ফল হয়েছে।

১১ থেকে ১৩ মে জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ৮ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ মে পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। তবে ১১ থেকে ১৩ মে পর্যন্ত বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছে শ্রীনগরের আবহাওয়া দফতর। এদিনের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, অধিকাংশ এলাকায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। যদিও কিছু জায়গায় বিকেলের পর হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ১০ মে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকলেও সন্ধ্যা ও রাতের দিকে কয়েকটি স্থানে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১১ থেকে ১৩ মে পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় হতে পারে। এই সময়ে কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আবহাওয়া দফতরের পরামর্শ, সম্ভাব্য আবহাওয়ার পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে কৃষকদের ১০ মে পর্যন্ত কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরে সতর্কতা জারি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, আগামী তিন দিনে বিভিন্ন এলাকায় দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি

পঁচিশে বৈশাখ ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্মদিন

মধুসূদন দে (প্রধান শিক্ষক),বাঁকুড়াঃ বাংলাদেশ কবির দেশ। বহু কবির আবির্ভাবে এদেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার কবি নন। তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেন্দ্রেনাথ ঠাকুর ও মাতার নাম সারদা দেবী।রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে তারপর নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষা তাঁর ভালো লাগেনি। তাই তিনি বিদ্যালয় ছাড়লেন কিন্তু লেখাপড়া ছাড়লেন না। বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করতে শুরু করলেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর শৈশবের

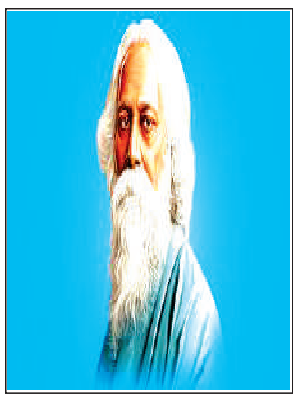

মেঘদুত-জল পড়ে পাতা নড়ে।মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিলেত যান। বিলেত থেকে ফিরে তিনি বাংলা সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন।১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্বজোড়া খ্যাতির পাহাড় লুটিয়ে পড়ল তাঁর চরণে। সেদিনের সামান্য কবি হলেন বিশ্বকবি।রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলা ছোটগল্পের জনক। তাঁর কয়েকটি প্রধান কাব্যগ্রন্থ হল- 'সোনার তরী', 'প্রভাত সঙ্গীত' প্রভৃতি। তাঁর লেখা কয়েকটি প্রধান নাটক হল- ডাকঘর ,বিসর্জন ও রক্তকরবী। তাঁর লেখা উপন্যাসের মধ্যে চোখের বালি, গোরা ও ঘরে বাইরে অন্যতম। তাঁর রচিত গানগুলি রবীন্দ্র সংগীত নামে পরিচিত। রবীন্দ্র সংগীত বাংলার সংস্কৃতি জগতে এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিক শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এজন্য তিনি খোলা আকাশের নিচে শান্তিনিকেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। যা বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ একজন স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ইংরেজিতে দেওয়া 'নাইট 'উপাধি ত্যাগ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ইংরেজ সরকার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি তখন রাখি বন্ধন উসবের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাখি পরিয়ে দিয়ে ঘোষণা করেন হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। ১৩৪৮ সালের ২২ শে শ্রাবণ এই মহান কবি পরলোক গমন করেন।কবি নয় ,চিন্তাবিদ নয়, রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা-মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক।।পঁচিশে বৈশাখ ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্মদিন। আমরা বাংলার জনপ্রিয় সংবাদপত্র দুরন্ত বার্তার পক্ষ থেকে জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা মেষের জন্য দারুণ যাবে। আপনার এনার্জি আর উৎসাহ চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে, যার জন্য আপনি চারপাশের লোকেদের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে পারবে।
বৃষঃকাজের চাপ আজ কিছুটা চাপ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে।
মিথুনঃআজ মিথুন জন্য দিনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি অনুভব করতে পারেন, চারপাশের এনার্জি একটু নেগেটিভ, যা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ আপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। শুভ দিনে হবে।
সিংহঃ আজ সিংহ রাশির জাতকদের জন্য দারুণ একটা দিন হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
কন্যাঃ কফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আপনার অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে। ভালো হতে পারে
তুলাঃআজ তুলাদের জন্য দিনটা খুব ভাল যাবে। আপনার জীবনে ভারসাম্য আর শান্তি থাকবে, যা আপনার সম্পর্কগুলোকে আরামদায়ক রাখবে। শুভদিন হবে
বৃশ্চিকঃ আপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা। শুভদিন।
ধনুঃ আজ ধনু জাতকদের জন্য দিনটা দারুণ যাবে। আজ আপনার জীবনে পজিটিভ এনার্জি আনতে সুযোগ আসবে। শুভ দিন হবে আজ
মকরঃ টাকাপয়সার অবস্থা এবং আর্থিক সমস্যা যেমন করেই হোক এক উত্তেজনার উৎস । কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থমকে যেতে পারে।
কুম্ভঃআজ কুম্ভ রাশির জন্য দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আপনার এনার্জি লেভেল কম থাকতে পারে, আর এতে একটা অস্বস্তির অনুভূতি তৈরি হতে পারে। পরিবেশে কিছু অস্থিরতা আর গোলমাল থাকবে।
মীনঃকিছু উত্তেজনা এবং মতপার্থক্য আপনাকে খিটখিটে এবং অশান্ত করতে পারে। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে।

আবহাওয়া

শপথ গ্রহণের দিন অর্থাৎ শনিবার রাজ্যওতন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কালবৈশাখীর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। বিশেষ করে বিকেলের পর থেকে রাতের মধ্যে তিলোত্তমায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৬.৬ ডিগ্রি কম। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে ৪৮.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।শনিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। তবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার ছুঁতে পারে, যা কালবৈশাখীর রূপ নিতে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও শনিবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় প্রভাব কিছুটা কম থাকবে।আবহাওয়াবিদদের মতে, পূর্ব বিহারে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশ থেকে ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বঙ্গে প্রবেশ করছে, যার ফলেই এই বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার।রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে সোমবার থেকে আবহাওয়া বদলাতে শুরু করবে। আকাশ পরিষ্কার হওয়ার পাশাপাশি বাণব রোদের তেজ। আগামী সপ্তাহের শুরু থেকেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি সাধারণ মানুষকে ভোগাবে।।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৫ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫১মিনিট এবং রাত ০১টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১১মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 157 Saturday, 9 May, 2026 * ৩১ বর্ষ, ১৫৭ সংখ্যা * ২৫ বৈশাখ ১৪৩৩, শনিবার, ৯ মে ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুই

‘আমি নয়, আমরা-এই নীতিতে কাজ করব’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মেঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ঘোষণা হয়েছে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম। শুক্রবার বিকেলে নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক বসে। সেই বৈঠকেই সর্বসম্মতিতে নেতা নির্বাচিত করা হয় নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের জয়ী বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীকে। শনিবার ব্রিগেডের ঐতিহাসিক ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বাংলার প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নাম ঘোষণার পর প্রথম ভাষণেই নিজের সরকারের অভিমুখ স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর গলায় শোনা গিয়েছে টিম গেমের সুর। তিনি বলেন, ‘‘আমি নয়, আমরা - এই নীতিতেই কাজ করবে বিজেপি সরকার।’’ দলের দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা স্মরণ করে তিনি দলীয় নেতা ও কর্মীদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘‘এত বছর ধরে যা যা স্বপ্ন আপনারা দেখেছিলেন, এই বিজেপি সরকার তার সব কটি পূরণ করবে। নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের নেতৃত্বে বাংলার উন্নয়নের চাকাকে আমরা দ্রুত গতিতে ছোটাব।’’ বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী ভুললেন না দলের আত্মবলিদান দেওয়া কর্মীদের কথা। তিনি তৃণমূল জমানায় ‘শহিদ’ হওয়া ৩২১ জন বিজেপি কর্মীকে স্মরণ করেন এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘‘আপনাদের দিন-রাতের পরিশ্রমেই আজ এই জনসমর্থন মিলেছে।’’ সেই সঙ্গে তাঁর সাফ কথা, ‘‘আমাদের সরকার হবে কথা কম, কাজ বেশির সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বপ্নপূরণে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাব।’’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ‘আধুনিক ভারতের চাণক্য’ বলে সম্বোধন করে কৃতজ্ঞতা জানান বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ মানুষের উদ্দেশে তাঁর অভয়বাণী, রাজ্যে এখন থেকে ভয় আউট, ভরসা ইন। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করাই হবে তাঁর প্রথম ও প্রধান অগ্রাধিকার। বিশেষ করে মহিলাদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন নিয়ে বিজেপি যে রূপরেখা দিয়েছিল, সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই তা কার্যকর করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে বিরোধী তৃণমূল শিবিরের অন্দরে বিদ্রোহের আগুন আর অন্যদিকে বিজেপির এই নিঁখুত সাজানো ঘর - দুই মিলিয়ে শনিবারের ব্রিগেড এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামিকাল সকালেই তিলোত্তমায় পা রাখছেন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণের আগে শুভেন্দুর এই ‘ভয় আউট, ভরসা ইন’ স্লোগান সাধারণ মানুষের মনে বড় প্রভাব ফেলে দিয়েছে।

সর্বসম্মতিতে নেতা নির্বাচন করল পরিষদীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মেঃ পশ্চিমবঙ্গে নতুন ইতিহাস তৈরি হল। রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শনিবার শপথ নিতে চলেছেন নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিকেলে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিতে বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠক বসে। সেই বৈঠকেই সর্বসম্মতিতে নেতা নির্বাচিত করা হয় শুভেন্দুকে। পর পর দুই বিধানসভা ভোটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাস্ত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিশেষ করে ভাবনীপুরে এবার মমতাকে হারানোটা নিছক জয় নয়, বরং সেই লড়াই যেন ছিল বাংলায় পরিবর্তনের আধারশিলা। ভাবনীপুরে শুভেন্দু অধিকারী প্রার্থী হওয়াটাই রাজ্যে এই বার্তা ছড়িয়ে দেয় যে বিজেপি এবার অনেক বেশি সিরিয়াস। সেই লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর শুভেন্দুর আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বরং স্বপন দাশগুপ্তর মতো মোদি-অমিত শাহ ঘনিষ্ঠ নেতারাও বলতে শুরু করেছিলেন, ‘বাংলায় শুভেন্দুই বিজেপিকে লড়াই করতে শিখিয়েছেন’। ভোটের ফল ঘোষণার পর তাই এ ব্যাপারে আর রহস্য বাকি ছিল না। বরং ৪ মে সন্ধেতেই দেওয়াল লেখা হয়ে গেছিল যে শুভেন্দুই হতে চলেছেন রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। এমনিতে অমিত শাহর অন্যতম আস্থাভাজন হলেন শুভেন্দু। শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি বিমান থেকে নামার পর যেভাবে শুভেন্দুর পিঠ চাপড়ে দেন, তাও যেন ছিল প্রতীকী। ওই ছবিটাতেই ছিল প্রশংসা ও ছবিটাতেই ছিল সিলমোহর। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৯৩টির ভোটের ফল জানা গিয়েছে গত ৪ মে। ২০৭টিতেই জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। তৃণমূল ৮০টি আসনে জিতেছে এবং ছ’টি আসন পেয়েছে বাম, কংগ্রেস ও অন্যান্য দলগুলি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা কেন্দ্রে আগামী ২১ তারিখ পুনর্নির্বাচন হবে। তার আগে শনিবার বিজেপির শপথগ্রহণ উপলক্ষে কলকাতায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শাহ শুক্রবার সকালেই শহরে চলে আসেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুজোও দেন তিনি। তাঁদের উপস্থিতিতে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ নিয়ে এখন সাজো সাজো রব রাজ্য বিজেপির অন্দরে। পশ্চিমবঙ্গের সপ্তদশ বিধানসভার মেয়াদ ছিল বুধবার, ৭ মে পর্যন্ত। সে দিনই লোক ভবন থেকে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেন রাজ্যপাল। বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার অর্থ হল, সরকার আর নেই। সাধারণত, ক্ষমতার পালাবদলের ক্ষেত্রে নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিয়ে যে কোনও বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। নতুন সরকার শপথ না নেওয়া পর্যন্ত তাঁকেই তদারকি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য রাজ্যপাল অনুরোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বিজেপি-ঝড়ে উড়ে গিয়েও হার স্বীকার করেননি তৃণমূলনেত্রী মমতা। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না। কারণ, তাঁর দল হারেনি। জোর করে ভোট লুট করে তাঁদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা। আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ভোটে হেরে যাওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা না-দেওয়ায় অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যপাল চাইলে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে মমতাকে বরখাস্ত করতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। আবার তাঁকে নতুন সরকারের শপথ পর্যন্ত ‘তদারকি মুখ্যমন্ত্রী’ হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেননি। ফলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের শাসনভার আপাতত সরাসরি রাজ্যপালের হাতে। অনেকের মতে, তিনি চাইলে দেড় দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে পারতেন। তবে তা করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নতুন সরকারের গঠন নিয়ে যাবতীয় জল্পনার অবসান হল শুক্রবার। শুভেন্দুর নেতৃত্বেই আগামী পাঁচ বছর রাজ্য চালাবে নির্বাচিত বিজেপি সরকার। শুভেন্দুকে পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে ঘোষণা করে অমিত শাহ বলেন, ‘‘আটটি প্রস্তাব এসেছিল। সব প্রস্তাবে পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ছিল। দ্বিতীয় কোনও নাম প্রস্তাব করার কথা বলা হয়েছিল। সেজন্য সময়ও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, দ্বিতীয় কোনও নাম কেউ প্রস্তাব করেননি। তাই, শুভেন্দুকেই পরিষদীয় দলনেতা করা হল।’’

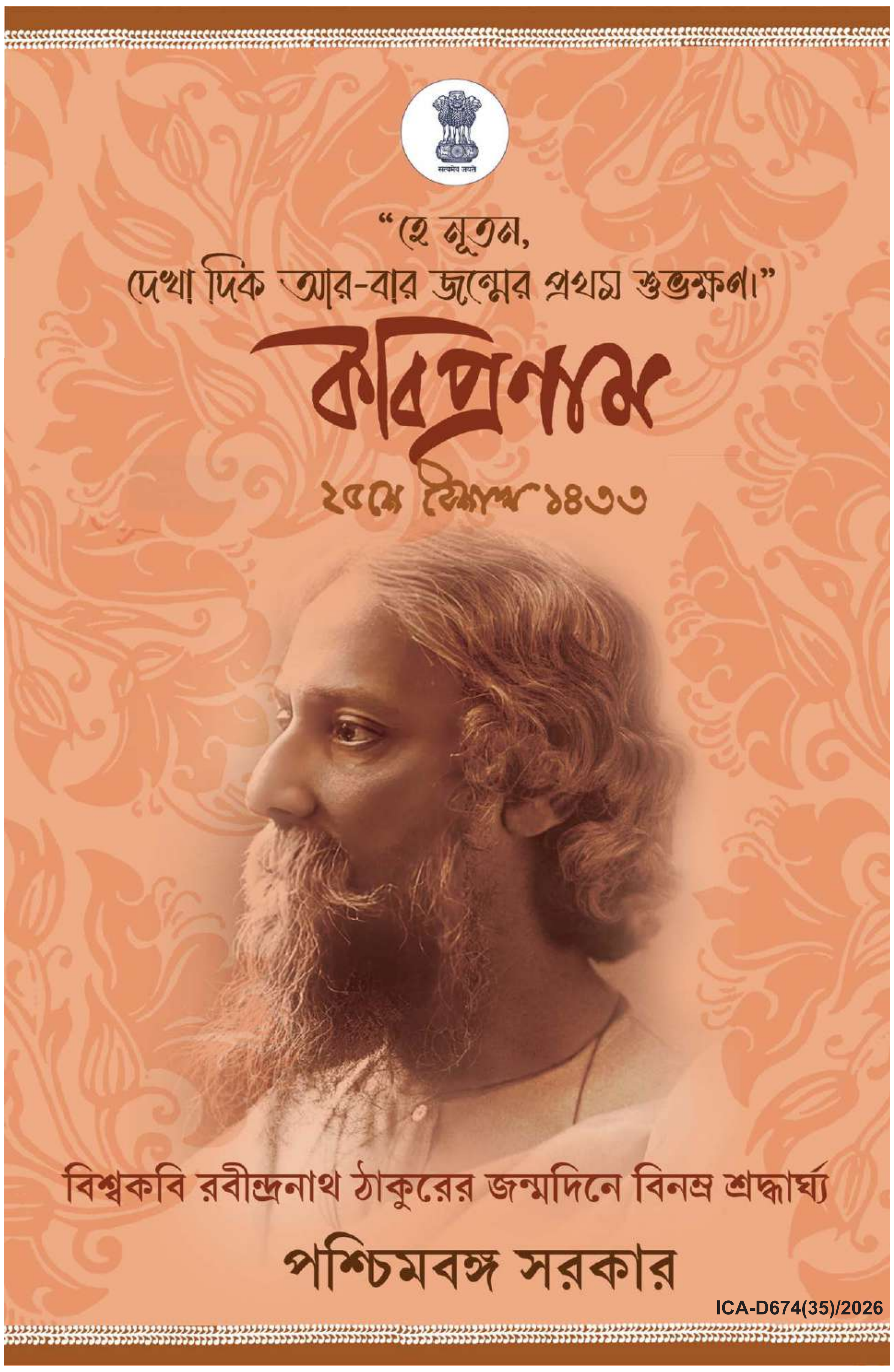

আজ শহরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী, যান চলাচলে ব্যাপক কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মেঃ শনিবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ নেবে নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার। প্রথমবার বাংলার ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে কলকাতায় উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা এবং বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। ফলে রাজধানী কলকাতাকে কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলছে প্রশাসন। ভিভিআইপি উপস্থিতি এবং বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে শুক্রবার থেকেই একাধিক রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত এসপ্ল্যানেড, কেপি রোড, হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ এবং কুইনস্ ওয়ে এলাকায় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি থাকবে। শনিবার ভোর চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় মালবাহী গাড়ি চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যদিও নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহনকে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে। ওষুধ, অক্সিজেন, শাকসবজি, মাছ, ফল, দুধ বহনকারী গাড়ি চলাচলে কোনও বাধা থাকবে না। একইসঙ্গে এলপিজি সিলিন্ডার, সিএনজি ও পেট্রোলিয়াম বহনকারী গাড়িকেও বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। শুধু যান চলাচল নয়, শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পার্কিং নিয়েও জারি হয়েছে কড়া বিধিনিষেধ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন রাস্তা, এজেসি বোস রোডের কিছু অংশ, হেস্টিংস ক্রসিং, ক্যাথিড্রাল রোড, খিদিরপুর রোড, হসপিটাল রোড, কুইনস্ ওয়ে এবং লাভার্স লেনের আশপাশে গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। ঐতিহাসিক এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ব্রিগেডে। প্রায় চার হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে অনুষ্ঠানস্থলে। গোটা ব্রিগেড চত্বরকে ভাগ করা হয়েছে ৩০টি সেক্টরে। প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্বে থাকবেন ডেপুটি কমিশনার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন একাধিক ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, এএসআই এবং বিপুল সংখ্যক কনস্টেবল। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও কাজে লাগানো হবে বলে সূত্রের খবর। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এবং যুগ্ম পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকরাও। ভিভিআইপি অতিথিদের জন্য বিশেষ হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে, যাতে হেলিকপ্টার ওঠানামায় কোনও অসুবিধা না হয়। প্রবেশপথে বসানো হচ্ছে একাধিক ডোরফ্রেম মেটাল ডিটেক্টর। নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে থাকবে হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর। পাশাপাশি ড্রোন নজরদারির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ব্রিগেড সংলগ্ন একাধিক বহুতলের ছাদ থেকে বাইনোকুলার দিয়ে গোটা অনুষ্ঠানস্থলের উপর নজরদারি চালানো হবে। চত্বরজুড়ে বসানো হচ্ছে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা। তবে শুধু রাজনৈতিক গুরুত্ব নয়, এই শপথ অনুষ্ঠানে থাকছে বাঙালিয়ানার বিশেষ ছোঁয়াও। রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন হওয়ায় সকাল থেকেই মঞ্চে বাজবে রবীন্দ্রসঙ্গীত। ব্রিগেডের প্রবেশপথ সাজানো হচ্ছে বাংলার সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে। পুরো অনুষ্ঠানস্থলকে ভাগ করা হয়েছে একাধিক হ্যাঙারে। মাঝের অংশে রাজ্যপাল নতুন মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন। শপথের পর স্বাক্ষরের জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ রাইটিং ডেস্ক। মঞ্চের বাঁদিকের অংশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডানদিকে থাকছে নতুন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের আসন। অন্যদিকে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্যও পৃথক হ্যাঙারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানস্থলে ঝালমুড়ি ও রসগোল্লার স্টল রাখার পরিকল্পনাও করা হয়েছে, যাতে বাংলার ঐতিহ্য এবং আতিথেয়তার ছাপ স্পষ্ট হয়। সকাল দশটা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তার অনেক আগেই ব্রিগেডে মানুষের ঢল নামবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক উত্তেজনা, প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং সাংস্কৃতিক আবহ-সব মিলিয়ে শনিবারের ব্রিগেড কার্যত ইতিহাসের সাক্ষী হতে চলেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৫৭ সংখ্যা, শনিবার , ২৫ বৈশাখ, ১৪৩৩

বর্তমান ভারত গড়ায় ‘গোরা’

উনিশ শতকের শেষ দিক এবং বিশ শতকের প্রথম দিক বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন বেশ প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে বিশ শতকের প্রথম দিকে ১৯০৫ সালে ঘটে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। একে রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা তার উপর ধর্মীয় গোঁড়ামির সংকীর্ণতায় সামাজিক অবস্থাও একই ভাবে ভারাক্রান্ত হয়। এমনকি যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল জাতপাতের বিভাজন মুক্ত এক সংকীর্ণতা বিরোধী আন্দোলন, সেখানেও উদারনৈতিক চিন্তা ভাবনার থেকে আচার অনুষ্ঠানের বেড়াজালই অন্যতম মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। কট্টর হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্রাহ্মসমাজেও এই কট্টর আচারসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এক পাল্লা উগ্র আবহাওয়ার জন্ম দেয়। ‘গোরা’ উপন্যাসে সেই আবহাওয়ার ছবি দেখা গেছে। জাতপাতের প্রাচীরে ঘেরা হিন্দুধর্মে সেসময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের একছত্র শাসন। ব্রাহ্মণ্যবাদের কট্টর নিয়মকানুন আচারের দিকটা গোরার প্রথম জীবনের দিকে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে অস্পৃশ্যতার ধারণা রক্ষা করে চলা, ছোঁয়াছুঁয়ির হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, নিজস্ব ধর্মভাবনায় নিজেকে আবদ্ধ রাখা, হিন্দুত্ববাদ এবং ভারতবর্ষকে এক ভাবা; উপন্যাসের প্রথম দিকে গোরার মধ্যে এগুলো দেখা গেছে। এমনকি বন্ধু বিনয়’কে তার নিজের মায়ের কাছে খাওয়াদাওয়া করতে নিষেধের মতো বিষয়গুলো লক্ষণীয়। গোরার মা আনন্দময়ী সেই সময়ে জাতপাতের ছোঁয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। গোরার পিতা জীবনের প্রথমদিকে এগুলো না মানলেও সেই সময়ে আচারনিষ্ঠ হয়ে পরিবারের মধ্যেও নিজেকে তিনি আলাদা করেছেন। অন্যদিকে গোরার মধ্যে ধর্মীয় ভাবনা চরমে। একই পরিবারের মধ্যে এই তিন চরিত্র তিন ধরনের ভাবনায় চলেছে। আবার অন্যদিকে ব্রাহ্ম পরেশবাবুর চরিত্রটি অন্যরকম। সংস্কারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে উদারনৈতিক ভাবনায় থাকা শান্ত স্বভাবের এই মানুষটিকে কী ভয়াবহ লড়াইই না করতে হয়েছে। নিজের ব্রাহ্মসমাজের শত অপমান, ক্রোধ উপেক্ষা করে গোরার বন্ধু বিনয়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। মুসলমান সমাজ তো অনেক পরের কথা, ব্রাহ্মসমাজ এবং হিন্দু সমাজের ভেদাভেদ যে কী ভয়ংকর পর্যায়ে উঠেছিল, পরেশবাবুর পরিবারের উপর ঘটা ঘটনাগুলো দেখলে বোঝা যায়। হিন্দুধর্মে বাইরে থেকে প্রবেশের পথ নেই। একমাত্র জন্মসূত্রে হিন্দুত্বের অধিকার পাওয়া যায়। যদিও বর্তমানে যে কোন ধর্ম গ্রহণের অধিকার আইনের বলে এবং সংস্কার আন্দোলনের পর সে পথ খোলা হয়েছে, তবুও সমাজ সহজে আজও স্বীকৃতি দেয় না। ভগিনী নিবেদিতাকেও এ নিয়ে কম সমস্যায় পড়তে হয়নি। সেই সময়ে কট্টর হিন্দুত্ববাদের উপস্থিতিতে যে জন্য বাইরের আচার অনুষ্ঠান দিয়ে হিন্দুসমাজে প্রবেশ অধিকার কারও ছিল না, কিন্তু সমাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনেক রাস্তা ছিল। যেহেতু হিন্দুত্ববাদের জাতপাতের বিভাজনের বিরুদ্ধে এবং নিরাকার ঈশ্বরভাবনা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি এবং হিন্দুত্ববাদ ছেড়ে ব্রাহ্মসমাজে যাওয়ার একটা প্রবাহ চলেছিল, তাই হিন্দু এবং ব্রাহ্মে বিরোধ ভাবনা চরমে যায়। কেশবচন্দ্র সেনের তীব্র বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বহু মানুষই ব্রাহ্ম ভাবনায় প্রভাবিত হয়। কিন্তু সেখানেও শেষ পর্যন্ত স্বাতন্ত্রবাদের অভিমান তীব্র হয়ে উদারনীতিবাদকে গ্রাস করে ফেলে।

সন্ধ্যা স্মরণে বনশ্রী

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে বনশ্রী সেনগুপ্তর স্মৃতিচারণা করার সময়ে বলেছিলেন তাঁর মতো সঙ্গীত শিল্পী বাংলায় আর হবে না। পাঁচের দশক তখন শেষ হব হব। সেই সময় বিনোদনের দুনিয়ায় রেডিওর একচেটিয়া আধিপত্য। আকাশবাণীর অনুরোধের আসরের TRP তখন কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে জেলাতেও ঊর্ধ্বগামী। তখন তো আর এখনকার মতো স্লিম অ্যান্ড ট্রিমের যুগ আসেনি। হুগলির চুঁচুড়ায় এক বাড়ির দালানে রাখা থাকত এক ঢাউস রেডিও। গায়িক বনশ্রী অধীর আগ্রহে বসে থাকতেন কখন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের (Sandhya Mukherjee) গান শুনতে পাবেন। তখন প্রতিটি সন্ধ্যা ছিল সন্ধ্যাময়। বাংলা রেডিতে অবিরাম সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান। শ্রোতাদের অবিরাম অনুরোধ। তাকে সামাল দিতে রেডিও কর্তৃপক্ষ একেবারে হিমসিম। সন্ধ্যার কিন্নর কণ্ঠের গান শুনে একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে গিয়েছিল সবাই। উনাকে দেখতে কেমন তা কেউই জানতো না। তখন টিভি আসেনি। বাইরে অনুষ্ঠান কম হতো। গান শুনতে শুনতেই স্বপ্ন সবাই দেখতো। সবাই ভাবতো তাবা এক একজন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হয়ে গিয়েছে। বনশ্রী সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতি কথা লিখছেন, ‘‘কিশোরী বয়সে তো রীতিমতো ওকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম। তারপর HMV -র শারদ অর্ঘ্যে ওঁর ছবি দেখলাম। গানের সঙ্গে সঙ্গে সাজপোশাকেও ওঁর প্রভাব পড়ল। ঠিক ওঁর মতো করে হাতখোঁপা, অথবা দু’টো বিনুনি, হালকা রংয়ের তাঁতের শাড়ি, এটাই আমার কাছে ক্রমশ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে উঠল। গানে হতে না হতে পারি, দেখতে তো ওঁর মতো হলাম! আমাদের বাড়িতে বেশ গানের চর্চা ছিল। বাবার নির্দেশ ছিল শাস্ত্রীয় সংগীত ভাল করে শিখে তারপর আধুনিক গানের চর্চা করা। এদিকে আমি তো ঠিক করেই ফেলেছি যে গান করলে শুধু আধুনিক গানই করব, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো। ওদিকে বাড়িতে বাবার কড়া ফতোয়া। আমার বাবা ছিলেন কবিরাজ। সোম, শুক্র চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় যেতেন রোগী দেখতে। সারা সপ্তাহ এই দু’টো দিনের জন্যই অপেক্ষা করে থাকতাম। বাবা বেরিয়ে গেলেই সব ভাই-বোন মিলে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়তাম। তারপর আমাদের সারা বাড়িটাই একটা অনুরোধের আসর। তখন আর আমার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হওয়া আটকায় কে! আমরা যাতে বাবার কাছে ধরা না পড়ি, মা বাবাকে বলেন বাড়িতে ঢোকার আগে ড্রাইভারকে হর্ন দিতে। বাবা আসছে দেখলে সতর্ক হতম।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

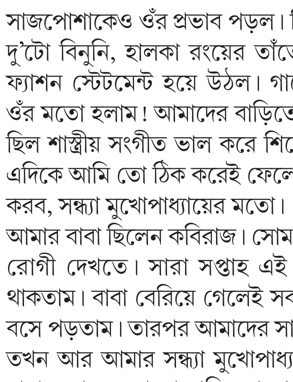

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত সাধনা করেই শ্যামা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। নারীদের একটি অসীম শক্তি আছে। এই শক্তি দিয়ে নারীরা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মায়েরা হচ্ছেন মহা শক্তির আধার। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীনন্দ্রনাথের অবদানর কথা বলতে গেলে একটি বিশাল প্রবন্ধ সৃষ্টি হবে। সংক্ষেপে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের কথা এখানে বলতে হচ্ছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেছিলেন বাংলা ভাগ নিয়ে। ব্রিটিশ সরকার পর্যন্ত বিরাট অস্তিত্বে পড়ে গিয়েছিল। তাঁর অক্লান্ত সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯১১ সালে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত

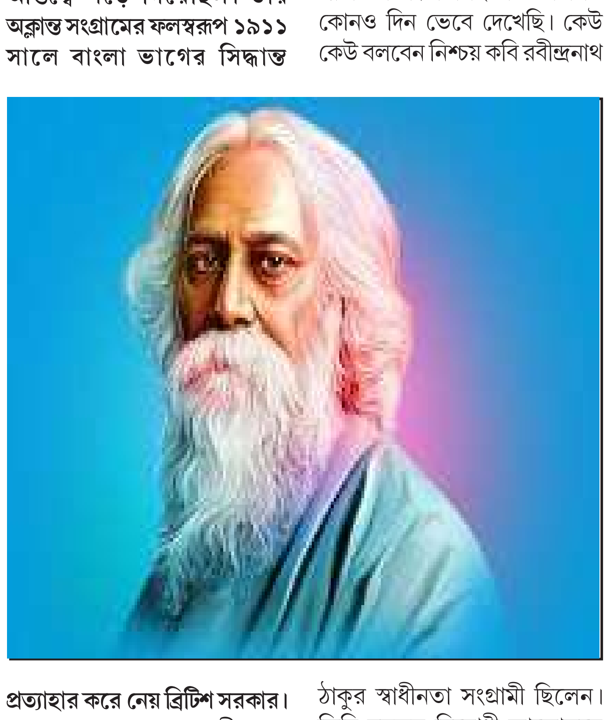

প্রত্যাহার করে নেয় ব্রিটিশ সরকার। তারপরে ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সেখানে তিনি অরবিন্দকে জানান তাঁকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা লিখেছেন- ‘অরবিন্দ, লও রবীন্দ্রের প্রণাম’। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে আলোচনা এবং তাঁকে ‘মহাত্মা’ উপাধি দেন কবিগুরু। এরপরে কবিগুরু পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে কী আলোচনা হয় অরবিন্দের সঙ্গে কবিগুরুর তা প্রকাশ্যে আসেনি। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস জাপানে পালিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয়ের বিষয়ে সহযোগিতা করেন কবিগুরু। তারপরে সুভাষ চন্দ্র বোস জার্মান এবং পরে জাপান চলে যাওয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গোপন সমর্থন ছিল। আসলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও বিপ্লবী এবং অহিংসাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজন হলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। সবচেয়ে বড় কথা হল জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে তিনি ‘স্যার’ উপাধি ত্যাগ করেন। আজকে পাঞ্জাব সরকার কী তাঁর এই ত্যাগের কথা মনে রেখেছে? জালিওয়ানওয়ালা বাগ দিবসের দিন কবিগুরুর গলায় ফুলের মালা পড়ে কী পাঞ্জাবে? নাকী সেখানকার সব লোকেরা রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছে। পাঞ্জাবে কী রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়? রবীন্দ্রনাথের জীবনটা শুরু হয়েছিল প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। তিনি যখনই অন্যায় দেখেছেন তার প্রতিবাদ করে গিয়েছেন।)

বিশ্বকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা সবাই চিনি। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন সেটা কি কোনও দিন ভেবে দেখেছি। কেউ কেউ বলবেন নিশ্চয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কথাটা একেবারে খাঁটি ষোল আনা সত্য। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯০৫ সালের জুলাই মাস বেসরকারিভাবে জানতে পারা গেল যে বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মোহন মিত্র বিদেশি পণ্য ‘বয়কট’ এর ডাক দিলেন। তিনি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সঞ্জীবনী’ তে এই নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখে বাংলার মানুষকে বিদেশি পণ্য বয়কটে অংশ গ্রহণ করার ডাক দিলেন। ঠিক সেই সময়ে অমৃত বাজার পত্রিকাতে ‘জি’ ছদ্মনাম দিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল বয়কটের ডাককে সমর্থন করে। সবাই মনে করতে শুরু করেছিল যে সেই চিঠিটি লিখেছিলেন লালমোহন ঘোষ। কিন্তু পরে জানতে পারা গেল সেই চিঠি লিখেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ অথবা তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তবে অধিকাংশ পাঠকেরা বিশ্বাস করেন এই লেখা চিঠি লিখেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তখন তিনি বিপ্লবী হননি। তিনি তখন বরোদাতে। বাংলায় এসে উপস্থিত হননি।

১৯০৫ সালে ১৯ জুলাই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো পূর্ব বঙ্গ এবং আসামকে নতুন প্রভিন্সের রূপ দেওয়া হবে। বাংলার সমস্ত মানুষ ব্রিটিশ সরকারের ওপরে ক্ষিপ্ত হতে শুরু করলো। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়েছিল। সেই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভুপেন্দ্রনাথ বসু এবং অম্বিকা চরণ মজুমদার। টাউন হলের সভায় প্রায় বিশ হাজারের অধিক লোক সমাগম হয়েছিল। চার হাজার ছাত্র জমায়েত হয়েছিল। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ এবং ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যন্ত্র সঙ্গীতে সংগত দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হতে শুরু করে। সেইদিন সারা বাংলা জুড়ে ‘অরন্ধন’ দিবস পালন করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারকে বলা হয়েছিল বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা সহজে ফিরিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল। যার ফলে জনতা রাস্তায় নেমে এসে বিদেশি পণ্য বয়কট করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে রাস্তায় উপস্থিত হয়ে ‘রাখি’ পরিয়ে জনগণকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উজ্জীবিত করতে শুরু করেন। বাংলার সমস্ত মানুষ গঙ্গা স্নান করে প্রতিজ্ঞা করতে থকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলবে যতদিন না ইংরেজ সরকার বাংলা ভাগ থেকে বিরত না হচ্ছে। সরকারকে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠকুর সেই সময়ে চিৎপুরের বড় মসজিদে (নাখদা মসজিদ) উপস্থিত হয়ে মুসলমান দের ভাই বলে গ্রহণ করে তাদের হাতে রাখি পরাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা ভাগ করা নিয়ে গর্জন করে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তারপরে সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পার্সি বাগান পার্কে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে সরকার থেকে বার্তা দেওয়া হল কোনও ছাত্ররা রাজনীতি সভা এবং মিছিল অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। ১৯০৫ সালে নভেম্বর মাসে সরকার থেকে নির্দেশ জারি হল ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগান দেওয়া নিষিদ্ধ। সরকার নির্দেশ বিরোধী সোসাইটি নির্মাণ করা হল। তার সম্পাদক হলেন শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। কিন্তু ৪ নভেম্বর ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অমান্য করে রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্ররা কলেজ স্কোয়ারের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় অংশ গ্রহণ করলো। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যা আজকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত- ‘ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। এই দুটে গান বাংলাকে ভাগ করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলার ছাত্র থেকে শুরু করে তরুণদের আন্দোলনকে কোনও রকমভাবে রুখতে পারছিল না ব্রিটিশ সরকার। একেবারে নাজেহাল অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছে সরকারের।

১৯০৭ সালে ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলো ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৭ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এবং হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে অপরাধী বলে গণ্য করলেন। মুদ্রক অপূর্ব কৃষ্ণ বোসকে তিন মাসের জেল দিলেন বিচারপতি কিংসফোর্ড। ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন একটি কবিতা অরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তিনি লিখলেন ‘অরবিন্দ রবীন্দ্রের সহ নমস্কার।’ কবিতা লেখার সালেই রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেই সময়ে অরবিন্দ রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে থাকতেন। সেই সয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, নিরোদ মল্লিক এবং চন্দননগরের চারু চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এনারা সবাই কবিগুরুকে সাদরে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে এসে বসান। রবীন্দ্রনাথ তখন অরবিন্দের কাঁধে হাত রেখে হেসে বলেছিলেন, ‘‘ইউ নোবেল মাইণ্ড! ডিড ইউ প্লে ফলস ইউথ মি?’’ অরবিন্দ মৃদু স্বরে বলেছিলেন, ‘‘নট ফর লং’’। তারপরে সকলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আলোচনা চলার সময়ে বিপ্লবী চারু চন্দ্র বলেছিলেন,‘‘ইউ ডিড নট অ্যালাও হিম টু গো টু জেল। ইউ হ্যাব বার্ন ওয়ান অর টু ইমপোর্ট্যান্ট পেপার্স। দিস ইজ ওনলি দ্য বিগিনিং। ইওর পোয়েম ইউল নো গো ইন ভেইন।’’ বিপ্লবী জীবন ত্যাগ করে ঋষি অরবিন্দ পরিণত হওয়ার পরে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আশ্রমিক জীবন কীভাবে কাটাচ্ছেন অরবিন্দ তা নিজের চোখে দেখে আসেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় যে সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন অরবিন্দ তা কোনও দিনই নিভে যাবে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকবে। সেইটাই পরবর্তী কালে সেটাই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

বাংলায় অরবিন্দের শূন্য স্থানকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বোস। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ঃ ৭.৯.১৮৭৯ মৃত্যু ঃ ১০.০৯.১৯১৫) বালেশ্বর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ গেল বাঘা যতীনের। রাসবিহারী দিল্লিতে লর্ড হাঞ্জিজের শোভাযাত্রায় (১৯১২) বসন্ত বিশ্বাসকে দিয়ে বোমা মারল।

থ্যালাসেমিয়া মুক্ত ভারত গড়তে মণিপাল হাসপাতাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য সমন্বিত পরিষেবার লক্ষ্যে মণিপাল হসপিটালস মুকুন্দপুর ক্লাস্টারে চালু হল বিশেষ থ্যালাসেমিয়া ক্লিনিক ও ডে কেয়ার ওয়ার্ড। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত মানুষের জীবনে হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজম ব রয়েছে। তাঁদের জন্য আলোর নতুন দিশা নিয়ে ইপস্থিত হল মণিপাল হাসপাতাল। তাদের মুকুন্দপুর ইউনিটে উদ্বোধন করা হল একটি বিশেষ ‘থ্যালাসেমিয়া

প্রিভিলেজ ক্লিনিক’ এবং ‘ডে কেয়ার ওয়ার্ড’। এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন প্রফেসর (ড.) রাজীব দে, হেড ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজি, হেমাটো-অঙ্কোলজি ও বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, মণিপাল হসপিটালস মুকুন্দপুর ক্লাস্টার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. সৌমেন মেউর, এইচওডি ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট, পেডিয়াট্রিক্স, মণিপাল হসপিটাল মুকুন্দপুর; ড. অতনু কুমার জানা, এইচওডি , নিওনেটাল ইউনিট, পেডিয়াট্রিশিয়ান ও নিওনেটোলজিস্ট, মণিপাল হসপিটাল মুকুন্দপুর; শ্রীমতী জয়ন্তী চ্যাটার্জী, হসপিটাল ডিরেক্টর , মণিপাল হাসপাতাল মুকুন্দপুর এবং শ্রী কোমল দাশোরা, ক্লাস্টার ডিরেক্টর , মণিপাল হসপিটালস (মুকুন্দপুর ক্লাস্টার)। এই উদ্যোগ থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য আরও উন্নত, সমন্বিত ও রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নতুন এই ক্লিনিকটি এক ছাদের নিচে থ্যালাসেমিয়া সংক্রান্ত সমস্ত পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছে। মূলত ১৮ বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোর রোগীদের জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিষেবা এখানে দেওয়া হচ্ছে। এই পরিষেবার মধ্যে রয়েছে থ্যালাসেমিয়া ও ক্যারিয়ার শনাক্তকরণের ডায়াগনস্টিক পরিষেবা, ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন, বিশেষ ডে কেয়ার ওয়ার্ডের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন সহায়তা, প্রি-নাটাল ডায়াগনোসিস, জেনেটিক কাউন্সেলিং, মানসিক সহায়তা, মাল্টিডিসিপ্লিনারি কেয়ার এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের সুবিধা। এর ফলে রোগীরা পাবেন সম্পূর্ণ সমন্বিত চিকিৎসা পরিষেবা। প্রফেসর (ড.) রাজীব দে সপ্তাহে একদিন এই ক্লিনিকে রোগী দেখবেন, যাতে রোগীরা নিয়মিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পান। পাশাপাশি রোগীদের দেওয়া হবে একটি ‘থ্যালাসেমিয়া প্রিভিলেজ কার্ড’, যার মাধ্যমে তাঁরা সাশ্রয়ী খরচে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে প্রফেসর (ড.) রাজীব দে বলেন, ভারতে থ্যালাসেমিয়া এখনও একটি বড় সমস্যা। দেশে প্রায় ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত এবং প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ শিশু থ্যালা সেমিয়া নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভারতে প্রতি ১০০০ জন্মের মধ্যে প্রায় ১.২ জন থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। এখানে ১০ শতাংশেরও বেশি মানুষ থ্যালাসেমিয়ার বাহক এবং ২০,০০০-এরও বেশি রোগীর নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়, যা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর বড় চাপ সৃষ্টি করছে। বর্তমানে আজীবন রক্ত সঞ্চালন ও আয়রন কিলেশনই মূল চিকিৎসা পদ্ধতি। থ্যালাসেমিয়ার নিরাময়ের একমাত্র উপায় হল বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। উল্লেখযোগ্যভাবে, মুকুন্দপুর ক্লাস্টারে একটি বিশেষ বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটও রয়েছে, যা উপযুক্ত রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পেতে সহায়তা করবে। ক্লিনিক উদ্বোধন প্রসঙ্গে ড. অয়নাভ দেবগুপ্ত, রিজিওনাল ডিরেক্টর , মণিপাল হসপিটাল ইস্ট কুবই আশাবাদী। **ছবিঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

স্বাধীন বাংলাদেশের খুলনার পিঠাভোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

রবি ঠাকুরের শশুর বাড়িকে জন্ম জয়ন্তীতে সাজানো হচ্ছে খুলনার পিঠাভোগ-দক্ষিণডিহি।

২৫ বৈশাখ (৮ মে শুক্রবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে নতুন সাজে সাজানো হচ্ছে বিশ্বকবির স্মৃতিধন্য খুলনার ফুলতলা উপ জেলার দক্ষিণডিহি রবীন্দ্র কমপ্লেক্স এবং রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালা।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনের প্রতিপাদ্য ‘শান্তি ও মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ’। রবী ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীকে স্মরণীয় করতে আয়োজন করা হচ্ছে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান মালা। থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোকজ মেলা যা শুরু হবে ৮মে শুক্রবার। ফলে পিঠাভোগ ও দক্ষিণডিহিতে উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছে। প্রতি বছরের মত অপেক্ষায় থাকা রবীন্দ্রভক্তদের পাশাপাশি উল্লেখিত দু’টি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

গত মঙ্গলবার সরেজমিনে পিঠাভোগে গিয়ে রবি ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীর নানা আয়োজন চোখে পড়ে। এখানে উন্মুক্ত মঞ্চ রয়েছে। রয়েছে রবি ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি। একতলা বিশিষ্ট সংগ্রহশালা ভবনে পাঠকক্ষও আছে। রবি ঠাকুরের ছবি, বংশ তালিকা রয়েছে। বাইরে রবি ঠাকুরের বংশ তালিকা আছে। সেখানে দেখা যায়,কুশরী থেকে কলকাতার পরিবার ঠাকুর পদবি পেয়েছেন। এখানে কবির বর্তমান বংশধররা ‘কুশরী’ উপাধি নিয়ে আছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীতে শান্তি নিকেতনের আদলে এখানেও আলপনা আঁকা হয়। রবীন্দ্র বিষয়ে আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তা, কৃষি ভাবনা, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক আলো চনাও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া রবীন্দ্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র কবিতা,নৃত্য এবং নাটকের আয়োজন করা হয়। গ্রামীণ মেলা হয়। দূর দুরান্ত থেকে আসা বহু লোকের সমাগম হয় এখানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের আবাসভূমি রূপসার পিঠাভোগ এবং ফুলতলার দক্ষিণডিহিতে কবির শ্বশুরালয় হওয়ায়এঅঞ্চলের মানুষ গর্ববোধ করেন।

খুলনা জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা গেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধরের মধ্যে দীননাথ কুশারীর অষ্টম পুরুষ তারানাথ কুশারী তৎকালীন খুলনার ভৈরব-তীরবর্তী রূপসা উপজেলার ঘাটভোগ ইউনিয়নের পিঠাভোগ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তারানাথ কুশারীর দুই পুত্র রামগোপালও রামনাথ। রামগোপালের পুত্র জগন্নাথ কুশারীই ছিলেন ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ। যিনি খুলনা জেলার ফুলতলার দক্ষিণডিহি নিবাসী শুকদেব রায় চৌধুরীর এক কন্যাকে বিয়ে করে পীরালি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত হন। জগন্নাথ কুশারীর পরবর্তী বংশধর পঞ্চানন কুশারী। পারিবারিক মত-পার্থক্যের কারণে পঞ্চানন কুশারী খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা গ্রামের (কলকাতা ছিল একটি গ্রামের নাম) দক্ষিণে আদি গঙ্গার তীরে গোবিন্দ পুরে বসতি স্থাপন করেন। যেহেতু তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাই জেল, মালো, কৈবর্ত প্রভৃতি নিম্নবর্ণের প্রতিবেশীরা তাঁদের ‘ঠাকুরমশাই’ বলে সম্বোধন করতেন। এভাবেই মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন ‘কুশারী’ একসময় হয়ে যান জয়রাম ঠাকুর। পঞ্চানন থেকেই কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকোও কয়লা ঘাটার ঠাকুর গোষ্ঠীর উৎপত্তি। পঞ্চানন ঠাকুরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নতুন সাজে সাজানো হচ্ছে পিঠাভোগ গ্রামে রবীন্দ্র স্মৃতি।

অপরদিকে মহেশ্বর কুশারীর অপর সন্তান প্রিয়নাথ কুশারী পিঠাভোগ গ্রামে থেকে যান। যার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ বংশধর এখনো পিঠাভোগ গ্রামে বসবাস করছেন।

সূত্র জানায়, রূপসার পিঠাভোগ গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের আবাসভূমিটি দীর্ঘ বছর পরিত্যক্ত ও অবৈধ দখলে চলে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে সরকার আদি বাড়িটি উদ্ধার করে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে সাতটি বর্গে পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে এটি রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহ শালা নামে জাতীয় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষের বংশ লতিকার ২৪ নং বংশধর ও রূপসা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের বাড়ি দেখ-ভালের দায়িত্বরত বরুণ কুশারী বাসস’কে বলেন, বাংলাদেশের সেরা মেলা হয় রূপসার ঘাটভোগ ইউনিয়নের পিঠাভোগ রবী ঠাকুরের বসত ভিটায়। প্রচুর লোক সমাগম হয়। কুঠিবাড়িতেও এমন লোকের সমাগম হয় না। এখানে রবি ঠাকুরের বই বিক্রি থেকে শুরু করে মনোহরী দোকানপাটসহ নানা পদের খাবারও বিক্রি হয়।

রূপসার ঘাটভোগ এলাকার পিঠাভোগের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫তম পুরুষের পুত্রবধূ ছায়ারাণী বাসস’কে বলেন, রবী ঠাকুরের এ ভিটায় প্রতিবছর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্কুল, কলেজের ছেলে-মেয়েসহ বিভিন্ন জায়গার লোকজন আসে। বহু লোকের সমাগম হয়। দোকান বসে। দোকানীরা পাপড়, চা-পান আবার কেউ সাজ-সজ্জার পসরা সাজায়। এছাড়া এলাকার বধুরা লাল পাইড়ের হলুদ শাড়ি পরে সাজ-সজ্জা করে। রবি ঠাকুরের বসতভিটা রূপসায় হওয়ায় আমরা গর্বিত, বলেন তিনি।

রূপসা এলাকার বাসিন্দা আব্দুল হালিম বাসস’কে বলেন,এধরনের অনুষ্ঠান মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায় এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণও আলোচনার মাধ্যমে সমাজকে সমৃদ্ধ করে।

তিনি আরও বলেন,নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষাও সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করেছেন এবং তাঁর পূর্ব পুরুষের ভিটা ঘাটভোগ ইউনিয়নের পিঠাভোগে অবস্থিত হওয়ায় রূপসাবাসীর জন্য গর্বের।

রূপসার নৈহাটী নেহালপুর এলাকার বাসিন্দা সুখেন রায় বলেন, প্রতিবারের ন্যায় এবারও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তীর তিনদিনব্যাপী জাতীয় অনুষ্ঠান শুরু হবে আগামী ৮ মে শুক্রবার। ২০১৫সাল থেকে এ জাতীয় অনুষ্ঠান হয়।

অপরদিকে, খুলনা শহর থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার পশ্চিমে ফুলতলা উপজেলার অন্তর্গত দক্ষিণডিহি গ্রামে বেণীমাধব রায় চৌধুরীর আদি বাড়ি।কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রায় পরিবারের জামাতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জমিদারি এস্টেটের বেতনভুক্ত কর্মচারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মামার বাড়িও একই গ্রামে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেন দক্ষিণডিহির অধিবাসী রামনারায়ণ রায় চৌধুরীর কন্যা সারদা দেবীকে, যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে।মামার বাড়ি ওতাঁর শ্বশুর ঠাকুর বাড়ির কর্মচারীর সুবাদে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগের পাঁচ পুরুষও এই গ্রামে বিয়ে করেন।কারন, এলাকাতেই তখন ঠাকুর পরিবারের সমগোত্র পীরালি ব্রাহ্মণদের বসবাস ছিল। ১৮৮৩ সালে বেণীমাধব রায় চৌধুরীওদাক্ষায়নী দেবীর একমাত্র কন্যা ভবতারিণী দেবী ওরফে ফুলি ওরফে ফেলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে হয়।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মামা নিরাঞ্জন রায় চৌধুরীওহিরণ্ময় রায় চৌধুরীর মাধ্যমে কন্যাহ্বানে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁদের বিয়ে হয়। ঠাকুর বাড়ির প্রথানুযায়ী বিয়ের পর ভবতারিণী দেবীর নাম রাখা হয় মৃণালিনী দেবী।বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী দক্ষিণডিহি এবং পিঠাভোগে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই সকল প্রস্তুতিও সম্পন্ন করা হয়েছে।

সংযোজন ঃ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা এবং সুর করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই গানটি ১৯০৫ সালে লেখা হয়েছিল। যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোল চলছিল তখন রবীন্দ্রনাথ এই গানটি রচনা করেন। এই গান গেয়েই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তার সঙ্গে ছিল আরও কবিগুরু দেশাত্মবোধ সঙ্গীত। আসলে বাংলার মাটির সঙ্গে কবিগুরু মিশে গিয়েছেন। বাংলার মাটি যতদিন থাকবে তত দিন কবিগুরু থাকবেন। পাকিস্তান সরকার চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথের নামটি মুছে ফেলার। কিন্তু তারা তা করতে পারেনি। বাংলাদেশের বাঙালিরা (হিন্দু এবং মুসলমান উভয়) তারা রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। বাংলা মাটি থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে একেবারে মুছে ফেলে দেওয়ার উদ্যোগকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল রবীন্দ্রনুরাগীরা। পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজাকাররা চেষ্টা করেছিল রবীন্দ্র নামকে মুছে দিতে। কিন্তু তা সফল হয়নি। বাংলাদেশের জাতির জনক মুজিবুর রহমান যেভাবে রবীন্দ্র নাথকে ধরে রেখে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশকে পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষা করতে তাকে রোখা খুবই মুশকিল ছিল। আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে কট্টরপন্থীরা এবং বিশেষ করে মৌলবাদীরা চেষ্টা করছে আবার গোপনে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে বাংলা ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার। কিন্তু সেটা করতে পারছে না। রমনার বটমূলে এখনও ছায়ানেটের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রতিটি কলেজে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হচ্ছে।

একমুঠো খোলা আকাশ! মাধ্যমিকে মুর্শিদাবাদের সেরা তিনজনই ছাত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৮ মে ঃ শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় প্রথম দশে এবার স্থান পেয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার তিনজন ছাত্রী। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গোপালনগর এলাকার বাসিন্দা রঘুনাথগঞ্জ রানী ভবানী বিদ্যানিকেতন হাই স্কুলের ছাত্রী প্রজ্ঞা সাহা ৬৯০ নম্বর পেয়ে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত ফলাফলে ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়ে প্রজ্ঞাই মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ছোটবেলা থেকেই স্কুলে মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল প্রজ্ঞা। তাঁর বাবা-মা দু'জনেই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা। পড়াশোনার জন্য বাঁধাধরা কোনও নিয়ম বা সময় না মেনে এই সাফল্য এসেছে বলে প্রজ্ঞার দাবি। মুর্শিদাবাদ জেলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও প্রজ্ঞা কখনই নিজেকে শুধু পড়াশোনার গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখিনি। সময় পেলেই নিজের উদাত্ত কণ্ঠ খুলে গান গেয়েছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়তে আগ্রহী প্রজ্ঞা। এর পাশাপাশি 'নিট' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও নিতে চায়। তবে পড়াশোনা করতে চায় সরকারি স্কুলে। কোভিড অতিমারীর সময় দীর্ঘ কয়েক বছর স্কুলে না যেতে পারার আক্ষেপ আজও রয়েছে প্রজ্ঞার। তিনি বলেন, কোভিড অতিমারীর জন্য পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত আমি বাড়ি থেকেই পড়াশোনা করেছি। তারপর ধীরে ধীরে স্কুলে যাওয়া শুরু করি।

মাধ্যমিকে নিজের সাফল্যের কৃতিত্ব বাবা-মা, স্কুল শিক্ষক, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে প্রজ্ঞা বলেন, ছোটবেলা থেকে বেশিরভাগ সময় মা আমাকে পড়াশোনা করিয়েছে। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে আমি রাত জেগে যতক্ষণ পড়তাম বাবা আমার পাশে বসে থাকতো, ঘুম পেলেও বাবা শুতে যেত না। শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসতে ভাসতে প্রজ্ঞা বলেন, পড়াশোনা বাদ দিয়ে গান-বাজনা আমার একমাত্র ভালো লাগার জায়গা। মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার আগে পর্যন্ত পুরোদমে আমার গান-বাজনার অনুশীলন চলেছে। এমনকি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে এসেও আমি গান অনুশীলন করেছি। মাধ্যমিকে ৬৮৮ নম্বর পেয়ে এবার রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে বহরমপুরের লাধুরাম তোশনিওয়াল সারদা বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের ছাত্রী কস্তুরী সিনহা। কস্তুরী বাবা-মা দুজনেই হাই স্কুলের ইংরেজি ভাষার শিক্ষক। তবে বড় হয়ে সে 'সাইকো থেরাপিস্ট' হতে চায়। মাধ্যমিকে নিজের সাফল্যের কৃতিত্ব বাবা-মা, গৃহ শিক্ষক, আত্মীয় সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে কস্তুরী বলেন, ছোট থেকেই বাবা-মা আমাকে ভালো ফলাফল করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। সকলের চেষ্টায় আমি এই ফল করতে পেরেছি। তিনি বলেন, দিনের নির্দিষ্ট কোনও সময় বা ঘণ্টা ধরে পড়াশোনা করতাম না। তবে যতটুকু পড়েছি মন দিয়ে পড়েছি। কস্তুরী ও গান গাইতে ভালবাসে সঙ্গে গিটারও বাজায়। তিনি বলেন, আমি গান গাওয়া শিখি এবং গান শুনি। এছাড়া আবৃত্তি করতেও ভালোলাগে। ছবি আঁকা এবং প্রকৃতির ছবি তোলাও আমার শখ। তবে বড় হয়ে আর দশ জনের মত 'জ্বরের ওষুধ দেওয়া ডাক্তার' হতে চায় না কস্তুরী। তিনি বলেন, মন নিয়ে কেউ ভাবে না। কিন্তু আমি মানুষের মন ভালো করতে চাই, আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদেরকে বুঝতে ভালোবাসি। তাই বড় হয়ে আমি 'সাইকো থেরাপিস্ট' হতে চাই। মাধ্যমিকে ৬৮৯ নম্বর পেয়ে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের কুশাবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং ডোমকল মডেল হাই স্কুলের ছাত্রী শাহরিন সুলতানা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় শাহরিন মোট তিনটি বিষয়ে ১০০ নম্বর পেয়েছে। তবে শাহরিনের এই লড়াইটা মোটেই সহজ ছিল না। ছোটবেলাতেই থেকেই বাবার সান্নিধ্য ছাড়াই বড় হতে হয়েছে শাহরিনকে। তাঁর মা ইসমাতারা খাতুন ডোমকলের একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। 'সিঙ্গেল মাদার' হিসেবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে শাহরিনকে বড় করে তুলেছেন তিনি। শাহরিন বলেন, স্কুল এবং প্রাইভেট টিউশন যাওয়ার সময় বাদ দিলে দিনে ৮-১০ ঘণ্টা পড়াশোনা করতাম। আবৃত্তি করতে এবং ছবি আঁকতে ভালো লাগলেও মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেই সবকিছুর জন্য বছর খানেক দূরে ছিলাম। শাহরিনের স্বপ্ন ভবিষ্যতে ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে আইপিএস অফিসার হওয়ার। মুর্শিদাবাদ জেলার এবছর ৪৩,৯৩১ জন ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। মেয়েদের মধ্যে পাশের হার ৭৮.৯৭ শতাংশ।

এবারের মাধ্যমিকে প্রথম দশে পূর্ব বর্ধমান জেলার পাঁচ ছাত্রছাত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ মে ঃ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পর্ষদের সভাপতি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ফল ঘোষণা করার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। তারই মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রী রাজ্যের মেধাতালিকায় প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে। তবে দীর্ঘদিন পর শহর বর্ধমানের নামী স্কুলগুলি থেকে কোনও ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকার প্রথম দশে স্থান পায়নি। সামগ্রিক পাসের হারের নিরিখে এ বারও জেলার ফলাফল কলকাতার তুলনায় যথেষ্ট ইতিবাচক। পূর্ব বর্ধমান জেলা মেধাতালিকাতেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। জেলার পাঁচজন কৃতি ছাত্র-ছাত্রী রাজ্যের দশম স্থানের মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। বর্ধমান বিদ্যার্থীভবন গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী অর্জ্জীতা চক্রবর্তী ৬৯২ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মেধাতালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। একই নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে কাটোয়ার কাশীরাম দাস ইনস্টিটিউশনের ছাত্র সৌম্যল চন্দ। উচ্চশিক্ষা নিয়ে দু'জনেই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, ৬৮৯ নম্বর পেয়ে মেধাতালিকার নবম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে কালনা মহারাজা হাইস্কুলের ছাত্র আভাস সরকার এবং ভাতার মাধব পাবলিক হাইস্কুলের ছাত্র সৌম্যজিত চক্রবর্তী। এছাড়াও, মেমারির কুচুট প্রিয়গোপাল চৌধুরী হাইস্কুলের ছাত্র সৃজন দাস ৬৮৮ নম্বর পেয়ে দশম স্থান অর্জন করেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার এই ধারাবাহিক সাফল্য জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির উজ্জ্বল পরিচয় বহন করছে। বিভিন্ন স্তরে কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পর্ষদ সূত্রের খবর, আগামী দিনে এই পড়ুয়ারা রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বি.আর. সিং হাসপাতালে 'অগ্নিনিরাপত্তা সপ্তাহ' পালন

কলকাতা, ৮ মে ঃ নিরাপত্তার মানদণ্ড এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলার প্রস্তুতিকে জোরদার করার লক্ষ্যে একটি সক্রিয় পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহস্থিত বি.আর. সিং হাসপাতাল আজ হাসপাতালের প্রেক্ষাপটে 'অগ্নিনিরাপত্তা সপ্তাহ' পালন করল। এই অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে অগ্নিনিরাপত্তা যেখানে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা পরিবেশে সর্বদা সতর্ক থাকার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। রাজারহাট-নিউটাউনে অবস্থিত 'প্রিয়ম্বদা বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং'-এর পেশাগত সহযোগিতায় এই কর্মসূচিটি আয়োজন করা হয়েছিল। দিনব্যাপী এই আয়োজনে কর্মীদের ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার পাশাপাশি জীবনরক্ষাকারী জরুরি প্রোটোকল বা নিয়মাবলিকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে

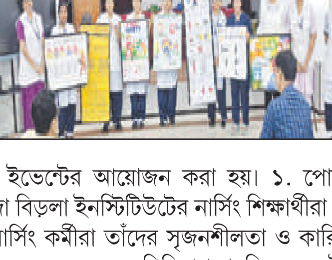

একাধিক প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। ১. পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতাঃ প্রিয়ম্বদা বিড়লা ইনস্টিটিউটের নার্সিং শিক্ষার্থীরা এবং BRSH-এর নিবেদিতপ্রাণ নার্সিং কর্মীরা তাদের সৃজনশীলতা ও কারিগরি জ্ঞানের অপূর্ব নিদর্শন তুলে ধরেন। ২. অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক কুইজঃ নার্সিং শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা যাচাই করার লক্ষ্যে একটি নিবিড় কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৩. বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানঃ এই সেশনগুলি হাসপাতালের বরেণ্য চিকিৎসকদের (মেডিকেল অফিসারদের) উপস্থিতিতে পরিচালিত হয় তাঁরা হাসপাতালের মতো পরিবেশে অগ্নিনিরাপত্তার গুরুত্বের ওপর বিশেষ আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানটি একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় যেখানে বিজয়ীদের তাঁদের অসাধারণ পারদর্শিতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারার জন্য সংবর্ধিত করা হয়। এই কর্মসূচির সাফল্য মূলত নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের সুচারু সমন্বয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল অনুষ্ঠান আয়োজনের লজিস্টিক বা ব্যবস্থাপনাগত দিক এবং কারিগরি প্রদর্শনীগুলি পরিচালনায় তাঁরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রের আগামী প্রজন্মের কর্মীদের এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার মাধ্যমে, বি.আর. সিং হাসপাতাল আবারও এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এর মাধ্যমে হাসপাতালটি নিশ্চিত করে যে, তাদের কর্মীরা কেবল রোগীদের নিরাময় প্রদানেই দক্ষ নয়, বরং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন রক্ষায়ও তাঁরা সুপ্রশিক্ষিত।

কুড়মি সমর্থনেই জঙ্গলমহলে গেরুয়া উত্থান

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৮ মে ঃ জঙ্গলমহলে গেরুয়া ঝড়ের নেপথ্যে কুড়িম সমাজের বড় ভূমিকা দেখছে রাজনৈতিক মহল। ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি আসনই এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। আর সেই ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই কুড়মি সমাজের একাংশের মধ্যে উচ্ছ্বাস স্পষ্ট। কারণ, ভোটের আগে তাঁরাই জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকায় তুলেছিলেন 'নো ভোট টু টিএমসি' স্লোগান। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের একাংশে দীর্ঘদিন ধরেই প্রভাব রয়েছে কুড়মি সম্প্রদায়ের। তফসিলি উপজাতি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে গত কয়েক বছরে একাধিকবার রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সেই আন্দোলনের আবহই ধীরে ধীরে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছে কুড়মিদের। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গড় শালবনিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলার অভিযোগে কুড়মি সমাজের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই ঘটনার প্রতিবাদে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী দিয়ে লড়াই করে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেয় কু।মি সমাজের সমর্থিত প্রার্থীরা। তারপর থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি আরও স্পষ্ট হয়। এ বারের নির্বাচনের আগে কুড়মি সমাজের একাধিক সংগঠন প্রকাশ্যে তৃণমূলের বিরোধিতায় নামে। 'আদিবাসী কুড়মি সমাজ', 'কুড়মি সমাজ পশ্চিমবঙ্গ' এবং 'আদিবাসী নেগাচারি কুড়মি সমাজ'-এর কয়েকজন নেতৃত্বকে বিজেপির হয়ে প্রচারে দেখা যায়। 'কুড়মি সমাজ পশ্চিমবঙ্গ'-এর রাজ্য সভাপতি রাজেশ মাহাতো বিজেপিতে যোগ দিয়ে গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হন এবং জয়ীও হন। রাজনৈতিক মহলের দাবি, ওই কেন্দ্রে কুড়মি ভোটব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য হওয়ায় তার প্রভাব ফলাফলেও পড়েছে। জেলা বিজেপির নেতা দেবাশিস কুণ্ডু বলেন, জঙ্গলমহলের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। কুড়মি সমাজ-সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের সমর্থন আমরা পেয়েছি বলেই এই ফল। যদিও তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী অজিত মাহাতোর দাবি, কুড়মি সমাজের কিছু নেতা বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করে কাজ করেছেন। তবে সাধারণ কুড়মি ভোটারদের বড় অংশ তৃণমূলের পক্ষেই ছিল। তৃণমূলের ইভিএম কারচুপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির পাল্টা দাবি, পরাজয় মেনে নিতেই পারছে না শাসকদল।

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Electrical works for upgradation of the establishment of State Entomological Laboratory at Room No. 114A of Purta Bhavan, Kolkata-700091----El Work". **Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-171/2025-26_2nd Call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5013870_1.** Document Download Closing Date: **25.05.2026 up to 11:00 Hrs.** Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in.

SD/-Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৩-২০২৬-২৭, তারিখঃ ০৬-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং:ঃ** ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৩-২০২৬-২৭; **কাজের নাম ঃ** ১) তাতিবাহারে সেনাবাহিনীর কনসাইনমেন্টস-এর সুবিধার্থে এন্ড র‍্যাম্প এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। ২) খৈরাবাড়িতেঃ উচ্চ-স্তরের প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ এবং পিপি শেড (০৬টি বে) ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৭৯,৩৫,০৩৫.০৩ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,৫৮,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৭-০৫-২০২৬ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

প্রতীক্ষালয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার চুক্তির জন্য ই-নিলাম

০৫ বছর সময়ের জন্য প্রতীক্ষালয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার চুক্তির জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং:ঃ** পিএনইউ-এলএমজি-০৪-২৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট) ঃ** ২৫-০৫-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫-০৫-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-সিপিকে-ডব্লিউআরএল-৭৬-২৬-৩ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত চাপরমুখ (সিপিকে) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয় এবং পিএফ-১-এ প্রতীক্ষালয়ের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, বহুমুখী স্টল ও পর্যটন কিয়স্কের মতো সুবিধাদিসহ আপগ্রেডেশন, মেইনটেন্যান্স এবং ম্যানিং।

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ট্রেন বাতিল

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিলাসপুর ডিভিশনে প্রি-নন ইন্টারলকিং/নন ইন্টারলকিং/পোস্ট-নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে ঃ-
● **বাতিল ঃ** (১) ২২৫১২ কামাখ্যা - লোকমান্য তিলক টার্মিনাস কর্মভূমি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৬.২০২৬)। (২) ২২৫১১ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস - কামাখ্যা কর্মভূমি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৬.২০২৬)। (৩) ১৭৩২১ ভাস্কো ডা গামা - জসিডি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৬.২০২৬)। (৪) ১৭৩২২ জসিডি - ভাস্কো ডা গামা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৬.২০২৬)। (৫) ১৭০০৫ হায়দ্রাবাদ - রক্সৌল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৬.২০২৬)। (৬) ১৭০০৬ রক্সৌল-হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৬.২০২৬)। (৭) ১৭০০৭ চর্লপল্লী- দ্বারভাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৬.২০২৬ ও ১৩.০৬.২০২৬)। (৮) ১৭০০৮ দ্বারভাঙ্গা - চর্লপল্লী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৬.২০২৬ ও ১২.০৬.২০২৬)। (৯) ২২৮৪৩ বিলাসপুর- বক্সার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৬.২০২৬)। (১০) ২২৮৪৪ বক্সার - বিলাসপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৬.২০২৬)। (১১) ১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৬.২০২৬)। (১২) ১৩৪২৬ সুরাট - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৬.২০২৬)। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

Cooch Behar Municipality

The Executive officer of Cooch Behar Municipality invites e tender for "Supply of 70 & 90 watts LED street light " video eNIT no. COOCHBEHAR/ELEC/1/26-27. Estimated cost -Rs. 1823100.00 Last date of submission - 23-05-2026.

Sd/ Executive officer,
Cooch Behar Municipality

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে
খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের ('ব্যাংক') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের ঋণ/ওভারড্রাফ্ট-এর বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজের প্রকৃতির ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে।
ঋণচুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে, নিম্নোক্ত ঋণ হিসাবগুলো বর্তমানে খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ প্রদান করেছে-যার মধ্যে নিম্নোক্ত তারিখে জারিকৃত চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশটিও অন্তর্ভুক্ত উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধককৃত সম্পদের ওপর তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্ত হিসাবগুলোর সমুদয় বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। এতে ব্যর্থ হলে, এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই বন্ধককৃত জামানতসমূহ বিক্রয় করার পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যাংকের থাকবে বলে জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতারা যথাসময়ে পাওনা পরিশোধের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন এবং এতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু ঋণচুক্তি অনুযায়ী বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ঋণগ্রহীতাদের নিকট ব্যাংকের যে পাওনা রয়েছে তা আদায়ের লক্ষ্যে **১৬ই মে ২০২৬** তারিখ বা তার পরবর্তী কোনো এক সময়ে বন্ধককৃত জামানতসমূহ বিক্রয় / নিষ্পত্তি করা হবে। ঋণগ্রহীতাদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধককৃত জামানতের মূল্য আরও হ্রাস পায় এবং এর ফলে 'মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট' বা প্রয়োজনীয় জামানত-অনুপাতে নতুন করে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনামতো এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে উক্ত বন্ধককৃত জামানত বিক্রয় করে ফেলবে। বন্ধককৃত জামানত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয় করার পরেও যদি কোনো বকেয়া পাওনা অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের দায়ভার ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর ওপরই বর্তাবে।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ মে ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX৭৬৭৫	উষা মোরে	৪,৪৪০.৯২	০৬-০৫-২০২৬
২	XXXXXXXXXX২০২৩	বিপিন কুমার রস্তোগী	৪,৭৯,২৯৬.৩১	০৬-০৫-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX০৬৫৭	মনিময় ঘোষ	৭,৮৫,২৫৮.৯৫	০৬-০৫-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX০৫৪৬	সুমন ভট্টাচার্য	১,৫১,৬৩৭.২৬	২১-০৪-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX০১০৩	লাল্লন জি পান্ডে	১,৩৫,৩৬৯.১৯	০৭-০৫-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৮,৭১,৫৩১.১০	০৬-০৫-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৪,২৪৬.৭৫	০৬-০৫-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX০৩২৭	রাজীব কুমার সুরেকা	২০,১৭,৮৮০.১৬	০৬-০৫-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX১৪৮৬	অজয় কুমার খুল্লার	২,১৪৭.০০	০৬-০৫-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX০২০১	বিনা দাস	২১,৩০২.০৮	২১-০৪-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX০১৫০	অদ্বৈত শিট	৫৭,৫৩১.৬০	২১-০৪-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX১৩৭৫	মনীষা আগরওয়াল	১৬,১৭২.৬২	২১-০৪-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX০১২৯	প্রভা মোহতা	২,০০,৫৩৩.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX০১৭৪	বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরী	২,৮৮৮.১৮	০৬-০৫-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX১৬৬৩	রাজ চুগানি	২৭,০৮১.৫৮	২০-০৩-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX৩৭৩১	কিষান পচিসিয়া	৬৭,৬৬৫.৮২	২০-০৩-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX৪৫৬২	নীলম দেবী কোঠারি	১৬,৩৫,৫৯৭.৭৬	০৬-০৫-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX৮২০০	বিমলা অশোক বদলানি	৬,৩৩,০৬৫.০৭	০৬-০৫-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৮৭১২	অরূপ কুমার রায়	২,০২০.০০	০৬-০৫-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	২,৩৯,৮৬৩.৭৮	০৬-০৫-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX৫১৪৪	হিমাংশু কুমার অধিকারী	১২,০৯৬.৬০	০৬-০৫-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX৫০৩৮	মহেন্দ্র দুবে	৯৩,৩২৫.১৯	০৬-০৫-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX০০৪০	সোমা সাহা	১৯,৭০,৭০১.৮৬	০৬-০৫-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX৫৪৮১	রাম কুমার দাস	৫,১৫,২১১.৯৯	০৬-০৫-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX২৯৪০	মহঃ ইয়কুব আলী	১১,৪৫০.৬৬	২১-০৪-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১৪,০২৯.৯৫	০৬-০৫-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX১০১৫	শোভা কানোরিয়া	২,৫২,২৪৪.৯০	০৬-০৫-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৯২০৫	সলিল কুমার ঘোষ	১,৯২৯.৬০	০৬-০৫-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX১১৬০	অনিল কাউরা	৫,৩৪৪.১৪	০৬-০৫-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX৭৬৪৪	মতি লাল সুরেকা	১৮,৪৫,৮৪২.৫৩	২০-০৩-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX১৫৮২	অরূপ কুমার চন্দ	৮২,৬৯৮.৪৪	০৬-০৫-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX৪৬৯০	অনিল মিনোচা	২,০৯৯.৬৮	০৬-০৫-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX৩২৪২	মমতা চক্রবর্তী	৭,৩৮,৩৩২.৭৮	০৬-০৫-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX৫৭৬০	মৈত্রেয়ী দত্ত	৮,৯৭০.৮৬	০৬-০৫-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX১৮০৪	গৌতম কুমার রায়	৬,৮০,৩২৯.২৮	০৭-০৫-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX১১৯৯	চিত্র চক্রবর্তী	৮৫,৭০৫.৫১	০৬-০৫-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX৫০৫৫	গণেশ চৌধুরী	২,৩৭,৯৪২.৮০	০৬-০৫-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX৪৫৯৪	অন্নদা প্রসাদ পাইক	৯,১১২.৭২	০৬-০৫-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX৭৪১৭	কমলা পাইক	২২,৩২০.৯০	০৬-০৫-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১০,৬৯৮.৮৩	০৬-০৫-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX৩৪১৩	রামচন্দ্র সিং	৫,৬৯,৮৬১.২৬	০৭-০৫-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX২৯১১	রহিম আলী মোল্লা	২,৩৩,২২৭.৫২	০৬-০৫-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৮২৩৭	শোভা সিং	২,০৬,২২৫.৬০	০১-০৪-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX৪৩৭০	ড. তুষার কান্তি দে	৪,৬০,৮৬১.২১	০৬-০৫-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX১৪২০	শ্যামানন্দ পারুই	২,৫১,৩৫২.৪৮	০৬-০৫-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৫৩০১	স্নিগ্ধা বসু	৩,৩৮,৭৪৪.৭৮	০৬-০৫-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX৯৩৯৯	অমিত কুমার ঝা	১,৫২,৫৮৫.৭০	০৬-০৫-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯৫,৮১৭.৪৫	০৬-০৫-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX৯৮৪১	অমিত বাঙ্গাল	১,০২,১৫৩.১২	০৬-০৫-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX৯৪৮১	শুভশ্রী ব্যানার্জী	২,১১২.০০	০৬-০৫-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX১৮৭২	তপন কুমার মুখোপাধ্যায়	৫৪,৫৯৫.৭০	০৬-০৫-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX৭৯৩২	অদিতি রায়	১,৩১,২০৪.২০	০৬-০৫-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX১৪৩৯	ঝর্ণা সান্যাল	১,৭০৫.২০	০৬-০৫-২০২৬
৫৪	XXXXXXXXXX৫৪৫২	অমিত কুমার গাঙ্গুলি	৬,৭৪,৭২৪.২২	০৬-০৫-২০২৬
৫৫	XXXXXXXXXX১২৭৩	পি জি প্রভু	৮,৭৭৮.৬৫	০৬-০৫-২০২৬
৫৬	XXXXXXXXXX৮৭১০	তাপসী দাস	৪,৬৫,৬০৩.৪৪	০৬-০৫-২০২৬
৫৭	XXXXXXXXXX০১৯৮	কল্যাণ চক্রবর্তী	৮,৯৮,৯২২.৬৮	০৪-০৪-২০২৬
৫৮	XXXXXXXXXX৫১৯২	জবর দেবী পিঞ্চা	২,৪৬,২৮৩.৯২	০৬-০৫-২০২৬
৫৯	XXXXXXXXXX৩৬৭১	রুচিকা কেজরিওয়াল	৩,৯২,৪২২.৬১	০৬-০৫-২০২৬
৬০	XXXXXXXXXX৯০১১	স্বাগতা রায়চৌধুরী	৫,৫২০.৮৫	০৬-০৫-২০২৬
৬১	XXXXXXXXXX২০১১	দেবজানি মিত্র	১,৮৪,৬১২.৫১	২১-০৪-২০২৬
৬২	XXXXXXXXXX৯৯০৯	দেবাশিস ঘোষ	৫৮,৮৪৯.০১	০৬-০৫-২০২৬
৬৩	XXXXXXXXXX০৪৬৯	পল্লব ঘোষ	১৪,৩২,৬৬৫.৬১	০৭-০৫-২০২৬
৬৪	XXXXXXXXXX৭৭৮৬	নীলাঞ্জনা দত্ত বোস	১,৯৪,২১৯.৮১	০৬-০৫-২০২৬
৬৫	XXXXXXXXXX১২৩৮	বিজয় কিষাণ চন্দক	১৮,৫৬,৪৯৬.০৬	০৬-০৫-২০২৬
৬৬	XXXXXXXXXX৪৪৪৩	ইয়াদেশ প্রসাদ	৬,৪৯,৩৬০.০৪	২৪-০৩-২০২৬
৬৭	XXXXXXXXXX৩৪৪২	পার্থ প্রতিম দাস	৬,১১,৫০০.৫৮	০৬-০৫-২০২৬
৬৮	XXXXXXXXXX৬২২০	অঙ্গশুমান ব্যানার্জী	২,১৪১.০০	০৬-০৫-২০২৬
৬৯	XXXXXXXXXX৬৭০২	সুভাষ চন্দ্র ঝা	২,০৩৫.৭০	০৭-০৫-২০২৬
৭০	XXXXXXXXXX৫৫৪১	দীপঙ্কর দাস	৮,৯০,৯৩৫.১১	০৬-০৫-২০২৬
৭১	XXXXXXXXXX৩৮৩৪	সোমা ন্যান্সি স্যাভিয়েল	৬৭,০৭৭.০০	০৬-০৫-২০২৬
৭২	XXXXXXXXXX২৯২২	মনোজ মেশরাম	১,৭২,৬২১.৩৯	০৬-০৫-২০২৬
৭৩	XXXXXXXXXX৫৩৮৪	অভিজিৎ ভাদুড়ী	২,১০৪.৪২	০৬-০৫-২০২৬
৭৪	XXXXXXXXXX৭২০৭	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	১,২০,০১৮.৬৬	০৭-০৫-২০২৬
৭৫	XXXXXXXXXX৬২১৯	অজয় সেন	৭৭,৬৪৩.০৮	২১-০৪-২০২৬
৭৬	XXXXXXXXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৭৫০.১২	০৬-০৫-২০২৬
৭৭	XXXXXXXXXX৪২৮৪	সোমনাথ দে	২,৪৮,৬৯৮.৭৫	০৬-০৫-২০২৬
৭৮	XXXXXXXXXX০১৪৮	সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,৮৭৮.৩৬	০৬-০৫-২০২৬
৭৯	XXXXXXXXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	২,৭২,৮৫২.০০	০৬-০৫-২০২৬
৮০	XXXXXXXXXX৬৮০৮	সঞ্জয় কুমার রায়	২,০৬,৪৮৬.৬৪	০৭-০৫-২০২৬
৮১	XXXXXXXXXX৬৪১৬	অঞ্জন কুমার ঘোষ	২,৭২৬.২৪	০৬-০৫-২০২৬
৮২	XXXXXXXXXX৫৫৩২	পিংকি দাস	১,০১,৫৯০.০০	০৬-০৫-২০২৬
৮৩	XXXXXXXXXX২৭০৭	সুপ্রিয়া দাস	৬,৪৬২.০২	০৬-০৫-২০২৬
৮৪	XXXXXXXXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৫,৫৬৯.০০	০৬-০৫-২০২৬
৮৫	XXXXXXXXXX৩৮৬২	দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়	২,৮৯,১৫৭.৭৬	২১-০৪-২০২৬
৮৬	XXXXXXXXXX১৫৪৯	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৪,৬৫,১৫৫.৩৯	০৬-০৫-২০২৬
৮৭	XXXXXXXXXX৬৪৮৯	শুভাশীষ মন্ডল	৮,১৭,১৮৩.১৪	০৬-০৫-২০২৬
৮৮	XXXXXXXXXX৮৫৫৩	হরিশ কুমার সিং	৭,১৭,৩৪৭.১৮	০৬-০৫-২০২৬
৮৯	XXXXXXXXXX৬৭৪০	খাদিজা কবিরা	৪,২৯,৫৪৫.০০	০৬-০৫-২০২৬
৯০	XXXXXXXXXX৭০২২	এমডি শাকিল আনসারী	৮,৮৮,৭২৯.৮২	০৬-০৫-২০২৬
৯১	XXXXXXXXXX৬৭০১	ইসলাম আনসারী	৭,৮৮৩.৫৬	০৬-০৫-২০২৬
৯২	XXXXXXXXXX১৬৭২	জয়শ্রী মজুমদার	৪১,৭৪২.৮৮	২১-০৪-২০২৬
৯৩	XXXXXXXXXX২৭৮০	প্রসন্ত মজুমদার	১,৯৩,২১৮.৩৯	০৬-০৫-২০২৬
৯৪	XXXXXXXXXX২৯২২	সামিরুল ইসলাম	৬৫,৫০১.৩৪	০৬-০৫-২০২৬
৯৫	XXXXXXXXXX৯৭৯২	স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১,৪৩,৫৫৪.০৭	০৬-০৫-২০২৬
৯৬	XXXXXXXXXX৩২৭৩	দুলাল চন্দ্র মন্ডল	৭,৭৩,৬৪৭.৭২	০৬-০৫-২০২৬
৯৭	XXXXXXXXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৫,৮১২.৯৭	০৬-০৫-২০২৬
৯৮	XXXXXXXXXX০২১৭	রাহুল বারিক	৩,০৯,৪৬৩.৫৯	০৬-০৫-২০২৬
৯৯	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দীপ পল	১,৩৯,১৮৭.৭৭	০৬-০৫-২০২৬
১০০	XXXXXXXXXX০১২৭	সিতাংশু কুমার মিত্র	২,৭৩,৭৮৭.৭৭	০৬-০৫-২০২৬
১০১	XXXXXXXXXX২১৯৮	শমীক রায়	৭,৭২,৩৮৬.০২	০৬-০৫-২০২৬
১০২	XXXXXXXXXX১২৩০	সরল সুরেকা	১৫,৩৬,৮৭১.০০	০৬-০৫-২০২৬
১০৩	XXXXXXXXXX৬৩২৩	দীপক জৈন	৫,০৩,৬৬৭.৮৯	০৬-০৫-২০২৬
১০৪	XXXXXXXXXX১৪৭৭	চন্দন সাহা	৭৪,১৪৮.০০	০৬-০৫-২০২৬
১০৫	XXXXXXXXXX৫৯৫৫	রাজেন্দ্র কুমার গুপ্তা	৪৯,৯৪৬.৭৭	০৬-০৫-২০২৬
১০৬	XXXXXXXXXX৪৬৪৭	কল্লোল নস্কর	৪০,২৯০.০০	০৬-০৫-২০২৬
১০৭	XXXXXXXXXX৭৮৪৮	সুমিতা রায়	১৭,৮১১.৭৮	০৬-০৫-২০২৬
১০৮	XXXXXXXXXX৭৫৮১	ভারতী সরকার	৩৯,০৫১.৯৬	০৬-০৫-২০২৬
১০৯	XXXXXXXXXX৯০৯৭	সহর্ষ খেমকা	২,২৪৮.২০	০৬-০৫-২০২৬
১১০	XXXXXXXXXX৩৮৪৬	ভাস্বতী মিলি দেব	২,৭৯,৩৪৮.৮২	০৬-০৫-২০২৬
১১১	XXXXXXXXXX৬৮২২	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৯৬,৩৫০.০০	০৬-০৫-২০২৬
১১২	XXXXXXXXXX২৪৭৬	গীতা সিং	২,৮৫,৬০৫.৭৬	০৬-০৫-২০২৬
১১৩	XXXXXXXXXX৮২৫৩	সেকেন্দার আলী খান	১,৭৭৩.১২	০৬-০৫-২০২৬
১১৪	XXXXXXXXXX৩১২৫	মলয় দত্ত	৭,২৭,১৬৭.৮১	০৭-০৫-২০২৬
১১৫	XXXXXXXXXX৬৪৫০	পৌশালি সান্যাল	৪,৮৭২.১৫	০৬-০৫-২০২৬
১১৬	XXXXXXXXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৫,৬৭৩.৮৫	০৬-০৫-২০২৬
১১৭	XXXXXXXXXX২৫৫২	অমিত শ্রীবাস্তব	২০,১১,৭৪৩.৯০	০৬-০৫-২০২৬
১১৮	XXXXXXXXXX৪৪২০	কল্পনা শ্রীবাস্তব	১৯,৩৯,৯২৯.০২	০৬-০৫-২০২৬
১১৯	XXXXXXXXXX৫৪২৪	গৌতম জৈন	১৯,৩২,৮২৬.৭৫	০৬-০৫-২০২৬
১২০	XXXXXXXXXX৮৮০০	শান্তিদেবী যাদব	৪,৬১,২৬৮.৩৩	০৬-০৫-২০২৬
১২১	XXXXXXXXXX৮৮৩৬	সঞ্জয় কুমার মিশ্র	২,০৪৬.৭৮	০৭-০৫-২০২৬
১২২	XXXXXXXXXX৮১৪৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪৩,৩১২.০০	০৬-০৫-২০২৬
১২৩	XXXXXXXXXX৮৮৪২	সুশান্ত ফদিকার	২,০৯,৮১৩.৯৮	০৭-০৫-২০২৬
১২৪	XXXXXXXXXX৬৫৪৯	বিভা শ্রীবাস্তব	১৯,৫৬,৪৮৫.৫৯	০৬-০৫-২০২৬
১২৫	XXXXXXXXXX১৯৮৩	অঞ্জু কাবরা	১৫,০২৭.০০	০৭-০৫-২০২৬
১২৬	XXXXXXXXXX৬৮৯৬	ইলিয়াস স্বপন রোজারিও	১৬,৬৯,৩০৭.৯০	০৬-০৫-২০২৬
১২৭	XXXXXXXXXX৯৭১৮	প্রবীর দে	৯,৬৯,১৬৩.০০	০৬-০৫-২০২৬
১২৮	XXXXXXXXXX৪০২৪	বরুণ ঘোষ	৪৩,৮৭৪.১৬	০৬-০৫-২০২৬
১২৯	XXXXXXXXXX৮৬৮২	বিবেকানন্দ ঝা	১০,১৫,৮৩৪.৮৫	০৬-০৫-২০২৬
১৩০	XXXXXXXXXX৬৯৬১	কৌশিক ব্যানার্জী	৫,১০,১৭৮.৬০	০৬-০৫-২০২৬
১৩১	XXXXXXXXXX৫৩৫৪	মনোরমা গুপ্তা	২০,১৩,১৩৫.৩৪	০৬-০৫-২০২৬
১৩২	XXXXXXXXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,১৩,৪৯১ ৫০	০৬-০৫-২০২৬
১৩৩	XXXXXXXXXX৩৪৪১	প্রগতি আগরওয়াল	৭,২৮,২২৬.৮২	০৬-০৫-২০২৬
১৩৪	XXXXXXXXXX৬৭০১	রমেশ জোধানি	১১,৭১,৩১৭.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৩৫	XXXXXXXXXX৭১৪৪	বিনা জোধানি	৭,৩৭,৪৫৯ ৩০	০৬-০৫-২০২৬
১৩৬	XXXXXXXXXX৮৪২৭	প্রদীপ বেলাওয়ালা	১৩৮.৬৮	০৬-০৫-২০২৬
১৩৭	XXXXXXXXXX৬১১০	অসীম কুমার ভট্টাচার্য	২,৬৩,১২০.৫৭	০৬-০৫-২০২৬
১৩৮	XXXXXXXXXX০১১২	নিলয় সরকার	৪,২২,৮৮১.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৩৯	XXXXXXXXXX০৯৩১	শুভ্র প্রতিম দে	২,১৪৩.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৪০	XXXXXXXXXX১৮৬১	শ্যামলাল রামেশ্বর শর্মা	৪৩,১১,৩১৮.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৪১	XXXXXXXXXX৭২০৯	সংহিতা সাহা রায়	১,৭১,৫১০.৮২	০৬-০৫-২০২৬
১৪২	XXXXXXXXXX১৪৬১	জয় প্রকাশ সিং	৩,৭২,৬৫২.৭৫	২১-০৪-২০২৬
১৪৩	XXXXXXXXXX৫৮৬৩	অজয় সুরেকা	৯,৫৯,৮৭৮.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৪৪	XXXXXXXXXX১০৫০	শিবানী সাজাওয়াল	২,৪৬১.২৩	০৬-০৫-২০২৬
১৪৫	XXXXXXXXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,৫৭,৯২৮.৬০	০৬-০৫-২০২৬
১৪৬	XXXXXXXXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৫,০৮,৫৫৫.১১	০৬-০৫-২০২৬
১৪৭	XXXXXXXXXX৪২৩০	বৈশালী আগারওয়াল	৯,৮৩,৭১৬.৪৩	০৬-০৫-২০২৬
১৪৮	XXXXXXXXXX৯৭৩৯	লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী	৪,১০,৬২৯.৯১	০৬-০৫-২০২৬
১৪৯	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৪,৫৩৮.৪৮	০৬-০৫-২০২৬
১৫০	XXXXXXXXXX২৩৭২	কৌশিক চ্যাটার্জি	৫৮,৬৯৭.৩১	০৬-০৫-২০২৬
১৫১	XXXXXXXXXX৩৫২১	ক্যামেলিয়া দে	৭৫,১০৫.৯৪	০৬-০৫-২০২৬
১৫২	XXXXXXXXXX৩১০৭	মুকুলিকা প্রামাণিক	৩,২৯,৭৩২.৯১	০৬-০৫-২০২৬
১৫৩	XXXXXXXXXX১৪৮১	সৌম্য কর	৩৭,৭৩৯.০০	০৭-০৫-২০২৬
১৫৪	XXXXXXXXXX৩৪৪২	মনন শর্মা	৭,১০,১০২ ৬৫	০৬-০৫-২০২৬
১৫৫	XXXXXXXXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫১৬ ০০	০৬-০৫-২০২৬
১৫৬	XXXXXXXXXX৩৫৩২	দেবযানী শর্মা	৭,২৮,৯০৮.৬৩	০৬-০৫-২০২৬
১৫৭	XXXXXXXXXX৩৩৮০	বর্ষা দোশী	৭,৩৪,৬১৬.৮৬	০৬-০৫-২০২৬
১৫৮	XXXXXXXXXX৩১৮৯	বেনুগোপাল বাগরি	২০,০৪,৯৬৫.৬৫	০৬-০৫-২০২৬
১৫৯	XXXXXXXXXX৫৮১৩	সৈয়দ আফতাব আলী	২,৮৮,০২৯.৬৭	০৬-০৫-২০২৬
১৬০	XXXXXXXXXX২১৮২	সুনিতা বিনানী	১৫,৬৭,৮৪৬.৮৮	০৬-০৫-২০২৬
১৬১	XXXXXXXXXX২৪১০	সঞ্জয় কুমার বিনানী	১৮,৫৬,০২৬.৬০	০৬-০৫-২০২৬
১৬২	XXXXXXXXXX৫১৭১	রমেশ কুমার সরফ	৮,১৯,১২৯.৭৮	০৬-০৫-২০২৬
১৬৩	XXXXXXXXXX৫৯৭০	সায়ন্তন কোনার	৪,৪০,২৩৫.২০	০৬-০৫-২০২৬
১৬৪	XXXXXXXXXX৭০০১	অরবিন্দ ঘোষ	১,৮৮,০৯৫.৩৫	০৬-০৫-২০২৬
১৬৫	XXXXXXXXXX২৯০০	সারিকা কৌশিক	১,০২,৭৯৭ ০০	০৬-০৫-২০২৬
১৬৬	XXXXXXXXXX০১৬৮	লুক্সমি রায়	১৬,৩৭,২৪৮.২০	০৬-০৫-২০২৬
১৬৭	XXXXXXXXXX০২১৫	অর্ধেন্দু সেন	২০,১৬,১১২.৯৯	০৭-০৫-২০২৬
১৬৮	XXXXXXXXXX৪৮১৮	কৃষ্ণা দেবী মুন্ধরা	২০,০৪,৩৫৩ ৯৬	০৬-০৫-২০২৬
১৬৯	XXXXXXXXXX৭৬৮৮	দাউ লাল মুন্ধরা	১৭,৮৯,৭৭৯.৩৩	০৬-০৫-২০২৬
১৭০	XXXXXXXXXX৫৩৮০	পাপড়ি সাইন চৌধুরী	৫,৫০৯.০৭	০৬-০৫-২০২৬
১৭১	XXXXXXXXXX৫২৪৯	পুনম কালানাউরিয়া	৯,৮০,৮১১.৮৮	০৬-০৫-২০২৬
১৭২	XXXXXXXXXX৭৬১২	অনিতা আগরওয়াল	২,৭২,৩৬৫.৯৯	০৭-০৫-২০২৬
১৭৩	XXXXXXXXXX১৮৩৮	সুতপা সাহা	৫৪,২৪৯.৯৪	০৬-০৫-২০২৬
১৭৪	XXXXXXXXXX৮৮৪৬	সোমা ভৌমিক	৯,৭৬,৮৪৯.৯৪	০৬-০৫-২০২৬
১৭৫	XXXXXXXXXX৩৮৩০	রতন বিশ্বাস	৪৭,৩৮০.৩২	০৬-০৫-২০২৬
১৭৬	XXXXXXXXXX২৯২৯	দেবাশীষ সাহা	১,৬২৬.৯৬	০৬-০৫-২০২৬
১৭৭	XXXXXXXXXX৭৬০৭	দিব্য সাঙ্গানেরিয়া	৮৮,৩০৭.৮৬	০৬-০৫-২০২৬
১৭৮	XXXXXXXXXX০৬৭৭	নিরঞ্জন নায়ক	২,৮৩০.৪৭	০৬-০৫-২০২৬
১৭৯	XXXXXXXXXX৬৫১৬	রাহুল কানুনগো	১,৪৫,৯৯৯.৩৯	০৬-০৫-২০২৬
১৮০	XXXXXXXXXX৪৫৫৯	জন এ ইউ বেক	৫২,১৫,০৪২.৮২	২১-০৪-২০২৬
১৮১	XXXXXXXXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৬,৭৮,৫৭৬.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৮২	XXXXXXXXXX০৯৪২	গোলাম সরওয়ার মন্ডল	৪০,৫৩৮.২০	০৬-০৫-২০২৬
১৮৩	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৮,২০৯.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৮৪	XXXXXXXXXX৫৩৭৭	ধ্রুব হরলালকা	১০,০৬,৬৮৯.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৮৫	XXXXXXXXXX৫৯৮৩	সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি	২,৯০,৭১৪.২২	০৬-০৫-২০২৬
১৮৬	XXXXXXXXXX৯৯৩৬	বর্নালী সাহা	২,০৩১.২৬	০৬-০৫-২০২৬
১৮৭	XXXXXXXXXX৮০৮৭	কাজল দে	১,৪৯১.৪২	০৬-০৫-২০২৬
১৮৮	XXXXXXXXXX২৬১৫	সোমদেব রায়	৩,৯৫৭.৭১	০৬-০৫-২০২৬
১৮৯	XXXXXXXXXX১৪৮১	লুক্সমি রায়	৯,৫৭,৮০২.৪২	০৬-০৫-২০২৬
১৯০	XXXXXXXXXX৬৫৩১	মহঃ জসিমউদ্দীন	২,৬২,৭২১.৭৭	০৬-০৫-২০২৬
১৯১	XXXXXXXXXX৫৫৫৮	আলপনা করক	২,১৪১ ০০	০৬-০৫-২০২৬
১৯২	XXXXXXXXXX৬৯৩৫	সুজয় বন্ধু নিয়োগী	২,৫০,৭৪২ ০৮	০৬-০৫-২০২৬
১৯৩	XXXXXXXXXX৮৭০১	নিবেদিতা পল	৯,৮৯,৩৩৬ ৪৩	০৬-০৫-২০২৬
১৯৪	XXXXXXXXXX১২৩৭	বীরেন্দ্র নাথ দাস	৫,৯০৩.৮২	০৭-০৫-২০২৬
১৯৫	XXXXXXXXXX৩০৫৪	দেবব্রত মজুমদার	১,৬৩,১৮২.০০	০৬-০৫-২০২৬
১৯৬	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৫০,২৮১.৩৬	০৬-০৫-২০২৬
১৯৭	XXXXXXXXXX৩৭৩৫	অতুল ভি প্যাটেল	৮,০৪,৫৬৭.৩১	০৬-০৫-২০২৬
১৯৮	XXXXXXXXXX০৬৫২	জয়া চন্দ্র	৬,১৯০.৬৩	০৬-০৫-২০২৬
১৯৯	XXXXXXXXXX৮১৫৩	অরূপ চন্দ্র	৫,৬১৮.২৩	০৬-০৫-২০২৬
২০০	XXXXXXXXXX৭৮০৬	সার্ফি ইনফ্রা এবং ফিনান্সিয়াস সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ	৩৯,৪১,১৯৫.৭৮	০৬-০৫-২০২৬
২০১	XXXXXXXXXX৫৭১৬	রাজা নন্দী	১,০৫,৩৮৫.০০	০৭-০৫-২০২৬
২০২	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৬,৮৮৬ ৮২	০৬-০৫-২০২৬
২০৩	XXXXXXXXXX৩৮৬৪	সুকান্ত পল	৭,০৬,১৯২.৮৪	০৬-০৫-২০২৬
২০৪	XXXXXXXXXX৩৫৮৫	দেবাশিস কোনার	৪,২৩,৫০৮.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২০৫	XXXXXXXXXX৪০২০	রাজেশ মুখুতি	১,৪৭,১১৮ ৮২	০৬-০৫-২০২৬
২০৬	XXXXXXXXXX৮০৩৪	বিশ্বনাথ ঘোষাল	১,৯১৩.০২	০৬-০৫-২০২৬
২০৭	XXXXXXXXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৬,১৫৪.৮৮	০৬-০৫-২০২৬
২০৮	XXXXXXXXXX৩১০২	সুচিতা নন্দী মজুমদার	১,৮৩৬.৮৯	০৬-০৫-২০২৬
২০৯	XXXXXXXXXX১৩৮৯	রমা নন্দী	৫২,৮৮৭.০০	০৭-০৫-২০২৬
২১০	XXXXXXXXXX৩৫১২	অনিরুদ্ধ সাহা	৬,৫৩৭.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২১১	XXXXXXXXXX৮০৯১	চন্দ্রা দেবী বিনানী	১,১৩৭.৮০	০৬-০৫-২০২৬
২১২	XXXXXXXXXX০১৩১	মোহামেদ পারবীজ আলম	৮৪,৬৪৬.০০	০৬-০৫-২০২৬
২১৩	XXXXXXXXXX৭১০৫	সুকান্ত সাহা	৫,১২,২৬৪.৬২	০৬-০৫-২০২৬
২১৪	XXXXXXXXXX২৫৩৭	রিম্পি সিকদার	৯,৭৩,৮৭২.৯৮	০৭-০৫-২০২৬
২১৫	XXXXXXXXXX৬৫৬৪	সুরেন্দ্র কুমার জৈন	১,৭১১.৭৪	০৬-০৫-২০২৬
২১৬	XXXXXXXXXX৪৯১১	আশিস কুমার ঘোষ	১,২৮,৯৮৩.৭৫	০৬-০৫-২০২৬
২১৭	XXXXXXXXXX৫৩১০	সোমা সাহা	৭৩,৩০০.৪২	০৬-০৫-২০২৬
২১৮	XXXXXXXXXX২৫২১	তন্ময় রায়	৯৬,৪০৫.৮১	০৬-০৫-২০২৬
২১৯	XXXXXXXXXX৯১১৪	রাহুল ভার্মা	১,৩৬,৭২৬.০৮	০৬-০৫-২০২৬
২২০	XXXXXXXXXX৮৫৩২	অম্বুজক্ষ মহান্তী	৭,৩৩,০০৪.৪২	০৬-০৫-২০২৬
২২১	XXXXXXXXXX৩৬২২	সুপর্ণ চক্রবর্তী	১,০৩,১৬৯.০৮	১০-০৪-২০২৬
২২২	XXXXXXXXXX৩৮৪৪	আশিস কুমার ধর	১,০০,১০২.০০	০৬-০৫-২০২৬
২২৩	XXXXXXXXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮৪,৩৬৯.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২২৪	XXXXXXXXXX৭৮৯৭	নারায়ণ চন্দ্র পান্ডা	১,০৯,৫৩২.৪২	০৬-০৫-২০২৬
২২৫	XXXXXXXXXX০৫০০	সুমিতা রায়	৩,৪১,৫৭৪.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২২৬	XXXXXXXXXX৮৩১৭	সুমন সেন	২,৯৪,২৩৪.৯৬	০৬-০৫-২০২৬
২২৭	XXXXXXXXXX০৯১৪	অজয় কুমার জয়সওয়াল	৬,০০,০৯২.৭২	০৬-০৫-২০২৬
২২৮	XXXXXXXXXX১৩১২	সান্তনু দত্ত	৩,৭৭,৭০৬.৫১	০৬-০৫-২০২৬
২২৯	XXXXXXXXXX৭৭৫০	সুরিয়া বেগম	৬৬,৪৬১.২০	০৬-০৫-২০২৬
২৩০	XXXXXXXXXX৬৪০২	গৌতম দাস	২,১০৯.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৩১	XXXXXXXXXX৬৯৪৪	সুজিত প্রধান	২,৬১,০০৫.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৩২	XXXXXXXXXX২৫৭৬	ইন্দ্রনীল বসাক	২,৩৪,৮৫৩.০০	০৬-০৫-২০২৬
২৩৩	XXXXXXXXXX৯৩৩০	পূজা গুপ্তা	৪,৩৪,০৭৬.২০	০৬-০৫-২০২৬
২৩৪	XXXXXXXXXX০৫১০	বিশ্বনাথ নাথ	৩,২৩,০৩৯.৪২	০৬-০৫-২০২৬
২৩৫	XXXXXXXXXX৭৪২৭	অঞ্জু ভট্টাচার্য	৯,২৭,৮৪৮.২১	০৭-০৫-২০২৬
২৩৬	XXXXXXXXXX২২৮১	সুদেষ্ণা ব্যানার্জী	৬৫,৯৮৮.০০	০৭-০৫-২০২৬
২৩৭	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯৪,২৯২ ৯১	০৬-০৫-২০২৬
২৩৮	XXXXXXXXXX২৬২০	সঙ্গীতা জয়সওয়াল	২,২৩,৮৪৩.৫৬	০৬-০৫-২০২৬
২৩৯	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৮,০৭১.৪২	০৬-০৫-২০২৬
২৪০	XXXXXXXXXX২১০৫	দেবব্রত কুন্ডু	৮,৩৬,৯০০ ২৬	৩০-০৩-২০২৬
২৪১	XXXXXXXXXX৬৮৮০	মাধুরী কর্নানি	৪,৭৬৮.২৮	০৬-০৫-২০২৬
২৪২	XXXXXXXXXX৭০৯০	সুষমা কর্নানি	৪,১৪১.৩১	০৬-০৫-২০২৬
২৪৩	XXXXXXXXXX৯৭৩৬	অঙ্কিত কুমার	২,০৯৫.০০	০৬-০৫-২০২৬
২৪৪	XXXXXXXXXX১৭৬৮	অভিজিৎ পোদ্দার	৪,৬৭,৬৭৩.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৪৫	XXXXXXXXXX৬৮৪৪	সমীর রঞ্জন সেন	১৯,৯৭,৩৬৯.৩৪	০৭-০৫-২০২৬
২৪৬	XXXXXXXXXX০৪৪৭	নীরজ কুমার গুপ্তা	১৯,৯৩,৮০৭.০০	০৬-০৫-২০২৬
২৪৭	XXXXXXXXXX৮১২৯	মধু সুলতানিয়া	৪,৯২,৭০৭.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৪৮	XXXXXXXXXX৭১৬০	কালবতী পান্ডে	৮,০০,৪৯৩.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৪৯	XXXXXXXXXX৪৭২২	এস কে মতিউর রহমান	৩৫,২৯২.০০	০৭-০৫-২০২৬
২৫০	XXXXXXXXXX১১৯৯	দীপন চন্দ্র	৬,১৯,৯০৯.০০	০৬-০৫-২০২৬
২৫১	XXXXXXXXXX৩৭৪৯	সুভাষ রঞ্জন রায়	৩,৬৩৮.৫৩	০৬-০৫-২০২৬
২৫২	XXXXXXXXXX৮৬৪৭	মহেন্দ্র প্রসাদ পাণ্ডে	৯,০৭,৯৬৮.২০	০৭-০৫-২০২৬
২৫৩	XXXXXXXXXX৩৪৬৩	সমরেন্দ্র নাথ নন্দী	১,৮৬,৫২৪.০০	০৬-০৫-২০২৬
২৫৪	XXXXXXXXXX৪৫৯২	সুমন সেনগুপ্ত	৪,৭২,১৮২.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৫৫	XXXXXXXXXX০০৭২	ভুবন আগরওয়াল	২,৬৫,৬৭৯.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৫৬	XXXXXXXXXX০০৯৫	দীপঙ্কর হাজরা	৯,০৫,১২৪.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৫৭	XXXXXXXXXX৯৫০৩	প্রকাশ চন্দ্র দাস	৪,৪৪,৬১৯.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৫৮	XXXXXXXXXX২৩০০	জয়দেব সাহা	১,৮৪,৪০০.৫৮	০৬-০৫-২০২৬
২৫৯	XXXXXXXXXX৭৩১৫	সৌরভ মুখার্জি	১০,০৮,০৫১.০০	০৬-০৫-২০২৬
২৬০	XXXXXXXXXX৮৩৮৩	তপতী মুখোপাধ্যায়	১০,০৮,০৭২.৯০	০৬-০৫-২০২৬
২৬১	XXXXXXXXXX৬১০৪	সেরিনা সুলতানা	৫,৯২,৪০৮.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৬২	XXXXXXXXXX৭২৩০	রণবীর সিকদার	৪২,৫৪,৮৯৬.২৮	০৭-০৫-২০২৬
২৬৩	XXXXXXXXXX৩২৯২	শঙ্কর গাঙ্গুলি	১০,০৩,৫৬৩.১৪	০৬-০৫-২০২৬
২৬৪	XXXXXXXXXX৮২২৫	গভীর বিশ্বাস	৯,৯৬,১৩১.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৬৫	XXXXXXXXXX৩১৮৩	বৈশাখী মজুমদার	৯৮,৭৩,১৮৪.১৮	০৬-০৫-২০২৬
২৬৬	XXXXXXXXXX৩৪৯২	বৈশাখী মজুমদার	১,৯২,২২৬.৮২	২১-০৪-২০২৬
২৬৭	XXXXXXXXXX৪৩৩৯	করবী মন্ডল	১,৬৩,৯৭৬.২৭	০৬-০৫-২০২৬
২৬৮	XXXXXXXXXX৬৫৫১	আসাদ আলী সেখ	১৪,১৩,৬৮৯.৮২	০৭-০৫-২০২৬
২৬৯	XXXXXXXXXX২৪৮৩	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	১,৪৫২.৯২	০৬-০৫-২০২৬
২৭০	XXXXXXXXXX৮৩৮৮	নিলয় গুহ রায়	৩,৩৭,৫৯৫.০০	০৬-০৫-২০২৬
২৭১	XXXXXXXXXX৬৯৩১	তানিয়া রায়	১,৩৪০.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৭২	XXXXXXXXXX০০৭৯	দিপিকা রানী মিস্ত্রি	১,৯৯৪ ৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৭৩	XXXXXXXXXX৯৭৫৭	জয়ন্তী কুন্ডু	১,৫১৮.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৭৪	XXXXXXXXXX৫৬৫৭	বিষ্ণু ওয়েবটেক প্রাইভেট লিমিটেড	৪,১৫৯ ০০	০৬-০৫-২০২৬
২৭৫	XXXXXXXXXX৭৭৬৩	বিষ্ণু ইনফ্রাকমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড	৪,১৫৯.০০	০৬-০৫-২০২৬
২৭৬	XXXXXXXXXX৮৯৭৯	আরতি ব্যানার্জী	৯,৭৫,৮৩৬.৮২	২১-০৪-২০২৬
২৭৭	XXXXXXXXXX৫৭৩১	মিনা রায়	২,৬৩,৭৯৭.৮২	০৬-০৫-২০২৬
২৭৮	XXXXXXXXXX৪৪৩৯	সমীর ঘোষ	১,৩০৭.৯২	০৬-০৫-২০২৬
২৭৯	XXXXXXXXXX৫৫৬৭	সমীর কুমার ব্যানার্জী	২০,১৮,৪৯১.৩৪	০৭-০৪-২০২৬
২৮০	XXXXXXXXXX০৬৮৬	পবন কুমার বাজাজ	৩,৮৫৪.২০	০৬-০৫-২০২৬
২৮১	XXXXXXXXXX৮৬৬২	সৈয়দ আদিব আখতার	৪,২৮২.০০	০৬-০৫-২০২৬
২৮২	XXXXXXXXXX৫১৫১	পারভীন চোপড়া	৯,৭২,০৭৬ ০০	২৪-০৩-২০২৬

তারিখ ঃ ০৯.০৫.২০২৬
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেশ-বিদেশ

৩০,০০০ কোটির সম্পত্তি বিতর্কে বড় মোড়

রানি কাপুর পরিবার মামলায় মধ্যস্থতাকারী প্রাক্তন সিজেআই ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়

নয়াদিল্লি, ৮মে ঃ দেশের অন্যতম আলোচিত পারিবারিক ও কর্পোরেট আইনি সংঘাতে নতুন মোড় আনল সুপ্রিম কোর্ট। প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি, ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ ও উত্তরাধিকার নিয়ে চলা রানি কাপুর পরিবার বিরোধে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়-কে মধ্যস্থতাকারী (মেডিয়েটর) হিসেবে নিয়োগ করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই সিদ্ধান্তকে শুধু একটি আইনি পদক্ষেপ নয়, বরং পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা ও দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতার সম্ভাবনার দিকেও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, এই ধরনের সংবেদনশীল পারিবারিক বিরোধে দীর্ঘস্থায়ী আইনি লড়াই অনেক সময় সম্পর্কের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। সেই কারণেই আদালত মনে করছে, মধ্যস্থতার মাধ্যমে আলোচনার পথ খুলে দেওয়া গেলে তা শুধু আইনি সমাধানই নয়, পারিবারিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতেও সহায়ক হতে পারে। আদালতের মতে, আদালতকক্ষের কঠোর লড়াইয়ের বদলে আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যার সমাধান খোঁজা বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক বেশি কার্যকর। রানি কাপুর পরিবারের এই বিরোধ বহুদিন ধরেই কর্পোরেট ও আইনি মহলে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। বিপুল সম্পদের মালিকানা, ব্যবসায়িক শেয়ারের নিয়ন্ত্রণ, পারিবারিক ট্রাস্ট এবং আর্থিক অধিকার নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ধীরে ধীরে আইনি সংঘাতে রূপ নেয়। একাধিক আদালতে শুনানির পর বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছায়। জানা গেছে, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনা ও সম্পত্তির বণ্টন নিয়ে গভীর

মতানৈক্য থেকেই এই জটিল পরিস্থিতির সূত্রপাত। এই মামলায় প্রাক্তন সিজেআই ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়কে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বেছে নেওয়ার পিছনে আদালতের স্পষ্ট যুক্তি রয়েছে। বিচারপতি চন্দ্রচূড় তাঁর দীর্ঘ বিচারিক জীবনে ভারসাম্যপূর্ণ রায়, সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সুপরিচিত। সংবেদনশীল ও জটিল মামলায় তাঁর নিরপেক্ষ অবস্থান বহুবার প্রশংসিত হয়েছে। আদালতের মতে, এমন একজন ব্যক্তিত্বই দুই পক্ষের মধ্যে আস্থা তৈরি করে আলোচনার পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম। সআদালত সূত্রে জানা গেছে, মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে পরিচালিত হবে। উভয় পক্ষের সম্মতিতেই এই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, যা ইতিবাচক ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধুমাত্র মামলা নিষ্পত্তি নয় বরং পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙন রোধ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি স্থিতিশীল সমাধান তৈরি করা। আইনজীবী মহলের একাংশ মনে করছে, এই সিদ্ধান্ত দেশের বিচারব্যবস্থায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার (Alternative Dispute Resolution ¤à ADR) গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সুপ্রিম কোর্ট একাধিক পারিবারিক ও কর্পোরেট মামলায় মধ্যস্থতার ওপর জোর দিয়েছে। আদালতের যুক্তি, দীর্ঘমেয়াদি মামলা যেমন সময় ও অর্থের অপচয় ঘটায়, তেমনই পারিবারিক সম্পর্কে স্থায়ী ক্ষত তৈরি করে। অন্যদিকে মেডিয়েশন আলোচনার মাধ্যমে নমনীয় ও পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানের সুযোগ দেয়। একজন প্রবীণ আইনজীবীর কথায়, যখন বিরোধে বিপুল সম্পত্তি, ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে, তখন শুধুমাত্র আইনি দক্ষতা যথেষ্ট নয়। সেখানে এমন একজন মধ্যস্থতাকারী প্রয়োজন, যাঁর প্রতি সব পক্ষের আস্থা থাকে। বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের উপস্থিতি সেই আস্থা তৈরি করতে পারে। এই মামলার গুরুত্ব শুধু পারিবারিক সম্পত্তি বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কর্পোরেট জগতের অনেকেই মনে করছেন, এই বিরোধের ফলাফল সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর ভবিষ্য পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ, পারিবারিক ব্যবসায় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ অনেক সময় সংস্থার আর্থিক স্থিতিশীলতা ও পরিচালন কাঠামোকেও প্রভাবিত করে। মেডিয়েশন প্রক্রিয়া আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে। আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। যদি দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়, তবে সেই চুক্তির খসড়া আদালতের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং মামলার আইনি নিষ্পত্তি ঘটবে। তবে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব না হলে মামলাটি আবার নিয়মিত বিচারিক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাবে। বর্তমানে এই ঘটনায .নজর রয়েছে গোটা দেশের আইনজীবী মহল, কর্পোরেট জগত এবং সাধারণ মানুষের। কারণ, এই মামলা শুধু বিপুল সম্পদের লড়াই নয়, বরং পারিবারিক সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রশ্নও তুলে ধরেছে। সুপ্রিম কোর্টের এই পদক্ষেপ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিল যে, বিচারব্যবস্থা এখন শুধুমাত্র রায় দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না বরং যেখানে সম্ভব, সেখানে পুনর্মিলন ও সমঝোতার পথও খুঁজে নিতে আগ্রহী। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে এই মধ্যস্থতা শেষ পর্যন্ত সফল হয় কি না, সেটাই এখন দেখার। তবে এতটুকু স্পষ্ট যে, দেশের অন্যতম বড় পারিবারিক সম্পত্তি বিরোধে সুপ্রিম কোর্ট আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের যে বার্তা দিল, তা ভবিষ্যতের বহু জটিল মামলার ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারে।

বহুতল থেকে উড়ে এল ৫০০ টাকার বান্ডিল ঘটনার তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন ও নিজেদের অবস্থান তুলে ধরবেন পরিবারটি

পাঞ্জাব, ৮ মে ঃ সকাল তখনও পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। হঠাই পাঞ্জাবের এক অভিজাত আবাসনের সামনে শুরু হয় অস্বাভাবিক তৎপরতা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর একদল আধিকারিক পৌঁছে যান বহুতল আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাতে। আর তারপরই ঘটে এমন এক ঘটনা, যা মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকাকে স্তম্ভিত করে দেয়। বহুতলের উপরের দিক থেকে আচমকাই উড়ে আসতে শুরু করে ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল। মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন আবাসনের বাসিন্দা ও পথচারীরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভিডিও ছড়িয়ে.পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র উত্তেজনা ও কৌতূহল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে কেউ বুঝতেই পারেননি যে আকাশ থেকে উড়ে আসা নোটগুলি সত্যিই আসল টাকা কি না। পরে যখন রাস্তার উপর, গাড়ির ছাদে এবং আবাসনের চত্বরে একের পর এক নোট পড়তে দেখা যায়, তখন পরিস্থিতি কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সূত্রের খবর, একটি আর্থিক অনিয়ম ও মানি লন্ডারিং তদন্তের সূত্র ধরেই ওই ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ভোরের কিছু পরেই আবাসনে পৌঁছান এবং নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করেন। ঠিক সেই সময়েই উপরের তলা থেকে টাকার বান্ডিল ছুড়ে ফেলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই ইডি আধিকারিক এবং নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত নিচের এলাকা ঘিরে ফেলেন। রাস্তায় পড়ে থাকা টাকা সংগ্রহ করা শুরু হয় এবং ভিড় সরাতে তৎপর হয় পুলিশ। স্থানীয় থানার পুলিশও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। গোটা আবাসন চত্বর কার্যত নিরাপত্তা বলয়ে ঢেকে ফেলা হয়, যাতে কোনও প্রমাণ নষ্ট না হয় বা বাইরের কেউ ঘটনাস্থলে প্রবেশ করতে না পারে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, শুধু আবাসনের নিচে ছড়িয়ে থাকা নগদ অর্থই নয়, ফ্ল্যাটের ভিতর থেকেও বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়েছে। যদিও সরকারি ভাবে এখনও নির্দিষ্ট অঙ্ক জানানো হয়নি, তদন্তকারী সূত্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া নগদের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে। তদন্তের কেন্দ্রে থাকা ওই ব্যবসায়ীকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি, তবে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ইডি সূত্রে খবর, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন বা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট -এর আওতায় এই তদন্ত চলছে। অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন, শেল কোম্পানির মাধ্যমে টাকা ঘোরানো এবং অনিয়মিত তহবিল স্থানান্তরের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে ইডি আধিকারিকরা বিস্তারিত কিছু জানাতে চাননি। আবাসনের বাসিন্দারা এই ঘটনায় কার্যত হতবাক। এক বাসিন্দার কথায়, আমরা কোনওদিন ভাবিনি আমাদের আবাসনে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। সিনেমার দৃশ্যের মতো মনে হচ্ছিল-উপরে থেকে সত্যিই টাকা উড়ে আসছিল। আরেকজন বলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোটা এলাকা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভরে যায়। আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, তদন্ত চলাকালীন প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা বা বাজেয়াপ্ত হওয়ার আগেই সরিয়ে ফেলার অভিযোগ প্রমাণিত হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। যদি তদন্তে উঠে আসে যে ইচ্ছাকৃতভাবে টাকা ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তাহলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত ইডি আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি, এটি আতঙ্কে করা পদক্ষেপ ছিল, নাকি পরিকল্পিতভাবে প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা।

এই ঘটনা ফের একবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলতে থাকা উচ্চপ্রোফাইল আর্থিক তদন্তগুলিকে সামনে নিয়ে এসেছে। গত কয়েক বছরে ইডি একাধিক আর্থিক দুর্নীতি, বেআইনি সম্পত্তি এবং অর্থপাচারের মামলায় দেশজুড়ে তল্লাশি ও অভিযান চালিয়েছে। সমর্থকদের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপ আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে সমালোচকদের একাংশ আবার তদন্তের সময় ও পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, তদন্তের কেন্দ্রে থাকা ব্যবসায়ীর রিয়েল এস্টেট ও অবকাঠামো ক্ষেত্রে বড়সড় বিনিয়োগ রয়েছে। ফলে এই তদন্তের প্রভাব ব্যবসায়িক মহলেও পড়তে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত ব্যবসায়ীর আইনজীবী বা পরিবারের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি, ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, তাঁরা তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরবেন। এদিকে, ঘটনাস্থলের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। কেউ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কেউ আবার পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি তুলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে এত বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ একটি আবাসনের ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছিল। আবার অনেকে মন্তব্য করেছেন, এই ঘটনা দেশের আর্থিক অপরাধের গভীরতাকেই সামনে এনে দিল। তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। উদ্ধার হওয়া নগদের উৎস, আর্থিক লেনদেনের নথি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে ইডি। আগামী কয়েক দিনে আরও একাধিক জিজ্ঞাসাবাদ ও নথি যাচাই হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এই মুহূর্তে গোটা দেশের নজর পাঞ্জাবের সেই বহুতল আবাসনের দিকে, যেখানে কয়েক মিনিটের জন্য সত্যিই যেন 'টাকার বৃষ্টি' নেমেছিল। তবে সেই নাটকীয় দৃশ্যের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন, তদন্ত এবং আইনি জটিলতার এক গভীর গল্প, যার পরবর্তী অধ্যায়ের অপেক্ষায় এখন সকলেই।

হান্টাভাইরাস আক্রান্ত জাহাজে দুই ভারতীয়

৯ মে ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে নোঙর করে থাকা একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরীকে ঘিরে আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। জাহাজটিতে হান্টাভাইরাস সংক্রমণের খবর সামনে আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে যাত্রী ও স্বাস্থ্য মহলে। সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয়, ওই জাহাজে থাকা ১৪৯ জন যাত্রীর মধ্যে রয়েছেন দু'জন ভারতীয় নাগরিকও। যদিও তাঁরা সংক্রমিত কিনা, সেই বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে তাঁদের পরিবার ও সংশ্লিষ্ট মহলে। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে জাহাজে থাকা বিভিন্ন দেশের যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের তালিকা। সেই তালিকা অনুযায়ী, প্রমোদতরীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যাত্রী ছিলেন গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি ও স্পেনের নাগরিক। এছাড়াও ফিলিপিন্স, ইউক্রেন, নেদারল্যান্ডস এবং পোল্যান্ডের নাবিক ও কর্মীরাও জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। এই আন্তর্জাতিক যাত্রী তালিকার মধ্যেই রয়েছে দুই ভারতীয়ের নাম। তবে তাঁরা যাত্রী নাকি ক্রু সদস্য, সেটিও এখনও স্পষ্ট নয়। এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, ওই দুই ভারতীয় সংক্রমিত যাত্রীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা কিংবা তাঁদের শারীরিক অবস্থাই বা কেমন। এই অনিশ্চয়তাই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। তথ্য প্রদানকারী সংস্থা ' এক্সপিডিশনস' জানিয়েছে, খুব শিগগিরই তারা আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করবে। আশা করা হচ্ছে, সেই রিপোর্টে ভারতীয় নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। জানা গিয়েছে, নেদারল্যান্ডসের পতাকাবাহী এই বিলাসবহুল প্রমোদতরীটি গত ২০ মার্চ আর্জেনিন্টনা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ইউরোপের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল জাহাজটি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আরপিএফ দ্বারা ২.৪৫ কোটিরও অধিক টাকা উদ্ধার

মালিগাঁও, ৮মেঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী (আরপিএফ) এপ্রিল-২০২৬ এ সমগ্র জোনে যাত্রীদের সুরক্ষা মজবুত করা, বেআইনি কার্যকলাপ দমন করা এবং একটি সুরক্ষিত রেলপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধাবাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এইমাসে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলওয়ে আইনের বিভিন্ন ধারার অধীনে ৩,০৮১টি মামলা দায়ের করেছে এবং রেল চত্বরে বেআইনি কার্যকলাপের দায়ে ৩,০০০-এরও অধিক অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আরপিএফ টিকিট চেকিং অভিযানে ও সহায়তা করেছে, যার ফলে ১০৭৪জন টিকিট বিহীন যাত্রী শনাক্ত হয়েছে এবং ১০লক্ষ টাকারও অধিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে সতর্কবার্তা

'অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই এখন নতুন স্বাভাবিক' বলছে আইএমএফ

ওয়াশিংটন ৮ মে ঃ বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কড়া সতর্কবার্তা জারি করেছেআইএমএফ। সংস্থার সাম্প্রতিক মূল্যায়নে বলা হয়েছে, যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে এতদিন প্রতিকূল বা worst-case scenario হিসেবে বিবেচনা করা হতো, সেটিই এখন ধীরে ধীরে মূল বা baseline বাস্তবতায় পরিণত হচ্ছে। দীর্ঘস্থাযী ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত, বাণিজ্য বিঘ্ন, বিনিযোগে অনিশ্চযতা এবং আর্থিক অস্থিরতার কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি নেমে আসতে পারে প্রায. ২ শতাংশে-যা উদ্বেগজনকভাবে নিম্ন স্তর।আইএমএফ-এর এই পূর্বাভাস বিশ্ব অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তিত বাস্তবতার একটি স্পষ্ট প্রতিফলন। সংস্থাটি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েন এখন আর সাময়িক প্রভাব ফেলছে না, বরং দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সমস্যায় রূপ নিচ্ছে। জ্বালানি বাজার, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাব-সব ক্ষেত্রেই এই প্রভাব ক্রমশ গভীর হচ্ছে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্ব বাণিজ্যে ইতিমধ্যেই বিভাজনের লক্ষণ স্পষ্ট। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আগের মতো মসৃণ নেই। পণ্য পরিবহনে খরচ বেড়েছে, বীমার প্রিমিযাম বৃদ্ধি পেযেছে এবং লজিস্টিক সমস্যার কারণে সরবরাহে বিলম্ব ঘটছে। যেসব উপাদন কেন্দ্র আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল, তারা বাড়তি খরচের চাপে পড়েছে। অন্যদিকে রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিগুলি প্রধান বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে শিল্প উৎপাদন অনেক অঞ্চলে মন্থর হয়ে পড়েছে। জ্বালানি বাজার বর্তমানে সবচেযে. অস্থির ক্ষেত্রগুলির একটি। দীর্ঘস্থাযী সংঘাতের কারণে তেল ও গ্যাসের দাম অনিশ্চিতভাবে ওঠানামা করছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চ অবস্থানে রয়েছে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, যা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী-সবার উপর প্রভাব ফেলছে। কিছু দেশ ভর্তুকি বা কৌশলগত মজুত ব্যবহার করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এই উচ্চ মূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে এবং ভোক্তা আস্থায় ধাক্কা দিচ্ছে। আর্থিক বাজারেও অনিশ্চযতা স্পষ্ট। বিনিয়োগকারীরা এখন অনেক বেশি সতর্ক, ফলে উন্নযনশীল দেশগুলিতে মূলধন প্রবাহ কমে যাচ্ছে বা বেছে বেছে আসছে। অনেক দেশের মুদ্রার মান অস্থির হযে. পড়েছে, যা তাদের অর্থনীতিকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের কেন্দ্রয. ব্যাংকগুলিকে এক কঠিন ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে-একদিকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখা। আইএমএফ আরও উল্লেখ করেছে যে, বহু দেশের আর্থিক সক্ষমতা বা fiscal space ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সরকারগুলি যে বিপুল ব্যয় করেছিল, তার ফলে এখন তাদের ঋণের বোঝা বেড়ে গেছে। ফলে নতুন করে বড় আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া অনেক দেশের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ছে। একই সময়ে খাদ্য সঙ্কট ও জ্বালানি সমস্যায় ভোগা অঞ্চলে সামাজিক খাতে ব্যয়ের চাপও বেড়েছে। তবে এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে বলে জানিযেছে আইএমএফ। প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং ডিজিটাল বাণিজ্যের মতো কিছু খাত এখনও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি দেখাচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলির উন্নতি সামগ্রিক অর্থনৈতিক মন্থরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট নয় বলে সংস্থাটি সতর্ক করেছে। আইএমএফ-এর অর্থনীতিবিদরা বিশ্বজুড়ে নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন-স্থিতিশীলতা বজায. রাখা, বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং দুর্বল অর্থনীতিগুলিকে লক্ষ্যভিত্তিক সহাযতা প্রদান এখন অত্যন্ত জরুরি। তারা মনে করছেন, সমন্বিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয। সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও স্থিতিশীল করা, জ্বালানির উস বৈচিত্র্যময. করা এবং বিনিযোগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা-এই বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। প্রায় ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির এই পূর্বাভাস বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি দুর্বল অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে, যা অতীতের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য, দারিদ্র্য হ্রাস এবং আয. বৈষম্য কমানোর প্রচেষ্টাগুলি বড় ধাক্কার মুখে পড়তে পারে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলি এই পরিস্থিতিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ তাদের আর্থিক সুরক্ষা কম এবং বহিরাগত ঝুঁকির প্রভাব বেশি।সব মিলিয়ে, আইএমএফ-এর এই প্রতিবেদন বিশ্ব অর্থনীতির জন্য এক সতর্ক সংকেত। যা একসময় সাময়িক সমস্যা বলে মনে করা হয়েছিল, তা এখন দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জে পরিণত হচ্ছে। আগামী কয়েক মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-এই সময়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সঠিক নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া গেলে পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হতে পারে, নইলে ভবিষ্যতে আরও নিম্নমুখী পূর্বাভাসের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

'কম্পিউটারাই জড ব্রেক টেস্টিং ফ্যাসিলিটি'-র উদ্বোধন

গোরখপুর, ৮ই মেঃ গোরখপুরের মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ তার আধুনিকীকরণ এবং গুণগত মান উন্নয়নের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকারের নির্দেশনায়, ওয়ার্কশপটি নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করছে এবং তার কর্মীদের আধুনিক সিস্টেম ও উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ কৌশলে ক্রমাগত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এই উপলক্ষে, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডঃ সুনীল কুমার শর্মার শ্রদ্ধেয় উপস্থিতিতে, সিনিয়র সুপারভাইজার শ্রী বিজয় কুমার ৮ই মে, ২০২৬ তারিখে কারখানার এয়ার ব্রেক শপে সমস্ত এলএইচবি এবং আইসিএফ কোচের চূড়ান্ত এয়ার ব্রেক পরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক 'কম্পিউটারাইজড ব্রেক টেস্টিং ফ্যাসিলিটি' (সিঙ্গেল কার টেস্ট রিগ - এসসিটিআর) উদ্বোধন করেন।

NAME CHANGE

I, SAFIKUL SHAIKH S/O LT GAOCHHUL AZAM SHAIKH VILL GOAL DANGA P.O KALYAN DAHA PS. CHAPRA DIST NADIA MY FATHER NAME HAS BEEN RECORDED IN HIS VOTER LIST OF 2002 AS GAOCHHUL MONDAL ID NO WB/11/074/060448 VIDE PART NO 21 SL NO 317 AC 74 KRISHNAGANJ AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 27-1-26 MY FATHER GAOCHHUL AZAM SHAIKH AND GAOCHHUL MONDAL BOTH ARE SAME PERSON.

NAME CHANGE

I, JOYDEEP SENGUPTA S/o Biman Sengupta Residing at 64/4, Narsingh Avenue, Dum Dum, North 24 Parganas, Pin-700074 WB do hereby solemnly affirm and declare That my Correct Name is JOYDEEP SENGUPTA instead of J SENGUPTA and also my father's actual name BIMAN SENGUPTA instead of B SENGUPTA which is wrongly recorded in my Driving Licence being No. WB01 19860382245, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 08/05/2026. That I JOYDEEP SENGUPTA and J SENGUPTA is same one and identical person. BIMAN SENGUPTA and B SENGUPTA is same one and identical person.

NAME CHANGE

I, SK SARFARAJ(Old Name) S/o.-Sk Osman R/o. Bankra New Mondal Para, P.S. Domjur, Dist.-Howrah-711403 WB, that have change my name & shall henceforth be known as SK SARFARAJ ALAM(New Name), vide an Affidavit No.2987 dtd. 09.04.2026, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore. That, SK SARFARAJ and SK SARFARAJ ALAM both are same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I, DILIP CHANDRA SARKAR (Old Name) S/o DHAKU SARKAR resident of Batasagoli, Ward No. 14, P.S. Kotwali, P.O. & Dist. Jalpaiguri, Pin-735101 West Bengal, henceforth be known as DILIP SARKAR (New Name) as declared before the Notary Public at Jalpaiguri, vide affidavit No. 109, dated 08.05.2026 that DILIP CHANDRA SARKAR (Old Name) and DILIP SARKAR (New Name) all are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, DILIP SARKAR S/o DHAKU RAM SARKAR(Old Name) resident of Batasagoli, Ward No. 14, P.S. Kotwali, P.O. & Dist. Jalpaiguri, Pin-735101 West Bengal, henceforth my father will be known as DHAKU SARKAR (New Name) as declared before the Notary Public at Jalpaiguri, vide affidavit No. 99, dated 08.06.2026 that DHAKU RAM SARKAR (Old Name) and DHAKU SARKAR(New Name)all are the same and one identical person.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং তা **বেলা ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৬-৪২৮, তারিখ ঃ ০৫.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণঃ** এইএন/সেটেলমেন্ট/গার্ডেনরিচ-এর অধিক্ষেত্রে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়, নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, অফিস রেস্ট হাউস, বি.এন.আর. অফিসার্স ক্লাব, নিউ ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশন এবং অন্যান্য মনোনীত অবস্থানের রেল প্রাঙ্গন/ক্যাম্পাসের ভিতরে এক বছরের জন্য মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে টবে-রোপিত বিভিন্ন প্রজাতির জীবন্ত ইন্ডোর ও আউটডোর পূর্ণবয়স্ক বাহারী গাছপালা ও মৌসুমী ফুল সরবরাহ, প্রদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯০,৯৭,৯২০ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ১,৮২,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০৬.২০২৬। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার সূচি-র পরিবর্তন, সংশোধনী, পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। হেল্প ডেস্ক যোগাযোগ নং ঃ ০৩৩-২৪৫০-৩৭৮৩। **(PR-144)**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.ঃ এইএন-শপ-এসটিফিশিং২৫-২৬ আর৩ এবং এইএন-শপ-এনটিফিশিং২৫-২৬ আর৩, তারিখঃ ০৭.০৫.২০২৬। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য মৎস্যচাষ বা মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **ক্রম নং.ঃ** ১; **টেন্ডার নং.ঃ** এইএন-শপ-এসটিফিশিং ২৫-২৬আর৩; **কাজের নামঃ** সিডব্লিউএম/লিলুয়া-এর অধীনে লিলুয়ার রেলওয়ে সাউথ ট্যাঙ্কে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য ফিশিং রাইটের অধিকারের লাইসেন্স। **সংরক্ষিত মূল্য ঃ** ₹ ৮,০১,৬১৬.৭৪; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৮০,২০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ₹ ০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** অনুমোদনের তারিখ থেকে ০৫ (পাঁচ) বছর। **ক্রম নং.ঃ** ২; **টেন্ডার নং.ঃ** এইএন-শপ-এনটিফিশিং২৫-২৬আর৩; **কাজের নামঃ** সিডব্লিউএম/লিলুয়া- এর অধীনে লিলুয়ার রেলওয়ে নর্থ ট্যাঙ্কে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য ফিশিং রাইটের অধিকারের লাইসেন্স। **সংরক্ষিত মূল্য ঃ** ₹ ১১,০০,২৩৪.১৪; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,১০,১০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** অনুমোদনের তারিখ থেকে ০৫ (পাঁচ) বছর। টেন্ডার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখটি যদি কোনো কারণে ছুটি, বনধ কিংবা ধর্মঘট হিসেবে ঘোষিত হয়, তবে অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখটি পরিবর্তিত হবে না; কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশনটি টেন্ডার জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো প্রস্তাব জমা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করে না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কার্যদিবসে সম্পন্ন করা হবে। উভয় টেন্ডারের জন্য **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট ঃ **https://www.irecps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না অর্থ জমা (EMD)-এর অর্থ পরিশোধ কেবল নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেই গ্রহণ করা হবে। ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।

MISC-31/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

বैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
মৌলালী শাখা
৮ /১২, এ.জে.সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৪

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে)

যেহেতু

নিচে স্বাক্ষরকারী, যিনি 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেনন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর অধীনে 'ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'-র একজন অনুমোদিত আধিকারিক এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে করে, গত ০৬-০২-২০২৬ **তারিখে একটি দাবি-নোটিশ** জারি করেছিলেন। উক্ত নোটিশে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি নীলিমা ঘোষ**-কে নোটিশে উল্লিখিত অর্থরাশি-যা **১২,২০,২২৪.৬০ টাকা (কথায় বারো লক্ষ কুড়ি হাজার দুই শত চব্বিশ টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র)**-পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল এর মধ্যে **৮,১৩,৩৬৪.০০ টাকা** গৃহ ঋণের (Home Loan) বাবদ এবং ৪,০৬,৮৬০.৬০ টাকা SSEPL-এর বাবদ ধার্য ছিল। এছাড়াও, ২৯-১২-২০২৫ তারিখ থেকে গৃহ ঋণের ওপর বার্ষিক ৭.৭৫ হারে সুদ এবং ২৯-১২-২০২৫ তারিখ থেকে 'টপ-আপ' ঋণের ওপর বার্ষিক ১০.০০ হারে (মাসিক ভিত্তিতে) সুদ সেই সাথে অতিরিক্ত হিসেবে বার্ষিক ২.০০ হারে দণ্ডমূলক সুদ এবং ব্যাংক কর্তৃক ব্যয়িত সমস্ত খরচ ও মাশুল-সবকিছুই উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থরাশি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৪)-এর অধীনে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত বিধান অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এই **০৭ই মে, ২০২৬** তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বিশেষত এবং সাধারণ জনগণ সাধারণভাবে এতদ্বারা সতর্কীকৃত হচ্ছেন যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **'ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'-র মৌলালি শাখার** পাওনার (Charge) অধীন বলে গণ্য হবে, যার পরিমাণ **১২,২০,২২৪.৬০ টাকা** এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত বিধানাবলীতে জামানতকৃত সম্পত্তিটি (Secured Assets) পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ

৫, যতীন দাস নগর, ডাকঘর ও থানা-বেলঘরিয়া, কামারহাটি পৌরসভা, মৌজা-নিমতা, জে.এল. নং ০৮, ই.পি. নং ৭৮০এ (এস.পি. ৩১৩১), সি.এস. ও আর.এস. প্লট নং ৪০৯৭(পি), ওয়ার্ড নং ৩৫, হোল্ডিং নং ৩৪৭, পিন-৭০০০৫৬, উত্তর ২৪ পরগনা-এই ঠিকানায় অবস্থিত, মিসেস নীলিমা ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)-এর নামে নথিবদ্ধ, প্রায় ১.৩২ ডেসিমেল (৫৭৫ বর্গফুট) পরিমাপের এক খণ্ড জমি এবং তার ওপর নির্মিত দ্বিতল আবাসিক ভবনটির ই.কিউ.এম. (EQM)। ভবনটির আচ্ছাদিত ক্ষেত্রফল ৩৯৬ বর্গফুট (নিচতলা) এবং ৩৯৬ বর্গফুট (প্রথম তলা)-সর্বমোট ৭৯২ বর্গফুট। সীমানা বিবরণঃ **উত্তরে**-দীপঙ্কর ঘোষের বাড়ি **দক্ষিণে**-চৈতন্য কুণ্ডুর বাড়ি **পূর্বে**-কুমুদ পাল-এর বাড়ি **পশ্চিমে**-১২ ফুট চওড়া রাস্তা।

তারিখ ঃ ০৭.০৫.২০২৬
স্থানঃ মৌলালি

স্বাক্ষর- মুখ্য ব্যবস্থাপক ও অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ডাবল-ইঞ্জিন বুস্ট ঃ প্রশাসনিক বাধা দূর হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব রেলওয়ের বড় প্রকল্পগুলোর গতি বাড়তে চলেছে

কলকাতা, ৮ মে ঃ বছরের পর বছর ধরে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য ট্রেন ভ্রমণকে নিরাপদ ও দ্রুত করার উদ্দেশ্যে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি থমকে ছিল। এর কারণ যে রেলওয়ের তহবিল বা সদিচ্ছার অভাব ছিল, তা নয়,

বরং বিদায়ী রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্রমাগত অসহযোগিতা ছিল। জননিরাপত্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলির অবনতিশীল অবস্থা সম্পর্কে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও, আগের প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা বেশ কয়েকটি মূল প্রকল্পকে সম্পূর্ণ স্থবির করে দিয়েছিল। বিদায়ী সরকারের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অবহেলার কারণে রেল প্রশাসনকে প্রতিনিয়ত প্রশাসনিক বিলম্বের সাথে লড়াই করতে হয়েছে, যার ফলে জনসম্পদের কাঠামোগত অখণ্ডতা ভেঙে পড়েছে। এই অবহেলার সবচেয়ে উদ্বেগজনক উদাহরণটি হাওড়া স্টেশনের কাছে বেনারস এবং চন্দ্রিমা রোড ওভার ব্রিজ (ROB)-এর সাথে জড়িত। বেশ কয়েক মাস ধরে, রেল প্রশাসন এই সেতুগুলির দ্রুত অবনতিশীল কাঠামোগত অবস্থা সম্পর্কে জরুরি সতর্কতা জারি করেছিল। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে প্রযুক্তিগত পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে এই কাঠামোটি রাস্তা ব্যবহারকারী এবং এর নিচে চলাচলকারী ট্রেন উভয়ের জন্যই সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে, রাজ্য সরকার প্রতিস্থাপন বা মেরামতের কাজ শুরু করার জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রাফিক ব্লক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তবুও সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। বিদায়ী সরকার যখন অনুমোদন ঝুলিয়ে রেখেছিল, তখন চন্দ্রিমা ব্রিজে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে রাজ্যের এখতিয়ারভুক্ত ব্রিজের ভাঙা অংশ থেকে পড়ে নাগরিকরা হতাহত হয়েছেন, যা মানুষের জীবনের প্রতি চরম অবহেলাকে তুলে ধরে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে গিয়ে এই প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে রাজ্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে রেলওয়ে ১০০ তহবিল সরবরাহ করছে, যার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আর্থিক অবদানের প্রয়োজন নেই। একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতি রোধ করার জন্য তাঁর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং বর্ষার আগে কাজের মরসুমটিকে কাজে লাগানোর জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, পূর্ববর্তী সরকারের প্রশাসনিক নীরবতা প্রতিদিনের হাজার হাজার যাত্রীর নিরাপত্তাকে বিপন্ন করেছিল। বাধার এই ধরনটি শুধু সেতুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ডিজাইন করা বেশ কয়েকটি মাল্টি-ট্র্যাকিং এবং বাইপাস প্রকল্পেও বিস্তৃত ছিল। জমি সংক্রান্ত ম্যাপ নিয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ক্রমাগত দাবি পরিবর্তনের কারণে নৈহাটি-রানাঘাট এবং রানাঘাট-কৃষ্ণনগর সেকশনের তৃতীয় লাইনের প্রকল্পের কাজ বর্তমানে কার্যত থমকে আছে। রেলওয়ে জুলাই ২০২৫ -এর মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা জমা দেওয়া সত্ত্বেও, বিদায়ী প্রশাসন কর্তৃক স্ট্যান্ডার্ড সার্ভে ম্যাপ বা জরিপের মানচিত্রগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। একইভাবে, পাঁচ বছরেরও বেশি সময় আগে স্পেশাল রেলওয়ে প্রজেক্ট হিসেবে ঘোষিত সাঁইথিয়া বাইপাস প্রকল্পের ক্ষেত্রেও কোনো জমি হস্তান্তর করা হয়নি। এমনকি আইনি বিজ্ঞপ্তি জারির পরও স্থানীয়দের প্রতিবাদ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে ২০২০ সাল থেকে অগ্রগতি থমকে আছে। তাছাড়া, চন্দনপুর-শক্তিগড় ৪র্থ লাইন, মুরারই- বহরাওয়া ৩য় লাইন এবং ডানকুনি-বাল্টিকুরি ৩য় ও ৪র্থ লাইনের মতো বড় প্রকল্পগুলির জন্য রেলওয়ে এপ্রিল ২০২৫-এ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (CALA) নিয়োগের অনুরোধ করেছিল, কিন্তু বিদায়ী সরকার এই প্রাথমিক প্রশাসনিক পদক্ষেপটিও নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মেলবন্ধনের সাথে সাথে, পূর্ব রেলওয়ে অবশেষে সুড়ঙ্গের শেষে আলোর সন্ধান পাচ্ছে। প্রশাসনিক বিলম্ব এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অচলাবস্থার যুগের অবসান ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে মিলিন্দ দেওস্করের আধুনিক ও নিরাপদ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের রূপকল্প অবশেষে বাস্তবায়িত হতে পারবে। পরিবহন করিডোরের সম্পূর্ণ পতন এড়াতে বেনারস সেতু প্রতিস্থাপনের কাজটিকে, যার জন্য চার মাস নিরবচ্ছিন্ন কাজের প্রয়োজন, এখন অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। নতুন প্রশাসনিক পরিবেশ জমি অধিগ্রহণ এবং ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়াগুলিকে দ্রুততর করার প্রতিশ্রুতি দেয় যা আগে বিলম্বের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো, এবং এটি নিশ্চিত করে যে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পগুলি অবশেষে সম্পন্ন হবে। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, আমাদের যাত্রী এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বিদায়ী সরকারের কারণে তৈরি হওয়া আগের প্রশাসনিক বাধাগুলো দূর হওয়ার সাথে সাথে আমরা এখন এই দীর্ঘ-বকেয়া প্রকল্পগুলিকে দ্রুততর করতে প্রস্তুত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যাতে তাদের প্রাপ্য বিশ্বমানের, নিরাপদ এবং দক্ষ রেলওয়ে পরিকাঠামো পায় এবং অগ্রগতি ও সংযোগের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা দিন-রাত কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পুরুলিয়ায় বাস-ট্রেলার সংঘর্ষে মৃত শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৮ মে ঃ পুরুলিয়ার জামশেদপুর ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে কান্টাডি মোড়ের কিছু দূরে শুক্রবার ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। যাত্রীবোঝাই একটি বাসের সঙ্গে একটি ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন বহু বাসযাত্রী। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক শিশুর। জানা গেছে, শুক্রবার বাসটি পুরুলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রেলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ দ্রুত উদ্ধারকাজে নামে। আহতদের উদ্ধার করে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আহতদের মধ্যে একাধিক শিশু রয়েছে বলে জানা গেছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary arrangements of IT infrustructure including Signage Display, Video Camera etc. in connection with Training program to be held at West Bengal Judicial Academy, Newtown, Kolkata - 700 160 during the month of May, 2026" **[Job No. KIT/RW/023 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-013/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : **09.05.2026 up to 05.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN: L15495WB1911PLC002275

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ স্যার আর.এন.এম. হাউস (৪র্থ তলা), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

১. দ্বিতীয় ১০০ দিনের অভিযান-'সক্ষম নিবেশক'-যা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিলে (IEPF) অপরিশোধিত বা দাবিহীন লভ্যাংশ স্থানান্তরিত হওয়া রোধ করার লক্ষ্যে KYC এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত।

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি কর্তৃক ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় ১০০-দিনব্যাপী প্রচারভিযান-'সক্ষম নিবেশক' (Saksham Niveshak)- চালু করা হয়েছে। এই প্রচারভিযানের মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের KYC তথ্য হালনাগাদ করা এবং দাবিহীন বা অপরিশোধিত লভ্যাংশ সরাসরি প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সহজতর করা।

শেয়ারহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে যে, এই প্রচারভিযানের মূল লক্ষ্য হলো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের KYC তথ্য হালনাগাদ করার প্রক্রিয়াকে সহজতর করা। যেসব শেয়ারহোল্ডার তাদের KYC তথ্য হালনাগাদ করতে ইচ্ছুক, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা ওয়েবসাইট থেকে KYC হালনাগাদ ফর্মগুলো ডাউনলোড করে নেন এবং যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করা ফর্মগুলো-প্রয়োজনীয় KYC নথিপত্রসহ-'রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি' (RTA)-এর নিকট জমা দেন।

অধিকন্তু, যেসব শেয়ারহোল্ডার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের কেওয়াইসি (KYC) বিবরণী হালনাগাদ করার জন্য তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের (DP) সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

যেসব শেয়ারহোল্ডারের লভ্যাংশ 'অপ্রদত্ত লভ্যাংশ হিসাবে' স্থানান্তরিত হয়েছে, তাঁদের বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://www.dianatea.inIEPF.shtml ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

আমরা সকল সদস্যকে -যাদের দাবিহীন শেয়ার বা লভ্যাংশ কোম্পানির নিকট জমা রয়েছে-দৃঢ়ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যেন তাঁরা এই প্রচার চলাকালীন সময়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এর মাধ্যমে তাঁরা সরাসরি কোম্পানির কাছ থেকে তাঁদের ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে পারবেন এবং অপরিশোধিত বা দাবিহীন লভ্যাংশ IEPF-এ হস্তান্তরিত হওয়া রোধ করতে পারবেন।

২. KYC **হালনাগাদ করুন এবং ভৌত শেয়ারসমূহকে ডিম্যাট পদ্ধতিতে রূপান্তর করুন**

যেসব শেয়ারহোল্ডার ভৌত আকারে (কাগজের রূপে) শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের KYC তথ্য হালনাগাদ করেন এবং তাঁদের ভৌত শেয়ার সনদপত্রসমূহকে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ইলেকট্রনিক রূপে রূপান্তর করে নেন। শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি আরও অনুরোধ জানানো হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের দাবিহীন লভ্যাংশের অর্থ দাবি করে গ্রহণ করেন অন্যথায়, সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত লভ্যাংশের অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহ যথাসময়ে 'বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ' (IEPFA)-এর নিকট হস্তান্তর করা হবে।

উপরোক্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটি সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার প্রয়োজনে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন-

যোগাযোগের ঠিকানা	
সচিব বিভাগ, ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড, ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, স্যার আর.এন.এম. হাউস (৪র্থ তলা), কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬-১৫৯০ / ৯৩ ইমেইলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in	মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাঃ লিঃ ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৩-৫০২৯, ২২৪৮-২২৪৮ ফ্যাক্সঃ(০৩৩) ২২৪৮৪৭৮৭ ইমেইলঃ mdpldc@yahoo.com ওয়েবসাইটঃ https://www.mdpl.in/

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষরিত /-
নম্রতা সারাফ
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং. A40824

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৯ মে, ২০২৬

বিজেপির জয়ের পর 'স্বাভাবিকতার বার্তা', শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা খুললেন নবনির্বাচিত বিধায়ক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৮ মে ঃ পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয়ের আবহে নতুন রাজনৈতিক বার্তা উঠে এল শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। শুক্রবার সকালে নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার নিজে উপস্থিত থেকে পঞ্চায়েতের মূল ফটকে ঝুলে থাকা তালা খুলে দেন। দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা পঞ্চায়েতের দরজা খুলতেই এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেতে এসে ফিরে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। পঞ্চায়েত ভবনের গেটে তালা ঝোলানো থাকায় জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছিল। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের ভেতরে থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিও বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। শুক্রবার সকালে পরিস্থিতি বদলাতে সরাসরি পঞ্চায়েত চত্বরে পৌঁছে যান নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। তাঁর উপস্থিতিতেই পঞ্চায়েতের তালা খোলা হয়। পরে তিনি পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রশাসনিক স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার বার্তা দেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাণকৃষ্ণ তপাদার বলেন, ''আজ থেকেই সমস্ত পঞ্চায়েতে স্বাভাবিক কাজকর্ম হবে। সাধারণ মানুষের পরিষেবা কোনওভাবেই বন্ধ রাখা যাবে না। মানুষ ভোট দিয়ে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন, তাই প্রশাসনকেও মানুষের স্বার্থে কাজ করতে হবে।'' এর পাশাপাশি তিনি তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অভিযোগ করেন, ফল প্রকাশের কিছুক্ষণ আগেও যারা তৃণমূল করতেন, তাঁদেরই একাংশ আচমকা রাজনৈতিক পরিচয় বদলে বিজেপিকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের অশান্ত পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। যদিও তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ বিজেপির পাশে রয়েছেন এবং এলাকায় শান্তি ও স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে। শুধু পঞ্চায়েতের মূল ফটকই নয়, এদিন পুনরায় চালু করা হয় পঞ্চায়েত ভবনের ভেতরে

থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিও। ফলে প্রশাসনিক পরিষেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবাও আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বস্থলী দক্ষিণে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে। বিজেপির জয়ের পর এলাকায় সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে 'পরিষেবা ও স্বাভাবিকতা ফেরানোর' বার্তা দিতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

উদ্ধার তাজা বোমা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ মে ঃ শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এলাকার বড়মুড়া অঞ্চলের বলরামপুরে বিপুল পরিমাণ তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেশ কিছু বোমা উদ্ধার করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু করে। তবে কারা এই বোমা মজুত করেছিল এবং কী উদ্দেশ্যে সেখানে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই দুষ্কৃতীদের আনাগোনা ছিল। তাঁদের আশঙ্কা, কোনও বড় ধরনের সংঘর্ষ বা নাশকতার উদ্দেশ্যেই এগুলো মজুত করা হয়ে থাকতে পারে। এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতে তল্লাশি চলছে।

বাস দুর্ঘটনা! গুরুতর জখম চালক-সহ ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৮ মে ঃ মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি জাতীয় সড়কে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। গুরুতর জখম চালক-সহ চারজন। শুক্রবার সাতসকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি এলাকায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই একটি বেসরকারি বাস জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় বাস চালক-সহ চারজন গুরুতর জখম হন। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন মালতীপুর দিক থেকে মালদা শহরের উদ্দেশ্যে আসছিল যাত্রীবোঝাই একটি বেসরকারি বাস। বাসটিতে প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। রথবাড়ি এলাকায় ঢোকার মুখে, জেব্রা ক্রসিংয়ের কিছুটা আগে হঠাৎই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপর রাস্তার ডিভাইডারে থাকা পথবাতির পোলে সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। মুহূর্তের মধ্যে বাসের ভিতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যাত্রীরা চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

তিনসুকিয়া মণ্ডলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/১৫ অফ ২০২৬ তারিখঃ ০৬-০৫-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** তিনসুকিয়া মণ্ডলেঃ এডিইএন/মরিয়ণি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে পথের পাশের ষ্টেশন, কলোনি এবং এলসি গেটসমূহে ষ্টোরেজ সুবিধা সহিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্যে অবশিষ্ট কাজের সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪,০৯,৬২,৬৮৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮,১৯,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯-০৫-২০২৬ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১৬.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী **২৯-০৫-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নিউ হাফলং রেলওয়ে ষ্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

নিউ হাফলং রেলওয়ে ষ্টেশনে ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পার্কিং ঠিকা হেতু ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. পার্কিং-এলএমজি-০৫-

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এলএমজি-এনএইচএলজি-এমএক্স-৫৬-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড)	লামডিং মণ্ডলের নিউ হাফলং ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-০৫-২০২৬ তারিখে **১০.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১০.৩০** ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নিউ আলিপুরদুয়ার (এনওকিউ), টুফানগঞ্জ (টিএফজিএন), নিউ ময়নাগুড়ি (এনএমএক্স) এবং কামাখ্যাগুড়ি (কেএএমজি)-এ দ্বিতীয় এন্ট্রি স্টেশনগুলিতে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এপি-পার্ক-৪৯-৪, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২২-০৫-২০২৬ তারিখের **১১.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২২-০৫-২০২৬ তারিখের **১২.০০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-টিএফজিএন-এমএক্স-৪১-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	টুফানগঞ্জ স্থানে দুই চাকা, তিন চাকা, চার চাকার যানবাহনের জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ ময়নগুড়ি স্টেশন চত্বরের প্রবেশপথের ডান দিকে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার যানবাহনের জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এনওকিউ-এমএক্স-৭-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের চার্কুলেটিং (চিহ্নিত) এলাকায় তিন ও চার চাকার যানবাহনের জন্য পার্কিং লট।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-৩৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশপথে দুই, তিন, চার এবং তদুর্ধ চার চাকার যানবাহনের জন্য মিক্সড পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মালদার আম চাষে ভাগ্য বদলাচ্ছে আধুনিক 'ফ্রুট ব্যাগিং' পদ্ধতি, দ্বিগুন লাভের আশায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৮ মে ঃ আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এবার ভাগ্য খুলতে শুরু করেছে মালদার আম

চাষিদের। বিশেষ 'ফ্রুট ব্যাগিং' পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদিত আম বাজারে মিলছে দ্বিগুণ দামে। ফলে লাভের আশায় আবারও এই আধুনিক পদ্ধতির উপর ভরসা রাখছেন জেলার আম চাষিরা। মালদা জেলার বিখ্যাত ফজলি, হিমসাগর, আসিনা, লক্ষ্মণভোগ, ল্যাংড়া-সহ বিভিন্ন প্রজাতির আমের চাহিদা দেশজুড়েই রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় ভাল দাম না মেলায় সমস্যায় পড়তে হয় চাষিদের। সাধারণত জেলার বাজার কিংবা ভিনরাজ্যে পাঠানোর ক্ষেত্রে আম ৫০ থেকে ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। পাশাপাশি এক্সপোর্ট কোয়ালিটির অভাবে বিদেশের বাজারেও পৌঁছাতে পারে না জেলার অধিকাংশ আম। এই পরিস্থিতিতে আমের গুণগত মান, রং ও স্বাদ অক্ষুণ্ণ রাখতে নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে 'ফ্রুট ব্যাগিং' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আম ছোট অবস্থায় বিশেষ ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে পোকামাকড়ের আক্রমণ কমে, দাগ পড়ে না এবং কীটনাশকের ব্যবহারও অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়। ফ্রুট ব্যাগিং ব্যবহারকারী এক আম চাষি জানান, গতবছর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে পরীক্ষামূলকভাবে বিশেষ ফ্রুট ব্যাগ দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যাগ ব্যবহার করার পর খুব সুন্দর ও ভাল মানের আম হয়েছিল। বাজারে সেই আমের দামও দ্বিগুণ পেয়েছিলাম। তিনি আরও বলেন, এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত আম এক্সপোর্ট কোয়ালিটির হয়। গতবার জেলার এক নামী এক্সপোর্ট কোম্পানির মাধ্যমে এই আম লন্ডন-সহ বিভিন্ন দেশে রফতানি হয়েছিল। তাই এবারও বেশি লাভের আশায় ফ্রুট ব্যাগিং পদ্ধতি ব্যবহার করছি। এতে পরিচর্যার খরচ ও কীটনাশক স্প্রে দুটোই কমেছে। বর্তমানে মালদার ফুলবাড়িয়া ও অমৃতি এলাকায় প্রায় ৩০০ টি আম গাছে এই বিশেষ ফ্রুট ব্যাগ ব্যবহার করেছেন তিনি। বাজার থেকে ৩ থেকে ৬ টাকা দামে ব্যাগ কিনে এনে এবারও দ্বিগুণ লাভের স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

বাস- লরির সংঘর্ষে আহত ২৭জন যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ মে ঃ ভয়াবহ পথদুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি সরকারি যাত্রীবাহী বাস। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসার পথে একটি মালবাহী লরির সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বলে জানা যায়। দুর্ঘটনায় বাসের চালক-সহ মোট ২৭ জন যাত্রীর আহত হওয়ার খবর ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, লরির চালক ও সহচালকও গুরুতর জখম হয়েছেন। সংঘর্ষের তীব্রতায় লরির চালক গাড়ির ভিতরে আটকে পড়েন। পরে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ। কি করে এই দুর্ঘটনা ঘটল, সেই বিষয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি আহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, সর্বদা এই জাতীয় সড়কে দ্রুত গতির বলি হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। প্রশাসনের উচিত দ্রুতগামী যানবাহনের উপর লাগাম টানার। বিগত এক বছরে বহুবার এমন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন সাধারণ মানুষ যে কারণে প্রশ্ন উঠছে মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা নিয়ে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Borough-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EEC/VII/56/PITCOVER/25-26 Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover in Ward No-56, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/EEC/VII/57/PITCOVER/25-26 Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover in Ward No-57, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/EEC/VII/58/PITCOVER/25-26 Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover in Ward No-58, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

4. NIT NO. : KMC/EEC/VII/59/PITCOVER/25-26 Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover in Ward No-59, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

5. NIT NO. : KMC/EEC/VII/63/PITCOVER/25-26 Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover in Ward No-63, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

6. NIT NO. : KMC/EEC/VII/64/PITCOVER/25-26 Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover in Ward No-64, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

7. NIT NO. : KMC/EEC/VII/65/PITCOVER/25-26 Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover in Ward No-65, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

8. NIT NO. : KMC/EEC/VII/66/PITCOVER/25-26 Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover in Ward No-66, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

9. NIT NO. : KMC/EEC/VII/67/PITCOVER/25-26 Name of work : **Providing and fixing M H Cover/ G P Cover/C P Cover/Inspection PIT Cover in Ward No-67, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

10. NIT NO. : KMC/EEC/VII/56/CHOCKAGE/25-26 Name of work : **Urgent removal of Chockage/ Collapse Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.56, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

11. NIT NO. : KMC/EEC/VII/57/CHOCKAGE/25-26 Name of work : **Urgent removal of Chockage/ Collapse Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.57, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

12. NIT NO. : KMC/EEC/VII/58/CHOCKAGE/25-26 Name of work : **Urgent removal of Chockage/ Collapse Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.58, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

13. NIT NO. : KMC/EEC/VII/59/CHOCKAGE/25-26 Name of work : **Urgent removal of Chockage/ Collapse Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.59, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

14. NIT NO. : KMC/EEC/VII/63/CHOCKAGE/25-26 Name of work : **Urgent removal of Chockage/ Collapse Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.63, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

15. NIT NO. : KMC/EEC/VII/64/CHOCKAGE/25-26 Name of work : **Urgent removal of Chockage/ Collapse Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.64, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

16. NIT NO. : KMC/EEC/VII/65/CHOCKAGE/25-26 Name of work : **Urgent removal of Chockage/ Collapse Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.65, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

17. NIT NO. : KMC/EEC/VII/66/CHOCKAGE/25-26 Name of work : **Urgent removal of Chockage/ Collapse Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.66, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

18. NIT NO. : KMC/EEC/VII/67/CHOCKAGE/25-26 Name of work : **Urgent removal of Chockage/ Collapse Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.67, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

19. NIT NO. : KMC/EEC/VII/56/POTHOLES/25-26 Name of work : **Urgent repairing of Potholes & Road in Ward No.56, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.2,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

20. NIT NO. : KMC/EEC/VII/57/POTHOLES/25-26 Name of work : **Urgent repairing of Potholes & Road in Ward No.57, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,75,000.00.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.**

21. NIT NO. : KMC/EEC/VII/58/POTHOLES/25-26 Name of work : **Urgent repairing of Potholes & Road in Ward No.58, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,75,000.00.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.**

22. NIT NO. : KMC/EEC/VII/59/POTHOLES/25-26 Name of work : **Urgent repairing of Potholes & Road in Ward No.59, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,50,000.00.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.**

23. NIT NO. : KMC/EEC/VII/63/POTHOLES/25-26 Name of work : **Urgent repairing of Potholes & Road in Ward No.63, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.3,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

24. NIT NO. : KMC/EEC/VII/64/POTHOLES/25-26 Name of work : **Urgent repairing of Potholes & Road in Ward No.64, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,00,000.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**

25. NIT NO. : KMC/EEC/VII/65/POTHOLES/25-26 Name of work : **Urgent repairing of Potholes & Road in Ward No.65, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,75,000.00.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.**

26. NIT NO. : KMC/EEC/VII/66/POTHOLES/25-26 Name of work : **Urgent repairing of Potholes & Road in Ward No.66, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,75,000.00.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.**

27. NIT NO. : KMC/EEC/VII/67/POTHOLES/25-26 Name of work : **Urgent repairing of Potholes & Road in Ward No.67, Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs.4,75,000.00.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.** Period of Completion : **365 Days (for Sl.No.1 to 27).** Last Date and Time of submission of Bid : **21.05.2026 upto 10.30 a.m. (for Sl.No. 1 to 27).** Tender will be opened on **23.05.2026 at 10.30 a.m. (for Sl.No. 1 to 27).** The Bid forms and other details are available on and from **11.05.2026 at (4.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 27).**

09/ 26-27

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Saturday, 9th May 2026	Asansol	4:00PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

ভারতীয় টি-২০ দলে বড় বদলের ইঙ্গিত!

সূর্যকুমারের জায়গায় অধিনায়ক হতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার?

মুম্বই, ৮ মে ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে কি আসতে চলেছে নতুন নেতৃত্বের যুগ? টি-২০ ফরম্যাটে অধিনায়কত্ব নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ক্রিকেট মহলে। বিসিসিআই সূত্রে মিলছে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত, আর সেই জল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে শ্রেয়স আইয়ার-এর নাম। বর্তমান টি-২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব-এর পরিবর্তে তাঁকেই ভবিষ্যতের নেতৃত্বের মুখ হিসেবে ভাবা হচ্ছে বলে খবর। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করেনি, তবুও বোর্ডের অন্দরের ইঙ্গিত ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, আসন্ন আন্তর্জাতিক সূচি এবং ভবিষ্যতের আইসিসি প্রতিযোগিতাগুলিকে সামনে রেখে টি-২০ দলের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করতে চাইছে বিসিসিআই। সেই কারণেই দলের নেতৃত্ব কাঠামো নতুন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা, কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আগামী দিনের দল গঠনের পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিয়েই এই মূল্যায়ন চলছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে ভারতীয় টি-২০ দলের অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমার যাদব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং সাহসী ক্রিকেট দর্শন ইতিমধ্যেই সমর্থকদের মন জয় করেছে। তবে বোর্ডের একাংশ মনে করছে, দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল নেতৃত্ব গড়ে তুলতে এখন থেকেই নতুন বিকল্প তৈরি করা প্রয়োজন। সেই ভাবনা থেকেই শ্রেয়স আইয়ারের নাম গুরুত্ব পাচ্ছে। গত কয়েক বছরে শ্রেয়স আইয়ার শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই নয়, একজন শান্ত ও বিচক্ষণ নেতা হিসেবেও নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। চাপের মুহূর্তে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তরুণ ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস জোগানোর ক্ষমতা নির্বাচকদের নজর কেড়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক টি-২০ ক্রিকেটে নেতৃত্ব পরিবর্তন বা নেতৃত্ব ঘুরিয়ে দেখার প্রবণতা এখন খুবই সাধারণ বিষয়। কারণ এই ফরম্যাটে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া, কৌশল বদলানো এবং ক্রিকেটারদের কাজের চাপ সামলানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই একাধিক নেতৃত্বের বিকল্প তৈরি রাখাকে এখন প্রায় সব বড় ক্রিকেট বোর্ডই গুরুত্ব দিচ্ছে। সূর্যকুমার যাদবের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলেছে। তাঁর নেতৃত্বে তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং দলকে আরও গতিশীল করার চেষ্টা হয়েছে। তবে টি-২০ ফরম্যাটে ধারাবাহিকতা ধরে রাখা সবসময়ই কঠিন। সেই কারণেই বিসিসিআই হয়তো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় আরও স্থায়ী নেতৃত্ব কাঠামো গড়ে তুলতে চাইছে। অন্যদিকে শ্রেয়স আইয়ারের উত্থান ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর বাড়তে থাকা গুরুত্বকেই সামনে আনছে। মিডল অর্ডারে দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি তাঁর ক্রিকেট মস্তিষ্ক বরাবরই প্রশংসিত। আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁকে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে। ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে ফিল্ড সেট করা, বোলার বদল করা কিংবা চাপের মধ্যে শান্ত থাকা-এই গুণগুলো তাঁকে নেতৃত্বের দৌড়ে এগিয়ে রাখছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে এই সম্ভাব্য পরিবর্তন নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে মতভেদও স্পষ্ট। একাংশ মনে করছেন, নতুন নেতৃত্ব দলকে ভবিষ্যতের জন্য আরও প্রস্তুত করে তুলতে পারে। তাঁদের মতে, টি-২০ ক্রিকেটে নতুন ভাবনা ও নতুন নেতৃত্ব অনেক সময় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে অনেকেই আবার মনে করছেন, ঘন ঘন নেতৃত্ব পরিবর্তন দলের স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাঁদের মতে, সূর্যকুমার যাদব এখনও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং তাঁকে আরও সময় দেওয়া উচিত। বিসিসিআইয়ের অন্দরে যে টি-২০ দল নিয়ে বড়সড় পুনর্গঠনের চিন্তাভাবনা চলছে, তা এখন প্রায় স্পষ্ট। বোর্ড সম্ভবত এমন একটি দল গড়তে চাইছে, যেখানে শুধু বর্তমান নয়, আগামী কয়েক বছরের পরিকল্পনাও মাথায় রাখা হবে। বিশেষ করে ভবিষ্যতের টি-২০ বিশ্বকাপ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের জন্য একটি স্থায়ী কোর গ্রুপ তৈরি করাই এখন মূল লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের পরিবর্তন কখনওই হঠাৎ করে করা হয় না। বরং ধীরে ধীরে নতুন নেতৃত্বকে প্রস্তুত করা হয়, যাতে দলের ভারসাম্য নষ্ট না হয়। সেই কারণেই সূর্যকুমার যাদবকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়ার বদলে তাঁকে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবেই রাখা হতে পারে। একইসঙ্গে শ্রেয়স আইয়ারকে ধীরে ধীরে নেতৃত্বের দায়িত্বে আনা হতে পারে। এদিকে এই জল্পনা সামনে আসতেই সামাজিক মাধ্যমেও শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। কেউ বলছেন, শ্রেয়স আইয়ার ভবিষ্যতের জন্য আদর্শ অধিনায়ক হতে পারেন। আবার কেউ মনে করছেন, সূর্যকুমারের আক্রমণাত্মক নেতৃত্বই ভারতীয় টি-২০ ক্রিকেটের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তবুও ভারতীয় ক্রিকেটে বড় পরিবর্তনের আভাস স্পষ্ট। বোর্ডের ভবিষ্য পরিকল্পনায় নতুন নেতৃত্বের ভাবনা যে গুরুত্ব পাচ্ছে, তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন দেখার, বিসিসিআই শেষ পর্যন্ত কোন পথে হাঁটে। সূর্যকুমার যাদবের হাতেই কি থাকবে ভারতের টি-২০ দলের দায়িত্ব, নাকি নতুন যুগের সূচনা হবে শ্রেয়স আইয়ারকে সামনে রেখে- সেই উত্তরই খুঁজছে ভারতীয় ক্রিকেট মহল।

আইপিএল ২০২৬-এ কড়া বিসিসিআই!

ক্রিকেটারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে নিষেধাজ্ঞা, বাড়ল নিরাপত্তা ও নজরদারি

মুম্বই, ৮ মে ঃ আইপিএল ২০২৬ যত এগোচ্ছে, ততই আরও কড়া হচ্ছে নিয়মকানুন। এবার টুর্নামেন্ট ঘিরে বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ড অফ কংট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া বা বিসিসিআই আইপিএল চলাকালীন ক্রিকেটারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষা ও অবাধ যোগাযোগের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে বলে জানা গেছে। নতুন এই নির্দেশিকাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ফ্র্যাঞ্চাইজি শিবিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, আইপিএল ২০২৬-এ ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা, মানসিক স্বস্তি এবং টুর্নামেন্টের স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই কড়া অবস্থান নিয়েছে বিসিসিআই। বোর্ডের মতে, বিশ্বের অন্যতম বৃহ ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট লিগ হিসেবে আইপিএলের উপর এখন আন্তর্জাতিক নজর অনেক বেশি। ফলে খেলোয়াড়দের চারপাশে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, এতদিন অনেক সময়ই খেলোযাড়দের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচিত, ব্যবসায়িক সহযোগী বা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা। দলীয় হোটেল, অনুশীলন কেন্দ্র কিংবা ম্যাচ ভেন্যুতেও এমন সাক্ষাতের ঘটনা ঘটত। কিন্তু এখন থেকে সেই প্রবেশ আর সহজ হবে না। বিসিসিআই নির্দেশ দিয়েছে, কোনও বাইরের ব্যক্তি যদি কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে তার জন্য আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকেও ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। দলগুলিকে বলা হয়েছে, ক্রিকেটারদের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগের বিষয়টি এখন থেকে কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিরাপত্তারক্ষীদেরও নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-প্রবেশের আগে পরিচয়পত্র যাচাই, নথিপত্র পরীক্ষা এবং অনুমোদনের প্রমাণ ছাড়া কাউকে ঢুকতে না দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে ক্রিকেট মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একাংশ মনে করছে, বর্তমান সময়ে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাঁদের মতে, আইপিএলের মতো উচ্চচাপের টুর্নামেন্টে ক্রিকেটারদের মনোযোগ ধরে রাখা এবং বাইরের প্রভাব কমানো জরুরি। বিশেষ করে ম্যাচ ফিক্সিং, তথ্য ফাঁস বা অনৈতিক যোগাযোগের ঝুঁকি এড়াতে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হতে পারে। অন্যদিকে অনেকের মতে, এই নতুন নিয়ম ক্রিকেটারদের উপর আরও মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে। ইতিমধ্যেই টানা ম্যাচ, ভ্রমণ এবং মিডিয়ার চাপের মধ্যে থাকা ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত পরিসর আরও সংকুচিত হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। তাঁদের মতে, খেলোয়াড়দেরও ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখার অধিকার রয়েছে এবং অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ কখনও কখনও উল্টো প্রভাব ফেলতে পারে। তবে বিসিসিআইয়ের অন্দরমহলের বক্তব্য, এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ক্রিকেটারদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া নয়, বরং তাঁদের চারপাশে একটি নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করা। বোর্ডের মতে, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ করা হচ্ছে না, বরং তা একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আনা হচ্ছে যাতে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বজায় থাকে। জানা গেছে, বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি ইতিমধ্যেই নিজেদের ক্রিকেটারদের নিয়ে অভ্যন্তরীণ বৈঠক শুরু করেছে। সেখানে নতুন নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হচ্ছে এবং বোর্ডের নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনওরকম বিভ্রান্তি বা নিয়মভঙ্গ যাতে না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। বোর্ড সূত্রে আরও জানা গেছে, অতীতে কিছু অননুমোদিত প্রবেশ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের আশঙ্কাও সামনে আসে। এছাড়া উচ্চপ্রোফাইল ক্রিকেটারদের কাছাকাছি পৌঁছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করার অভিযোগও ছিল। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেই এবার আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইপিএল বর্তমানে শুধু একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয়, বরং বহু কোটি টাকার আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-বাণিজ্যিক মঞ্চ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শক, স্পনসর, সম্প্রচারকারী সংস্থা এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর নজর থাকে এই প্রতিযোগিতার উপর। ফলে বিসিসিআই কোনওভাবেই টুর্নামেন্টের ভাবমূর্তি নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইছে না। বোর্ডের এই পদক্ষেপের সঙ্গে দুর্নীতি দমন ও অ্যান্টি-করাপশন ব্যবস্থাকেও আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ক্রিকেটারদের চলাফেরা, যোগাযোগ এবং দলীয় পরিবেশের উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গেও সমন্বয় বাড়ানো হচ্ছে যাতে কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি দ্রুত চিহ্নিত করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক পেশাদার ক্রীড়া দুনিয়ায় এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ এখন ক্রমশ বাড়ছে। শুধু ক্রিকেট নয়, ফুটবল, টেনিস কিংবা অন্যান্য বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা ও মানসিক প্রস্তুতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আইপিএলও এখন সেই দিকেই আরও এক ধাপ এগোল বলেই মনে করছেন অনেকে। আইপিএল ২০২৬-এর মাঝপথে এসে বিসিসিআইয়ের এই কড়া অবস্থান স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে কোনওরকম আপস করতে রাজি নয় বোর্ড। আগামী দিনে এই নতুন নিয়ম কতটা কার্যকর হয় এবং ক্রিকেটার ও ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি কীভাবে এর সঙ্গে মানিয়ে নেয়, সেদিকেই এখন নজর থাকবে ক্রিকেট বিশ্বের।

রিয়াল মাদ্রিদের অনুশীলনে বড়সড় অঘটন! মাঠেই অসুস্থ ফেদেরিকো ভালভার্দে, তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি

মাদ্রিদ, ৮ মে ঃ রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে হঠাই নেমে এসেছে উদ্বেগের ছায়া। ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ মিডফিল্ডার ফেদেরিকো ভালভার্দে-কে বৃহস্পতিবার অনুশীলন চলাকালীন মাঠ থেকে সরাসরি হাসপাতালে নিযে যাওযা হযেছে বলে খবর। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের একাধিক রিপোর্ট অনুযাযী, অনুশীলনের সময একটি শারীরিক সংঘর্ষের পর তিনি অস্বস্তি অনুভব করেন এবং দ্রুত চিকিসকদের হস্তক্ষেপ প্রযোজন হয।যদিও এখনও পর্যন্ত রিযাল মাদ্রিদ-এর তরফে বিস্তারিত কোনও সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করা হযনি, তবুও ঘটনাটি ঘিরে উদ্বেগ ছড়িযে পড়েছে ফুটবল মহলে। ক্লাব সূত্রে জানা গিযেছে, এটি ছিল প্রথম দলের নিযমিত অনুশীলন সেশন। কিন্তু উচ্চ-তীব্রতার সেই প্র্যাকটিস চলাকালীন পরিস্থিতি আচমকাই উত্তপ্ত হযে ওঠে। একটি শারীরিক সংঘর্ষ বা ধাক্কার পর ভালভার্দে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েন বলে জানা যায।ঘটনার পরই ক্লাবের মেডিক্যাল টিম দ্রুত মাঠে ছুটে আসে। প্রাথমিক চিকিসার পর তাঁকে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিযে যাওযা হয। ক্লাবের ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, বড় কোনও চোট রযেছে কি না তা নিশ্চিত করতেই এই মেডিক্যাল মূল্যাযন করা হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি কতটা গুরুতর, তা এখনও স্পষ্ট নয।ভালভার্দে বর্তমানে রিযাল মাদ্রিদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফুটবলার। মিডফিল্ডে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, রক্ষণ ও আক্রমণের মধ্যে দ্রুত সংযোগ তৈরি করার ক্ষমতা এবং কৌশলগত শৃঙ্খলা তাঁকে দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলেছে। গত কযেক মৌসুমে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি শুধু কোচিং স্টাফের নয, সমর্থকদেরও অন্যতম ভরসার নাম হযে উঠেছেন। ফলে তাঁর সম্ভাব্য অনুপস্থিতি রিযালের জন্য বড় ধাক্কা হতে পারে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে এই খবর ছড়িযে পড়তেই নানা জল্পনা শুরু হযেছে। অনুশীলনে ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিযে এখনও ধোঁযাশা রযেছে। কেউ কেউ বলছেন, এটি নিছক একটি দুর্ঘটনাজনিত সংঘর্ষ। আবার অন্য সূত্রের দাবি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের কারণে অনুশীলনের উত্তেজনা স্বাভাবিকের চেযে বেশি ছিল। তবে ক্লাবের অংদরমহল থেকে সতর্ক করা হযেছে, অনুশীলনের ঘটনা অনেক সময বাইরে থেকে অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ পায, তাই আনুষ্ঠানিক বিবৃতির আগে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না।ঘটনার পরেও দলের বাকি ফুটবলার এবং কোচিং স্টাফ অনুশীলন চালিযে যান বলে জানা গেছে। তবে ভালভার্দের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিযেই মূলত ব্যস্ত ছিল ক্লাবের মেডিক্যাল বিভাগ। চিকিসকরা তাঁর পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন না করা পর্যন্ত কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না রিযাল মাদ্রিদ। এই ঘটনা এমন এক সমযে ঘটল, যখন মরসুমের সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ পর্যাযে রযেছে রিযাল মাদ্রিদ। লা লিগা এবং ইউরোপীয প্রতিযোগিতা-দুই ক্ষেত্রেই কঠিন লড়াইযের মধ্যে রযেছে দল। ঘন ঘন ম্যাচের চাপে খেলোযাড়দের ফিটনেস এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয হযে দাঁড়িযেছে। সেই পরিস্থিতিতে ভালভার্দের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিডফিল্ডারের হঠাৎ হাসপাতালে ভর্তি হওযার খবর স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িযেছে। সামাজিক মাধ্যমেও সমর্থকদের প্রতিক্রিযা চোখে পড়ার মতো। বহু সমর্থক ভালভার্দের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে বার্তা পোস্ট করেছেন। অনেকেই লিখেছেন, ভালভার্দে শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি দলের প্রাণশক্তি। আবার কেউ বলেছেন, তাঁর ছাড়া রিযালের মিডফিল্ড কল্পনা করা কঠিন। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক ফুটবলে উচ্চ-তীব্রতার অনুশীলন এখন অত্যন্ত সাধারণ বিষয। খেলোযাড়দের ফিটনেস, গতি এবং ম্যাচ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিযে নেওযার জন্য অনুশীলনেও প্রায ম্যাচের মতো চাপ তৈরি করা হয। সেই কারণেই মাঝে মাঝে সংঘর্ষ বা শারীরিক ধাক্কার ঘটনা ঘটে। তবে কোনও খেলোযাড়কে হাসপাতালে নিযে যাওযার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে তা অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয। রিযাল মাদ্রিদ সম্ভবত ভালভার্দের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে চাইছে। ক্লাবের চিকিসকরা নিশ্চিত হতে চাইছেন যে তাঁর শরীরে কোনও অভ্যন্তরীণ চোট বা জটিলতা তৈরি হযনি। ফলে আগামী কযেক দিন তাঁকে বিশ্রামে রাখা হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। এখন সবচেযে বড় প্রশ্ন, তিনি কবে মাঠে ফিরবেন। সামনে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ থাকায সমর্থকদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। যদিও ক্লাবের তরফে এখনও কোনও সমযসীমা জানানো হযনি, তবুও আশা করা হচ্ছে মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশের পর পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হবে। ফেদেরিকো ভালভার্দে গত কযেক বছরে রিযাল মাদ্রিদের সাফল্যের অন্যতম মুখ হযে উঠেছেন। তাঁর গতিময ফুটবল, লড়াকু মানসিকতা এবং দলের জন্য নিঃস্বার্থ অবদান তাঁকে সমর্থকদের হৃদযে বিশেষ জাযগা দিযেছে। সেই কারণেই তাঁর এই আকস্মিক অসুস্থতার খবর শুধু রিযাল সমর্থকদের নয, গোটা ফুটবল বিশ্বের উদ্বেগ বাড়িযেছে। এখন সকলের নজর ক্লাবের পরবর্তী সরকারি আপডেটের দিকে। সমর্থকদের একটাই প্রার্থনা-ভালভার্দে যেন দ্রুত সুস্থ হযে আবার মাঠে ফিরে আসেন।

মার্শ ঝড়ে উড়ল আরসিবি! মিচেল মার্শের বিধ্বংসী শতরানে লখনউয়ের দাপুটে জয়

লখনউ, ৮ মে ঃ ব্যাট হাতে যেন আগুন ঝরালেন মিচেল মার্শ। তাঁর দুরন্ত শতরানের সৌজন্যে লখনউ সুপার জায়ান্টস এক হাইভোল্টেজ ম্যাচে দাপটের সঙ্গে হারিয়ে দিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-কে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোমাঞ্চে ভরা এই ম্যাচে দর্শকদের উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে, কিন্তু শেষ হাসি হাসল লখনউই। আর সেই জয়ের কেন্দ্রে ছিলেন এক এবং একমাত্র মিচেল মার্শ। লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর আগেই উত্তেজনার পারদ ছিল চড়া। দুই শক্তিশালী দলের মুখোমুখি লড়াই ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু ম্যাচ যত এগিয়েছে, ততই স্পষ্ট হয়েছে যে দিনটা ছিল মার্শের। তাঁর ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছে একের পর এক বিধ্বংসী শট, যা কার্যত ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে আরসিবির বোলিং আক্রমণ। ইনিংসের শুরু থেকেই অসাধারণ ছংেদ দেখা যায় মার্শকে। প্রথম কয়েক ওভারেই তিনি বুঝিয়ে দেন যে বড় কিছু অপেক্ষা করছে। অফ সাইডে নিখুঁত কভার ড্রাইভ, পুল শটের আগ্রাসন এবং স্পিনারদের বিরুদ্ধে নির্ভীক ব্যাটিং-সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য মেজাজে। মাঠের চারদিকে অনায়াসে বল পাঠাতে শুরু করেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার। প্রথমে ধীরস্থিরভাবে ইনিংস গড়ে তুললেও পরে গিয়ার বদলে সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন তিনি। আরসিবির বোলাররা বারবার পরিকল্পনা বদলালেও কোনও কৌশলই কাজে আসেনি। পেস হোক বা স্পিন-সব ধরনের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সমান সাবলীল ছিলেন মার্শ। তাঁর ব্যাটিংয়ে ছিল শক্তি, নিয়ন্ত্রণ এবং নিখুঁত টাইমিংয়ের দুর্দান্ত মিশেল। শতরানের দিকে এগোতে থাকতেই গোটা স্টেডিয়ামের আবহ যেন বদলে যায়। গ্যালারিতে থাকা সমর্থকেরা দাঁড়িয়ে করতালি দিতে শুরু করেন। প্রতিটি বাউন্ডারি আর ছক্কায় আরও চড়তে থাকে উত্তেজনা। অবশেষে যখন তিনি শতরান পূর্ণ করেন, তখন পুরো মাঠ কার্যত উৎসবে মেতে ওঠে। ব্যাট তুলে দর্শকদের অভিবাদন জানান মার্শ, আর সেই মুহূর্তই হয়ে ওঠে ম্যাচের অন্যতম সেরা দৃশ্য। মার্শের এই ইনিংস শুধু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, লখনউয়ের পুরো ইনিংসের ভিত গড়ে দেয়। তাঁর ব্যাটিংয়ের ফলে দল শুরু থেকেই দ্রুত রান তুলতে সক্ষম হয় এবং নির্ধারিত ওভারে বড় স্কোর গড়ে তোলে। মাঝের ওভারগুলোতে তিনি যেভাবে রান তোলার গতি ধরে রেখেছিলেন, সেটাই আরসিবির উপর বাড়তি চাপ তৈরি করে। অন্যদিকে, আরসিবি শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায়। ম্যাচে নামার আগে কাগজে-কলমে শক্তিশালী দল হিসেবেই দেখা হচ্ছিল তাদের। কিন্তু মাঠে সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন দেখা যায়নি। বোলারদের লাইন-লেংথে ধারাবাহিকতার অভাব ছিল স্পষ্ট। সঙ্গে ফিল্ডিংয়েও একাধিক ভুল তাদের পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তোলে। গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ মিস এবং সহজ রান আটকাতে ব্যর্থ হওয়ায় লখনউ বাড়তি সুবিধা পেয়ে যায়। বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আরসিবির ব্যাটাররা অবশ্য লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন। ওপেনাররা দ্রুত রান তুলতে চাইলেও নিয়মিত উইকেট হারানোর ফলে সেই ছন্দ ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। প্রযোজনীয রানরেট ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং মিডল অর্ডারের উপর চাপ বাড়ে। কয়েকজন ব্যাটার আক্রমণাত্মক শট খেললেও ইনিংসকে বড় করার মতো ধারাবাহিকতা দেখা যায়নি। লখনউয়ের বোলাররাও নিজেদের দাযিত্ব দারুণভাবে পালন করেন। মার্শের শতরানের পর তাঁরা নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে আরসিবিকে ম্যাচে ফিরতে দেননি। পাওয়ারপ্লে থেকে ডেথ ওভার-প্রতিটি পর্যায়ে তারা পরিকল্পনা মাফিক বল করেছে। উইকেট তুলে নেওয়ার পাশাপাশি রান আটকে রাখার কাজটাও দক্ষতার সঙ্গে সামলেছে লখনউ শিবির। এই জয়ের ফলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে মিচেল মার্শের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের এমন ফর্ম দলের জন্য বড় ইতিবাচক দিক। তিনি শুধু একজন ব্যাটার নন, ম্যাচের গতিপথ একা হাতে বদলে দেওয়ার ক্ষমতাও রাখেন-এই ম্যাচে তা আরও একবার প্রমাণ হল। অন্যদিকে, আরসিবির জন্য এই হার নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল তাদের ধারাবাহিকতা নিয়ে। শক্তিশালী দল থাকা সত্ত্বেও বড় ম্যাচে কেন তারা চাপ সামলাতে পারছে না, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। দলের বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে নিশ্চয়ই নতুন করে ভাবতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। ম্যাচ শেষে লখনউ শিবিরে ছিল উৎসবের আবহ। সতীর্থদের অভিনন্দনের মাঝে মাঠ ছাড়েন মিচেল মার্শ। দর্শকেরা দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান তাঁকে। ব্যাট তুলে সেই অভিনন্দন গ্রহণ করেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা। আইপিএলের এই মরসুমে ইতিমধ্যেই একাধিক বিস্ফোরক ইনিংস দেখা গেছে, কিন্তু লখনউয়ে মার্শের এই শতরান নিঃসন্দেহে সেরাদের তালিকায় জায়গা করে নেবে। শক্তি, সৌন্দর্য এবং মানসিক দৃঢ়তার এক অনবদ্য মিশ্রণ ছিল তাঁর ইনিংসে। আর সেই ইনিংসই শেষ পর্যন্ত গড়ে দিল ম্যাচের ভাগ্য।

আইপিএল ধোঁয়াশা, 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর নতুন নজির

মুম্বই, ৮ মে ঃ ক্রিকেট মাঠে তাঁর উপস্থিতি ঘিরে যখন ধোঁয়াশা ক্রমশ বাড়ছে, তখন অন্য এক কারণে আবারও শিরোনামে উঠে এলেন মহেংন্দ্র সিং ধোনি। আইপিএল ২০২৬-এর অর্ধেক পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ম্যাচে দেখা যায়নি তাঁকে। চোটজনিত সমস্যায় ভুগছেন তিনি এবং দলের সঙ্গেও নিয়মিত সফরে যাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। তবে মাঠের বাইরে এই অনুপস্থিতির মাঝেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। ক্রিকেট নয়, এবার তিনি চর্চায় করদাতা হিসেবে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত আয়করদাতা হিসেবে উঠে এসেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। বৃহস্পতিবার আয়কর দফতরের তরফে প্রকাশিত তথ্যে এই চমকপ্রদ তথ্য সামনে আসে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিহার-ঝাড়খণ্ডের প্রধান মুখ্য আয়কর কমিশনার ড. ডি সুধাকর রাও। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বিহার ও ঝাড়খণ্ড মিলিয়ে মোট প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা আয়কর সংগ্রহ হয়েছে। এর মধ্যে শুধু ঝাড়খণ্ড থেকেই এসেছে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। মোট কর সংগ্রহের প্রায় ৭০ শতাংশ এসেছে টিডিএসের মাধ্যমে। একইসঙ্গে তিনি জানান, ব্যক্তিগত করদাতাদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। যদিও ধোনির মোট কর প্রদানের নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রকাশ করা হয়নি। এই তথ্য সামনে আসতেই ফের আলোচনায় উঠে এসেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক, যাঁকে ক্রিকেট বিশ্ব এখনও 'ক্যাপ্টেন কুল' নামেই চেনে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com